চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 132 Friday, 12 April, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১৩২ সংখ্যা ✱ ২৯ চৈত্র, ১৪৩০, শুক্রবার, ১২ এপ্রিল, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

'নো ভোট টু বিজেপি' এবং 'মোদি হটাও' স্লোগানকে সামনে রেখে এবার পথে নামলেন বুদ্ধিজীবীরা। 'দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ' গড়ে ছুটে যাচ্ছেন এরা। ...বিস্তারিত পাতা ৩

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে এবার ভোট প্রচারে নামছেন মিঠুন চক্রবর্তী। লোকসভা ভোট প্রচার এবার উত্তরবঙ্গ দিয়ে শুরু করছেন তিনি। ...বিস্তারিত পাতা ৫

দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুরে নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে খোশমেজাজে বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার। ...বিস্তারিত পাতা ৭

একের পর এক সাফল্য পেয়ে চলেছেন সুমিত নাগাল। এই প্রথম রোলাঁ গারোয় নামার টিকিট পেয়ে গেলেন। সুরকির কোর্টে এই প্রথম খেলার সুযোগ পাবেন সুমিত। ...বিস্তারিত পাতা ৮

'একটা ভোটও অন্য কাউকে দেবেন না'

ঈদের অনুষ্ঠানে বার্তা দিলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ লোকসভা ভোটের আগে এবার রেড রোডে ঈদের অনুষ্ঠান থেকেও বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়ে রাখলেন, ''একটা ভোটও যেন অন্য কোনও দলে না যায়।'' সবার ভোট যাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকেই যায়, সেই বার্তাও দিয়ে রাখলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বৃহস্পতিবার রেড রোডে ঈদের অনুষ্ঠান থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন থেকে শুরু করে এনআরসি, এমনকী অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিরুদ্ধেও সরব হলেন মমতা। মমতার সাফ বার্তা, ''গায়ের জোর মানা হবে না।'' রেড রোডের অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী আবারও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে, এবারের লোকসভা ভোটে বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলায় লড়াই করছে তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসই। বললেন, 'নির্বাচনের সময় মনে রাখবেন, আমাদের সঙ্গে লড়াই বিজেপির। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোট কী করবে, আমরা দেখে নেব। কিন্তু বাংলায় আমরা লড়ছি বিজেপির বিরুদ্ধে।'' সেই সময়েই উপস্থিত সাধারণ মানুষদের উদ্দেশে বলে রাখলেন, একটা ভোটও যেন অন্য কোনও দলে না যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে এদিন রেড রোডের অনুষ্ঠান থেকে আবারও সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা শোনা গেল। বললেন, ''আমার ইচ্ছা আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন।'' এনআরসি, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিরুদ্ধেও তাঁর অবস্থান আগের মতোই রয়েছে, সেটাও স্পষ্ট করে দিলেন মমতা। তৃণমূল সুপ্রিমোর সাফ বার্তা, ''নো এনআরসি, নো সিএএ, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড। সব মানুষের অধিকার তাঁর নিজস্ব অধিকার।'' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''মাছের মাথা হল সিএএ, ল্যাজা হল এনআরসি। আর মাঝের পেটিটা হল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি।'' বিজেপি গোটা দেশকে জেলখানা বানিয়ে দিচ্ছে বলে আগেই দাবি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার রেড রোডের মঞ্চ থেকেও একই কথা বললেন। মমতা জানান, বেছে বেছে সংখ্যালঘু নেতাদের ফোন করে ভয় দেখানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে বিরোধীদের চাপে রাখার চেষ্টা চলছে। বিজেপিকে ভোট দিলে আগামী দিনে কী হবে, তা এখন থেকেই ভাবতে বলেন মমতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি এদিন মঞ্চে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সকলকে ঈদে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি তিনিও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। বলেন, ''চাঁদের কোনও ধর্ম হয় না। যে জল সবাই খায় তার কোনও ধর্ম হয় না। যে বাতাসে শ্বাস নিই, তারও কোনও ভাগ হয় না। তাই যারা বিভাজন করতে চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে একজোট হতে হবে।''

ঈদের শুভেচ্ছায় অভিষেকের মুখে শায়েরী

ক্ষণিকের অরাজনৈতিক বক্তৃতায় দিলেন প্রচ্ছন্ন বার্তা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ 'আব কুছ ভি হো, মসম বদলনা চাহিয়ে...' রেড রোডের ঈদের মঞ্চে শের-শায়েরী শুনিয়ে পরিস্থিতি বদলানোর বার্তা দিলেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রেড রোডে ঈদের মঞ্চে নমাজ পাঠ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হুঁশিয়ারি দেন সিএএ নিয়ে। তারপরই বক্তব্য রাখেন অভিষেক। মিনিট আড়াইয়ের বক্তব্যে এদিন কোনও রাজনৈতিক বার্তা দেননি। তবে প্রচ্ছন্ন বার্তা ছিলই। সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, ''আপনারা এক মাস ধরে রোজা রেখেছেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ আপনার সমস্ত কামনা পূর্ণ করুক। সকলের পরিবারে শান্তি, সুস্বাস্থ্য কামনা করি। সকলে ভালোবাসায় থাকুন।'' বাংলায় একতা বজায় রাখার বার্তা দেন অভিষেক। তিনি বলেন, ''যে ভাবে আপনারা সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রেখেছেন, তা যেন বজায় থাকে।'' সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের কথা বলতে গিয়েই তিনি বলেন, ''যে চাদ দেখে ঈদ হয়, সেই চাঁদ দেখে করবা চৌথও হয়। যে গঙ্গার জল হিন্দু ভাই পান করেন, সেই গঙ্গারই জল একজন মুসলমান ভাইও পান করেন। জল-চাঁদের কোনও ধর্ম নেই। যে হাওয়ায় শ্বাস নিই আমরা, তারও কোনও ধর্ম নেই।'' ক্ষণিকের বক্তৃতায় একাধিক শের-শায়েরী বলেছেন অভিষেক। কারোর নাম না করেই বলেন, ''যে ভাবে ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের লড়াই করাবে, তাদের উদ্দেশে একটাই কথা বলব...'' বলেই অভিষেক বলেন, ''কিড়ায়দার হ্যয়, জাতি মকান থোরি হ্যয়...'' তার ব্যাখ্যাও বুঝিয়ে দেন অভিষেক। তাঁর কথায়, ''যে সরকার আপনারা মনোনীত করেন, তার মালিক আপনারাই। সরকার ভাড়াটে হয়, সরকার স্থায়ী নয়, স্থায়ী হল জনতা। হিন্দুস্থান কি কারোর বাবার, সৌভ্রাতৃত্বটাই বজায় রাখতে হবে।'' 'আব কুছ ভি হো, মসম বদলানা চাহিয়ে' লোকসভা নির্বাচনের আবহে দাঁড়িয়ে সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দিয়েও পরিস্থিতি বদলানোর প্রচ্ছন্ন বার্তা দেন অভিষেক।

'বাংলা দিবস' পালন করবে রাজ্য সরকার, নির্বাচন কমিশনের থেকে অনুমতি নিয়েছে নবান্ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ অসমে বিহু উৎসবের অনুমতি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আর তার জন্য দেড় লক্ষ টাকা করে অর্থ ছাড়ার পর্যন্ত অনুমতি মিলেছে। সেখানে বাংলায় জলপাইগুড়িতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে বাড়ি-ঘর ভেঙে পড়েছে মানুষজনের। কিন্তু বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার অনুমতি দেয়নি নির্বাচন কমিশন। এমনই অভিযোগ তুলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই পয়লা বৈশাখে বাংলার প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করতে নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুমতি চাইল রাজ্য সরকার। হাতে আর দু'দিন আছে। তারপরই বাংলা নববর্ষ পালিত হবে। এদিকে পয়লা বৈশাখকে 'বাংলা দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রত্যেক বছর তা পালন করা হয়ে। বাংলার জন্য

গানও তৈরি করা হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি এখন বঙ্গের সঙ্গীত হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক বছর সরকারি নিয়মে এই দিনটি 'বাংলা দিবস' হিসেবে পালন করার জন্য সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সরকারি অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত যেমন হয় তেমন রাজ্যের নিজস্ব সঙ্গীতও হয়। হিসেবে এই গানটি বাধ্যতামূলকভাবে পরিবেশনের কথাও বলা হয় সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে। অন্যদিকে এখন গোটা দেশে লোকসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। তার জন্য এই প্রথম সরকারিভাবে 'বাংলা দিবস' পালন করতে অনুমতি চাওয়া হয়েছে। বাংলা দিবস পালিত হলেও তাতে আড়ম্বর কতটা থাকবে সেটা নিয়ে সংশয় আছে। রবীন্দ্র সদনের সামনে ক্যাথিড্রাল রোডে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর থাকায় সরকারি অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের না থাকার কথা বলা রয়েছে। তাই 'বাংলা দিবস' পালন করার অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুমতি নিয়েছে নবান্ন। তার ভিত্তিতে এবার করতে হবে বাংলা দিবস। ২০২৪ সালের পয়লা বৈশাখে রবীন্দ্র-নজরুলকে সামনে রেখে বাংলা দিবস অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতে চলেছে। আড়ম্বর সেভাবে করা হবে না। জেলাগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বাংলা দিবস পালন করতে বলে সূত্রের খবর। ২০২৩ সালের ২০ জুন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রাজভবনে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন করে বিতর্ক তৈরি করেন। মুখ্যমন্ত্রী চিঠি দিয়ে এবং ফোন করে রাজ্যপালকে এই কাজ না করতে অনুরোধ করেছিলেন। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর সেই অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করেই রাজভবনে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন করেছিলেন।

পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থর বিরুদ্ধে এফআইআর করল মমতার সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হল এফআইআর। তবে ইডি বা সিবিআই নয়, পার্থর বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে রাজ্যের শিক্ষা দফতর। বৃহস্পতিবার বিধাননগর উত্তর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এই দুর্নীতিতে আগেও অভিযোগ জানাতে থানায় গিয়েছিলেন শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা। কিন্তু অভিযোগ গ্রহণ করেননি আইসি। যার জেরে বুধবার আইসিকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। আদালতের টনিকে কাজ হল মন্ত্রের মতো। বিচারপতির তিরস্কার শোনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দায়ের হল এফআইআর। পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতিতে বিচারপতির কাছে আসা রহস্যজনক বেনামি চিঠির বিষয়ে সিবিআইকে অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি বসু। তারই মধ্যে এই দুর্নীতিতে সরাসরি থানায় এফআইআর দায়ের করল শিক্ষা দফতর। এফআইআর-এ পার্থ চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও নাম রয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, জিটিএ নেতা বিনয় তামাংসহ ৮ জনের। অভিযোগ পাহাড়ে প্রায় ৭০০ শূন্যপদে নিয়োগে বেনিয়ম হয়েছে। টাকার বিনিময়ে শিক্ষা দফতরের নিয়ম ভেঙে নিয়োগ হয়েছে স্কুলগুলিতে। এই দুর্নীতির তদন্তভার সিআইডিকে দিয়েছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। এরই মধ্যে একটি বেনামি চিঠি পান বিচারপতি বসু। তাতে তাতে তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, শিলিগুড়ির ছাত্রনেতা প্রান্তিক চক্রবর্তী, পাহাড়ের নেতা বিনয় তামাং ও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নামও রয়েছে। বুধবার তিনি বিষয়টি সিবিআইকে অনুসন্ধান করে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলেন। এরই মধ্যে শিক্ষা দফতরের এফআইআর-এ পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূলকে নতুন করে আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধীরা। তাদের দাবি, আসল ২ অভিযুক্ত মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও পার্থ ভৌমিককে বাঁচাতে জেলবন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও ছোটখাটো নেতাদের নামে অভিযোগ করা হচ্ছে।

ঘরে ঢুকে মারব, জঙ্গিদের হুমকি মোদির, প্রধানমন্ত্রী শূলে চড়ালেন কংগ্রেসকেও

হৃষিকেশ, ১১ এপ্রিলঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে ফের 'ঘর মে ঘুস কর মারেঙ্গে' মন্তব্য। শিবের নিজের শহর হৃষিকেশে নির্বাচনী প্রচারে এসে শিবভক্ত মোদি আবার ধর্মকেই রাজনীতির ত্রিশূল করলেন। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, ''কেন্দ্রে এখন মজবুত মোদি সরকার রয়েছে। সুতরাং, জঙ্গিরা সাবধান। প্রয়োজনে তাদের ঘরে ঢুকেই নিকেশ করব জঙ্গিদের।'' মোদি আরও বলেন, ''যখনই দেশে কোনও দুর্বল সরকার এসেছে, তখনই জঙ্গিরা শক্তি অর্জন করেছে। মজবুত এই সরকারের জমানায় আতঙ্কবাদীদের ঘরে ঢুকে মারা হয়।'' এদিন উত্তরাখণ্ডের হৃষিকেশে একটি নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে ফের একবার একথা উত্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে পাকিস্তানের বুকে বিমানহানায় জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করা নিয়ে বিরোধীদের তোপের মুখে পড়েছিলেন মোদি। পুলওয়ামা হামলার পর ওই ঘটনাকে রাজনৈতিক চমক বলে বিরোধীরা মন্তব্য করায় তাদের কঠোর নিন্দায় সরব হয়েছিল তাবৎ বিজেপি নেতৃত্ব। কয়েকদিন আগে মোদি আমেদাবাদে বলেছিলেন, ''ওরা বলেছিল বিমানহানা ছিল রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে। কিন্তু সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের সময় কোথায় ছিল নির্বাচন! আমাদের সিদ্ধান্ত, হাম ঘর মে ঘুস কে মারেঙ্গে।'' কংগ্রেস আমলে সেনাবাহিনীর দুরবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেন, ''ওদের আমলে তো জওয়ানদের বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পর্যন্ত ছিল না। শত্রুর বন্দুকের সামনে প্রাণ হাতে নিয়ে দাঁড়াতে হতো। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরেই জওয়ানদের নিরাপত্তার কথা ভাবে।'' প্রয়াত সিডিএস বিপিন রাওয়াতের জন্মভূমিতে দাঁড়িয়ে মোদি বলেন, ''আমরাই জওয়ানদের বুলেট প্রুফ জ্যাকেট দিই।'' বিজেপির জন্যই আজ দেশে আধুনিক রাইফেল তৈরি হচ্ছে। যুদ্ধবিমান তৈরি হচ্ছে। কংগ্রেসের মতো নয়, বিজেপি সীমান্তে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। রাস্তা, সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করেছে। প্রসঙ্গত কয়েকদিন আগে একটি টিভি সাক্ষাৎকারে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও জঙ্গিদের তাদের ঘরে ঢুকে মারার কথা বলেছিলেন।

'সিবিআই তদন্ত হলে ভাল হবে', হাইকোর্টের নির্দেশ শুনে বললেন শাহজাহান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। তবে এবার পুরো সন্দেশখালি-কাণ্ডেই তদন্তভার দেওয়া হয়েছে ওই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে। স্বতঃপ্রণোদিত মামলা ও জনস্বার্থ মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। আজ, বৃহস্পতিবার সে কথা শুনে প্রতিক্রিয়া দিলেন সন্দেশখালির একসময়ের বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহান। এদিন তাঁকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় জোকা ইএসআই হাসপাতালে। বর্তমানে ইডি হেফাজতে রয়েছেন তিনি। ইডি দফতর থেকে হাসপাতালের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় শেখ শাহজাহানকে বলা করা হয়, এবার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কী বলবেন আপনি? উত্তরে শাহজাহান বলেন, ''খুব ভাল হবে। সিবিআই তদন্ত হলে খুব ভাল হবে।'' অন্যদিকে, রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম এজেন্সিকে গুরুত্ব দিতে রাজি নন। সিবিআই তদন্তের কথা শুনে তিনি বলেন, ''ট্রাফিক পুলিশের মতো এখন মানুষ আর সিবিআই'কে মানে না।'' এই শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়েই নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছিল ইডি আধিকারিকদের। গত ৫ জানুয়ারি সেই ঘটনার সূত্র ধরে শিরোনামে আসে সন্দেশখালি। তারপর থেকে নিখোঁজ ছিলেন শেখ শাহজাহান। আর তিনি নিখোঁজ হওয়ার পর বেরিয়ে পড়ে সন্দেশখালির ছাই চাপা আগুন। বিক্ষোভের ছবি দেখা যায় গোটা এলাকা জুড়ে। বছরের পর বছর জমে থাকা অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করে। জমি দখল থেকে নারীদের ওপর অত্যাচারের মতো অভিযোগ সামনে আসে। এরপরই একাধিক মামলা হয়। সেই মামলাতেই সিট গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সিবিআই-কে। বুধবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ সেই নির্দেশ দিয়েছে।

রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে থাকবে রাজ্য পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ রাজ্যে এখন আছে ১৭৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। ১৫ এপ্রিলের মধ্যে বাংলায় এসে পৌঁছবে আরও ১০০ কোম্পানি। সুতরাং সংখ্যা দাঁড়াবে ২৭৭ কোম্পানি। তার মধ্যে প্রথম দফায় তিনটি আসনের নির্বাচনে ২৬৩ কোম্পানি মোতায়েন করার প্রস্তাব দিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার আনন্দ শর্মা একটি চিঠি পাঠিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাবকে এই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। তবে নিরাপত্তার দেখভাল করবে রাজ্য পুলিশও। প্রথম দফার তিনটি কেন্দ্রে ১০ হাজারের বেশি রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করা হবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। নানা জেলা থেকে নির্বাচনের অন্তত তিনদিন আগে পুলিশ উত্তরের কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছে যাবে। এদিকে প্রথম দফায় বাংলায় তিনটি কেন্দ্রে ভোট হবে। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার। এই তিন দফার জন্য ২৬৩ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনা রয়েছে নির্বাচন কমিশনের। কোচবিহারে ১১২ কোম্পানি, জলপাইগুড়িতে ৮৮ কোম্পানি এবং আলিপুরদুয়ারে ৬৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখা হবে। ওই তিনটি কেন্দ্রের জন্য মোট ১০ হাজার ৮৭৫ জন

বৈঠকে বসছে নির্বাচন কমিশন

পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হবে। তাঁদের মধ্যে ৩,৯৫৭ জন সশস্ত্র পুলিশ থাকবেন। আগামী ১৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। সেখানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। ওই বৈঠকেই চূড়ান্ত হবে প্রথম দফার বাহিনী মোতায়েন পরিকল্পনা। তার আগে তিন জেলার প্রশাসনিক অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করে বাস্তব পরিস্থিতি যাচাই করছেন বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক। অন্যদিকে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার তিনটি কেন্দ্র মিলিয়ে মোট বুথের সংখ্যা ৫,৮১৪টি। সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করতে হলে প্রতি বিধানসভা কেন্দ্রে ১৬ থেকে ১৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রয়োজন হয়। স্ট্রং রুমের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে ৩ সেকশন বাহিনী। কুইক রেসপন্স টিমে থাকবে ১৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। কোচবিহারে ২৭ সেকশন কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হতে পারে কুইক রেসপন্স টিমে। আর জলপাইগুড়িতে ২৮ সেকশন কুইক রেসপন্স টিমে মোতায়েন করার ভাবনা নির্বাচন কমিশনের। এছাড়া রাজ্য যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার পরিকল্পনা ঠিক করেছে, তাতে উল্লেখ রয়েছে, রাজ্যের মোট ৫৬১৪টি বুথ, ৪টি স্ট্রং রুম এবং কুইক রেসপন্স টিমে মোতায়েন থাকবে ২৬৩ কোম্পানি আধাসেনা। লোকসভা নির্বাচনের দিন বুথ ছাড়া অন্য এলাকার সার্বিক নিরাপত্তায় ১০৮৭৫ জন রাজ্য পুলিশের অফিসারকে ব্যবহারের উল্লেখ করা হয়েছে ওই প্রস্তাবে। আর দ্বিতীয় দফার তিন আসনে এখন থেকেই ১৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

'ট্রাফিক পুলিশের সিবিআই-কেও কেউ মানে না'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ জোর করে জমি দখল, মহিলাদের উপর অত্যাচার ও জুলুমবাজির বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। সেই সিবিআইকেই কটাক্ষ করলেন পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তাঁর দাবি, মানুষ ট্রাফিক পুলিশকে যেমন 'মানে না', তেমনি সিবিআইকেও কেউ মানে না। তাঁর এই মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর কটাক্ষ, 'সেমসাইড' গোল দিয়েছেন পুরমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার সিবিআই তদন্ত নিয়ে পুরমন্ত্রীকে প্রশ্ন হলে, জবাবে তিনি বলেন, ''এখন আর সিবিআইয়ের কোনও অস্তিত্ব নেই। তার কারণ ওই জুজুর ভয় এক বার হয়, দু'বার হয়, তিন বার হয়।'' এর বিজেপিকে নিশানা করে ফিরহাদ বলেন, ''এখন তো সিবিআইকে যা তৈরি করে দিয়েছে বিজেপি, তাতে ট্রাফিক পুলিশকে যেমন মানুষ আর মানে না, সিবিআইকেও মানে না।'' মন্ত্রীর এই মন্তব্যকে 'সেমসাইড' বলে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটে প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, ''ওঁর বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে বলছেন পুলিশ, ট্র্যাফিক পুলিশকে কেউ মানে না! বিপদের সময় মানুষ সেমসাইড গোল করে ফেলে।'' এই প্রসঙ্গে পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে ফের নিশানা করেন সুকান্ত। তিনি বলেন, ''যে সমস্ত পুলিশ আধিকারিক নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করেন, তাঁদের মানুষ মানে। আর কেউ কেউ আছেন, যাঁরা তৃণমূলের দালালি করেন।'' প্রসঙ্গত, বুধবারই সন্দেশখালির ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এই তদন্তে এলাকা ঘুরে জমি জবরদখল ও অন্যান্য অভিযোগ নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে তা আদালতে জমা দেওয়ার কথা বলেছে। একই সঙ্গে, একটি ইমেল তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে এলাকার মানুষ ওই ইমেলে তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন। এছাড়া আদালত জানিয়ে দিয়েছে, তদন্তের প্রয়োজনে যে কোনও সরকারি আধিকারিককে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে তারা।

অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে সংঘাত চরমে

ব্রাত্যের দফতর থেকে চিঠি রাজ্যপালকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ বারবার অভিযোগ তুলেছিল রাজ্য সরকার। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও তুলোধনা করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে। কারণ একটাই-নিজের ইচ্ছায় আইন না মেনে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করে চলেছেন রাজ্যপাল। এককভাবে রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে রাজ্যের চার বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগের অভিযোগ তুলল রাজ্য সরকার। এমনকী এবার উচ্চশিক্ষা দফতর হ্যান্ডলের পোস্ট মুছে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর, এই চিঠি পেয়ে বেজায় চটেছেন রাজ্যপাল। কারণ এটা সরাসরি তাঁকে নির্দেশ দেওয়ার সমান। এমন চিঠি আগে কখনও তিনি পাননি। রাজভবনে পাঠানো চিঠিতে ওই উচ্চপদস্থ বিশেষ সচিব লিখেছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে আচার্য সংশ্লিষ্ট নিয়োগগুলি প্রত্যাহার করুন। আর অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করার আগে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করুন। সেটা না মানলে রাজ্য সরকার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে

থেকে সরাসরি চিঠি পাঠিয়ে রাজভবনকে বলা হল, রাজ্যপাল যেন তাঁর নির্দেশ প্রত্যাহার করেন। এমন চিঠি এই প্রথম। আগে কখনও হয়নি। সুতরাং লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সংঘাতের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। যদিও এই চিঠি শিক্ষামন্ত্রী পাঠাননি। তবে উচ্চশিক্ষা দফতরের উচ্চপদস্থ বিশেষ সচিব ওই চিঠিতে দাবি করেন, এই নিয়োগের বিষয়ে গত ৫ এপ্রিল রাজভবনের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করা হয়েছিল। আর সেই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে লেখা হয়েছিল, শিক্ষামন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যপাল দার্জিলিং হিলস, ঝাড়গ্রাম সাধু রামচাঁদ মুর্মু, উত্তর ২৪ পরগনার হরিচাঁদ গুরুচাঁদ এবং হুগলির রানী রাসমণি গ্রিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন। যদিও এমন কোনও সুপারিশ শিক্ষামন্ত্রী করেননি বলে দাবি তাঁর। আর তারপরই ওই রাজভবনের এক্স আদালত অবমাননার অভিযোগ আনতে পারে। রাজ্য সরকারের পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্যপালের সঙ্গে ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের নামের তালিকা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর আলোচনা হয়। কিন্তু মতের মিল হয়নি। ওই তালিকা সুপ্রিম কোর্টকে জানানোর কথা ছিল। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সেসব কথা সুপ্রিম কোর্টের কাছে না জানিয়ে সংশ্লিষ্ট নির্দেশের একেবারে বিপরীতে গিয়ে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন। আর সেই সিদ্ধান্ত এককভাবে নিয়েছেন আচার্য। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, ''এই নিয়োগ সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, দু'পক্ষের সহমতের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত হয়নি। উনি এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'' এখন দেখার রাজ্যপাল কোন পথে হাঁটেন।

পাকিস্তানের বালুচিস্তানে গিরিখাতে পড়ে গেল বাস মৃত্যু ১৭ জনের, আহত ৩৮

বালুচিস্তান, ১১ এপ্রিল ঃ পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর গিরিখাতে পড়ে গেল যাত্রীবাহী একটি বাস। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৭ জন তীর্থযাত্রীর, এছাড়াও কমপক্ষে ৩৮ জন আহত হয়েছেন। পাকিস্তানের সিন্ধু ও বালুচিস্তান প্রদেশের সীমান্তবর্তী শহরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। বুধবার তীর্থযাত্রীরা বালুচিস্তানের প্রত্যন্ত খুজদার জেলার মুসলিম সুফি মাজার শাহ নুরানিতে শ্রদ্ধা জানাতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গিরিখাতে পড়ে যায়। ঈদের দিন বুধবার দুপুর ২টো নাগাদ বাসটি থাট্টা থেকে ছেড়ে যায় এবং রাত আটটা নাগাদ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনায় ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে ও আহতদের করাচির হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কাশ্মীরে ফের এনকাউন্টার, এবার পুলওয়ামতে নিকেশ এক সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ১১ এপ্রিলঃ কাশ্মীরে ফের এনকাডন্টারর, আর সেই এনকাডন্টেরে সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। বৃহস্পতিবার ভোররাতে জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় এনকাডন্টারেঃটারে নিহত হয়েছে অজ্ঞাত পরিচয় এক সন্ত্রাসবাদী। পুলওয়ামা জেলার ফ্রাসিপোরা এলাকায় এই গুলির লড়াই চলে।এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায়, পুলওয়ামা জেলার ফ্রাসিপোরা এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে এক সন্ত্রাসবাদী। সেই খবর পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকেই ওই এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। অভিযান চলাকালীন ওই জঙ্গি লুকিয়ে গুলি চালায়, এরপরই সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে নিহত হয়েছে ওই সন্ত্রাসবাদী।

রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব সম্পূর্ণ ব্যর্থঃইয়েদুরাপ্পা

বেঙ্গালুরু, ১১ এপ্রিল ঃ কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা বি এস ইয়েদুরাপ্পা। পাশাপাশি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীরর সমালোচনায় সরব হয়েছেন তিনি। ইয়েদুরাপ্পার মতে, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব সম্পূর্ণ ব্যর্থ।বৃহস্পতিবার সকালে বেঙ্গালুরুতে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে ইয়েদুরাপ্পা বলেছেন, লোকসভা নির্বাচনের কথা ভুলে গিয়েছে কংগ্রেস। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব সম্পূর্ণ ব্যর্থ। রাজ্যে কংগ্রেস সরকার শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের কথা বলছে। গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রাপ্তির ভিত্তিতে আমরা এই নির্বাচনের মুখোমুখি হচ্ছি।ইয়েদুরাপ্পা আরও বলেছেন, কংগ্রেস অজান্তেই কথা বলেছে যে কীভাবে নরেন্দ্র মোদী কোনও পরিসংখ্যান ছাড়াই ২ কোটি কর্মসংস্থান তৈরি করেছেন। দেশে ৭ কোটি কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। গত ১০ মাসে সিদ্দারামাইয়া সরকার কত কর্মসংস্থান তৈরি করেছে? কংগ্রেস সরকার ১০ মাসে একটিও কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারেনি।

তৃতীয় দফায় বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে ১২ এপ্রিল

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল ঃ লোকসভা ভোটের দ্বিতীয় দফায় বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে ১২ এপ্রিল, শুক্রবার। ওই দিন থেকেই তৃতীয় দফায় ভোটের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে যাবে। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে।নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফার বিজ্ঞপ্তি জারি হবে ১২ এপ্রিল। বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হয়ে যাবে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াও। মনোনয়ন পত্র জমা

বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে

নয়াদিল্লি,১১এপ্রিল ঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিক্যাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স(এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনর্বণ্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেহই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দুঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও । চোপড়া বলছেন, আমরা ভালো টাকা দিই, তাই ওরা খুশি । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হল এটা খুব একটা কঠিন পরিশ্রমের কাজও নয় । কনকরাজতো চমকেই গিয়েছিল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়া প্রথম মজুরির পরিমাণ দেখে । কনকরাজ প্রথমে ভেবেছিল কারিয়া অন্য অনেক চিটফাণ্ডের মতোই, যারা বেশি টাকার লোভ দেখায় এবং তাতে ভুলে গ্রামবাসীরা ঠকে । আর আছে মহাজন । স্থানীয় মানুষ অনেক সময়েই বাধ্য হয়ে অতিমাত্রায় সুদে টাকা ধার করে । আর জড়িয়ে পড়ে ঋণের ফাঁদে । চন্দ্রিকা যেমন কারিয়া থেকে পাওয়া তার মজুরির অনেকটাই দেয় পরিবারকে অসুস্থ বোনের চিকিৎসার জন্য নেওয়া ধার মেটাতে । বোনতো বাঁচেইনি, বরং তার সন্তান এবং ঋণের বোঝা চেপেছে পরিবারের কাঁধে । এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে অনেক কারিয়া কর্মীই । মায়ের জন্য ঋণের বোঝায় ডুবে আছে ২৫ বছরের অজয় কুমার । আবার ঋণ না থাকলেও ৩৮ বছরের শিবান্না এন ছোটবেলায় ডান হাত হারিয়েছিলেন বাজি বিস্ফোরণে ।বর্তমানে ওই গ্রামবাসীরা যে কাজটি করছেন সেটি কারিয়ার নতুন প্রকল্প । টিবি নিয়ে একটি এনজিও কথা বলার তথ্য জোগাড় করছে । তাদের হয়ে কাজ করছে কারিয়া । কন্নড় ভাষায় ১০ টি বিভিন্ন ধরনের বাকভঙ্গির রেকর্ড করা হয়েছে যাতে যক্ষা সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের প্রশ্ন বোঝা যায়, এবং সেইমতো পরামর্শ দেওয়া যায় । আশা করা হচ্ছে, এই অ্যাপটি পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেলে অশিক্ষিত মানুষজন সহজেই ঠিকঠাক তথ্য পেয়ে যাবেন । যতবার এই তথ্য বিক্রি হবে, বিক্রয়লব্ধ অর্থের একশো শতাংশই বিলি করে দেওয়া হবে কর্মীদের মধ্যে ।কারিয়ার গ্রাহক তালিকায় আছে মাইক্রোসফ্ট, এমআইটি, স্ট্যানফোর্ডের মতো নামকরা প্রতিষ্ঠান । ফেব্রুয়ারিতে কারিয়া বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউণ্ডেশনের জন্য একটি নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে । মারাঠি, তেলুগু, হিন্দি, বাংলা এবং মালয়ালম ভাষার ভয়েস ডেটাসেট তৈরি করা হচ্ছে । এরলক্ষ্য, একটি চ্যাটবট তৈরি করা যাতে স্বাস্থ্য, কৃষি, পরিচ্ছন্নতা, ব্যাঙ্কিং এবং কেরিয়ার বিষয়ে নিজের মাতৃভাষা বা বাগধারায় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

উলুবেড়িয়ায় জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু দু'জনের, আহত ১০

উলুবেড়িয়া, ১১ এপ্রিল ঃ উলুবেড়িয়ায় পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দু'জন, ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্ততপক্ষে ১০ জন। শেষকৃত্য সম্পন্ন করে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ফকির পাড়ার কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে ইলেকট্রিক পোস্টে ধাক্কা মারে, তারপর আরও একটি গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির। আহতরা উলুবেড়িয়া শরচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি। পুলিশ দু'টি গাড়ি আটক করেছে। ঘটনার জেরে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়।বৃহস্পতিবার ভোরে উলুবেড়িয়ায় জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে। ফকির পাড়ার কাছে। শেষকৃত্য সেরে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন এক

গৌরবময় অতীত ভবিষ্য কাল, হিমাচলের কাংড়া থেকে চায়ের নির্মম গল্প

কাংড়া, ১১ এপ্রিল ঃ উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে হিমাচল প্রদেশের কাংড়া উপত্যকায় চা চাষ ও চা তৈরি করা হচ্ছে। ১৮৩০ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে ইউরোপীয় চা চাষীদের দ্বারা এখানে প্রথম চা রোপণ করা হয়েছিল, তাঁদের ফার্মটি নিসান টি কোম্পানি নামে পরিচিত। হাইব্রিড চায়না চা, স্বাদে সমৃদ্ধ বলেই পরিচিত, উপত্যকা জুড়ে জন্মায় এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশের চায়ের সঙ্গে রীতিমতো প্রতিযোগিতা করে।প্রারম্ভিক বছরগুলিতে, উপযুক্ত কৃষি-জলবায়ু এবং চা চাষের জন্য প্রচুর জমির প্রাপ্যতার কারণে উপত্যকায় চা শিল্পের বিকাশ ঘটে। চিন থেকে আমদানি করা চা বীজ উপত্যকার পডজোলিক ধূসর মাটিতে প্রায় ৫.৪-এর পিএইচ-সহ ভাল সাড়া দিয়েছে। ১৮৮৬ সালে, লন্ডনে একটি প্রদর্শনীতে কাংড়ার চা সোনার পদক অর্জন করে। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত, কাংড়া চা নিজস্ব স্বাদ এবং গুণমানের জন্য বিশ্বের অন্যতম সেরার মধ্যে ছিল।কাং।ায় ১৯০৫ সালের ভূমিকম্প চা উপাদনের জন্য মারাত্মকভাবে আঘাত হানে, যখন প্রচুর পরিমাণে চা বাগান ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, বেশ কয়েকটি চা কারখানা মাটিতে মিশে গিয়েছিল এবং বেশ কয়েকজন চা চাষী মারা গিয়েছিলেন। প্রশাসন তখন কাংড়া উপত্যকাকে একটি অনিরাপদ অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করে এবং প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় চা চাষীরা ভারতীয় চাষীদের কাছে নিজেদের আবাদ বিক্রি করে উপত্যকা ছেড়ে চলে যায়।তবে, এটি কাংড়ায় চা শিল্পের দুর্দশার অন্যতম কারণ নয়, কারণ ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আরেকটি ধাক্কা খেয়েছিল কাংড়ার চা শিল্প, যখন বিপুল সংখ্যক যুবকরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, শ্রমের প্রাপ্যতাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করেছিল। পরিস্থিতি নিরুসাহিত করেছিল এবং বেঁচে থাকা চা বাগানকারীদের নিরাশ করেছিল। পরবর্তীতে, রাজ্যগুলির বিভক্তি শুরু হয় এবং চা বাগানগুলি সম্পূর্ণ অবহেলিত অবস্থায় ছিল এবং চা, যা বেশি লাভজনক ছিল, অন্যান্য ফসলের সঙ্গে প্রতিস্থাপিত হতে শুরু করে। ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালে দু'টি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ কাং।া চা শিল্পকে আরও প্রভাবিত করেছিল, কারণ এই দু'টি দেশের মধ্যে শত্রুতার পরিপ্রেক্ষিতে আফগানিস্তানের বাজার হারিয়েছিল।একটা সময় ইউরোপ, মধ্য এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, এমনকি আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে জনপ্রিয় ছিল কাংড়ার চা, যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে স্বাদ ও উপাদন হারিয়েছে। বার্ষিক উপাদন কয়েক দশক আগে ১৭-১৮ লক্ষ কেজির তুলনায় ৯-১০ লক্ষ কেজিতে নেমে এসেছে। ২০১৩ সালে বার্ষিক উৎপাদন ছিল ১০.৪৯ লক্ষ কেজি, কিন্তু ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তা ৯ লক্ষ কেজিতে নেমে আসে। ২০১৯ সালে উপাদন বেড়ে ৯.৫৪ লক্ষ কেজিতে পৌঁছয় এবং ২০২০ সালে ১০.৮৭ লক্ষ কেজিতে উন্নীত হয়। ২০২১ এবং ২০২২ সালে উপাদন ১০ লক্ষ কেজির নিচে রয়ে গিয়েছে, শুধুমাত্র গত বছর চিহ্ন অতিক্রম করেছে। এখন প্রায় ১,৪০০ হেক্টর জমি চা চাষের অধীনে রয়েছে, যা কয়েক বছর আগে ১,১০০ হেক্টর ছিল।২০০১ সালের আগে, সরকার চা চাষিদের প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে এসেছিল। কৃষকরা সার, যন্ত্রপাতি, কীটনাশক ইত্যাদির ওপর বিভিন্ন ধরনের ভর্তুকি পেতেন। তবে ২০০১ সালের পর থেকে ভর্তুকি বন্ধ হয়ে যায়। পরিত্যক্ত চা বাগান পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সরকারের মাস্টারপ্ল্যান ফাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, যা চা শিল্পের জন্য একটি বড় ধাক্কা।

পবিত্র রমজান মাসের পর পালিত ঈদ সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের চেতনা ছড়িয়ে দেয়ঃ রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল ঃ খুশির ঈদ উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে, বিশেষ করে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বৃহস্পতিবার সকালে মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জানিয়েছেন, আমি সমস্ত দেশবাসীকে, বিশেষ করে আমার মুসলিম ভাই ও বোনদেরকে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের শুভেচ্ছা জানাই। পবিত্র রমজান মাসের পর পালিত এই উৎসব ঐক্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের চেতনা ছড়িয়ে দেয়।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আরও জানান, আনন্দ ভাগাভাগি করার এই উৎসব ক্ষমা ও দানকে অনুপ্রাণিত করে। এই শুভ উসব উপলক্ষ্যে, আমি কামনা করছি আমাদের দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হোক এবং সমস্ত দেশবাসী যেন সর্বদা শান্তিতে থাকেন।অন্যদিকে এক মাসব্যাপী রমজানের উপবাসের পর বৃহস্পতিবার খুশির ঈদ। সমগ্র দেশজুড়ে বৃহস্পতিবার চিরাচরিত ধর্মীয় মর্যাদায় খুশির ঈদ পালিত হয়েছে। সকালে নামাজ পাঠের পর, একে-অপরকে আলিঙ্গন, ঈদের দিন সকালে গোটা দেশেই এই ছবি ধরা পড়েছে। ছোট থেকে বড় - সবাই ঈদের উৎসবে সামিল হয়েছেন।ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে দিল্লির জামা মসজিদে নামাজ পাঠ করেন বিপুল সংখ্যক মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। নামাজ পাঠের পর একে-অপরকে আলিঙ্গন করেন। মুম্বইয়ে ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে মাহিম মসজিদে 'নামাজ' আদায় করেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা মুখতার আব্বাস নকভি এদিন সকালে কাশ্মীরি গেটে, পাঞ্জা শরীফ দরগাহতে নামাজ পাঠ করেন। নকভি এদিন বলেছেন, ঈদ উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসী ও বিশ্বের সমস্ত মানুষকে জানাই শুভেচ্ছা। এছাড়াও মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গে চিরাচরিত ধর্মীয় মর্যাদায় খুশির ঈদ পালিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দেখা করতে মুখিয়ে আছি, এক্স-এ জানালেন ইলন মাস্ক

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল ঃঅবশেষে ভারতে আসতে চলেছে মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক। তার হাত ধরেই এবার ভারতে আসতে চলেছে টেসলা। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, বুধবার রাত ১১.১৪ মিনিটে এক্স-এ টুইট করে ইলন মাস্ক জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষা করার জন্য তিনি মুখিয়ে আছেন।ভারতে নতুন কারখানা গড়তে আগ্রহী টেসলা। সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পরেই এই বিষয়টি নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে বলে সূত্রের খবর। কবে আসবেন, তা এখনও অবশ্য ঠিক হয়নি। উল্লেখ্য, গত বছর আমেরিকা সফরে গিয়ে মাস্কের সঙ্গে দেখা করেছিলেন মোদী। সেই বৈঠকের পরই মাস্ক জানিয়ে দেন, তাঁর সংস্থা টেসলা ভারতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। এবার ইলন নিজেই ভারতে আসার কথা জানালেন।

'শতবর্ষের আত্মত্যাগের ফল রাম মন্দির', প্রাণ প্রতিষ্ঠায় আমন্ত্রণ পেয়ে কী অনুভূতি হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী মোদির?

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিলঃ ভারতীয়দের মননে ছেপে গিয়েছে শ্রী রামের নাম। অযোধ্যার রাম মন্দির নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মার্কিন ম্যাগাজিন নিউজ উইক-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে দেশের নীতি-উন্নয়ন থেকে শুরু করে চিন-পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানেই ওঠে রাম মন্দির প্রসঙ্গও। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ''ভগবান রামের জীবন দেশের সভ্যতায় চিন্তা ও মূল্যবোধের রূপরেখা নির্ধারণ করেছে।'' অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্বোধন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ''ওঁর (শ্রী রাম) জীবন আমাদের চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের রূপরেখা নির্ণয় করেছে। আমাদের পবিত্র ভূমি জুড়ে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়েছে। আমি ১১ দিনের বিশেষ রীতি পালন করেছিলাম, শ্রী রামের পদচিহ্ন যেখানে যেখানে রয়েছে, আমি সেখানে গিয়েছিলাম। এই যাত্রা আমায় দেশের বিভিন্ন কোণায় নিয়ে গিয়েছে, যেখানে আমি দেখেছি, রাম আমাদের সকলের মধ্যে বসবাস করে।'' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ''শ্রী রামের তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে আসা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত সৃষ্টি করেছে, যেখানে দেশের একতা প্রতিফলিত হয়েছে। দীর্ঘ শতাব্দীর অপেক্ষা ও আত্মত্যাগের ফল এই রাম মন্দির। আমায় যখন প্রাণ প্রতিষ্ঠায় অংশ নিতে বলা হয়েছিল, আমি জানতাম যে দেশের ১৪০ কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করব আমি, যারা অসীম ধৈর্য্য ধরে রামলালার ঘরে ফেরার অপেক্ষা করছিলেন।'' তিনি আরও বলেন, ''প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান গোটা দেশকে একত্রিত করেছিল, যেন দ্বিতীয় দীপাবলি। রাম জ্যোতির আলোয় আলোকিত হয়েছিল প্রতিটি বাড়ি।'' প্রসঙ্গত, ৫০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাম জন্মভূমি ঘিরে বিতর্ক ছিল। এই জমির উপরে কার অধিকার, তা নিয়ে ২০১৯ সালে ঐতিহাসিক রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট। বিতর্কিত জমিতেই রাম মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের তরফে আলাদা জমি দেওয়া হয় মসজিদ গঠনের জন্য।

ফিটনেস সার্টিফিকেট নেই, নেশায় চুর চালক, স্কুল বাস উলটিয়ে শেষ তরতাজা ৬টি প্রাণ

চণ্ডীগড়, ১১ এপ্রিলঃ ইদের দিনেও খোলা স্কুল। সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে স্কুলে যাচ্ছিল খুদে পড়ুয়ারা। মাঝপথেই থেমে গেল তাদের জীবন। দুর্ঘটনার মুখে স্কুল বাস। মৃত্যু হল ৬ পড়ুয়ার। আহত আরও কমপক্ষে ১২ পড়ুয়া। বৃহস্পতিবার সকালে হরিয়ানার নারনাউলে পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,

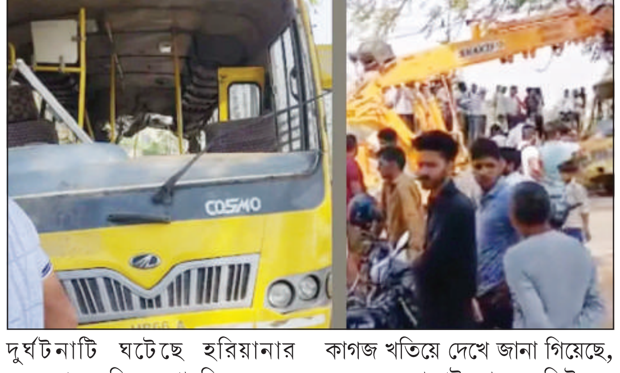

দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ে। জিএল পাবলিক স্কুলের বাস এটি। ইদ থাকা সত্ত্বেও আজ স্কুল খোলা ছিল। বাসে করে পড়ুয়ারা স্কুলে যাচ্ছিল। বাসে কমপক্ষে ৪০ জন পড়ুয়া ছিল। কানিনার উনহানি গ্রামের কাছে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বাসটি। সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে একটি গাছে। সঙ্গে সঙ্গেই উল্টে যায় বাস। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই স্কুল বাসের চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। নেশার ঘোরেই তিনি স্টিয়ারিংয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারেন। গাড়ির কাগজ খতিয়ে দেখে জানা গিয়েছে, ৬ বছর আগেই বাসের ফিটনেস সার্টিফিকেটের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছে। তারপরও কীভাবে এত বছর ধরে বাসটি চলছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১২এপ্রিল মার্ট ঃবৃহঃবার, ২৮ চৈত্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১২এপ্রিল ঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২৯চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১১এপ্রিল মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২৮চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বৃহঃবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃস্ত্রীর স্বাস্হ্যের সঠিক দেখভাল এবং নজরের প্রয়োজন। আজ আপনার সামনে অনেক নতুন আর্থিক স্কিমের উপস্থাপন করা হবে- না আজ।
বৃষভ রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে, কিন্তু আপনার জীবনকে নিশ্চিন্তভাবে নেবেন না, উপলব্ধি করুন যে জীবনের প্রতি যত্নই হল আসল।
মিথুন রাশিঃআজ আপনি পিছনের সারিতে বসে আরাম করুন- এবং শখে জ।য়ে থাকুন এবং যে জিনিসে আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন তাই করুন।
কর্কট রাশিঃআপনার স্বাস্থ্যের পুনরায় উন্নতির জন্য সেরা দিন। আপনার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেদিকে আপনার নজর রাখা
সিংহরাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। শুভদিন ।
কন্যারাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি।
তুলারাশিঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। া
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে
ধনু রাশিঃ আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে
মকর রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করবে।
কুম্ভ রাশিঃএমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন।সংসারে শান্তি হবে
মীন রাশিঃশ্রেষ্ঠতর জীবনের জন্য আপনার স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব উন্নত করার চেষ্টা করুন খুব একটা লাভদায়ক দিন নয়- কাজেই আপনার টাকাকড়ির অবস্থা দেখে নিয়ে আপনার খরচ সীমিত করুন। কোন বন্ধু তার ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার উপদেশ চাইতে পারে।

হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জি প্রচারের ফাঁকে ব্যান্ডেলে সবজি কিনে বাজার করছেন। ছবি-দুরন্ত বার্তা

লোকাল ট্রেনে প্রচার, মেট্রো নিয়ে প্রতিশ্রুতি লকেটের

হুগলি, ১১ এপ্রিল ঃ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হুগলির এমাথা থেকে ওমাথা ছুটে বেড়াচ্ছেন তিনি। নিজের আসনটি ধরে রাখার জন্য প্রচারে একশোয় লেটার মার্ক্স পাবেন তিনি। হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। হুগলি জেলার অন্যমত যোগাযোগ মাধ্যম রেলপথ। এবার ট্রেনে চেপে পর প্রচার লকেটের। হলেন কিছুটা আবেগপ্রবণও। হাওড়া পেরিয়ে এবার কি হুগলিতেও মেট্রো? বড় আশ্বাস দিলেন বিজেপি প্রার্থী। বৃহস্পতিবার সকালে লোকাল ট্রেনে জনসংযোগ করলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে ডাউন বর্ধমান লোকালে উঠে প্রচার শুরু করেন হুগলির বিজেপি প্রার্থী। রেল যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন ভোট প্রার্থনা করেন। প্রার্থীকে দেখা যায়, লোকাল ট্রেনে প্রচারে বেরিয়ে হকারদের কাছ থেকে বাদাম, মৌরি লজেন্স কিনে খান। বলেন ছোটোবেলার কথা মনে পড়ছে। ব্যান্ডেল কাটোয়া শাখায় ট্রেন কম। সময়ে ট্রেন চলে না এমন অভিযোগ আছে। লকেট বলেন, 'ট্রেন পরিষেবা আরও আধুনিক হচ্ছে। ব্যান্ডেল স্টেশনকে তিনশো কোটি টাকা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। এশিয়ার সবচেয়ে বড় ইন্টারলকিং সিস্টেম চালু হয়েছে।' তাঁর দাবি, প্রত্যেক স্টেশনকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন মন্ত্রী অরূপ রায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার হাওড়াতেও পালিত হয় খুশির ঈদ। এদিন জেলার সর্বত্রই শান্তিতেই ঈদ পালিত হয়। নমাজ পাঠে অংশ নেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। খুশির ঈদ উপলক্ষে এদিন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায় সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, শান্তির মধ্যে আমাদের লক্ষ্যে এগোই। এটাই আমাদের ঈশ্বর, আল্লার কাছে প্রার্থনা। আমি টিকিয়াপাড়ায়, বেলিলিয়াস রোডে গিয়েছিলাম। শান্তিতে ঠিকঠাকভাবে উৎসব হচ্ছে। হাওড়ার যে পরম্পরা, গৌরব আছে কোনও সময় একসাথে দুটি ভিন্ন ধর্মের উৎসব একসাথে পড়ে। এই দুই উৎসব পালনে কোনওরকম সমস্যা হয়না। এক মাস রমজান পালন করার পর খুশির ঈদ এসেছে। আমাদের প্রার্থনা সকলেই যেন ভাল থাকে। শান্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে যাই। সকলে খুশিতে, আনন্দে থাকুক।

তুলসিঘাটায় মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনা, মৃত এক, আহত এক

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১১ এপ্রিলঃ ঈদ উৎসবের আগের সন্ধ্যায় অর্থ্যাৎ বুধবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনায় মৃত এক,আহত এক বকুলতলা থানার অদূরে তুলসিঘাটা এলাকায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,এদিন সন্ধ্যায় বকুলতলা থানার নতুনহাট থেকে ইমরান মন্ডল নামে এক যুবক বুলেট গাড়ি চালিয়ে পূর্ব রানাঘাটার বাড়ির দিকে আসার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তুলসিঘাটা বাজার মোড়ের কাছে সঙ্গীতা বিল্ডার্সের এক কর্মচারীকে ধাক্কা মেরে পাশের একটি তেলেভাজার দোকানের সামনে গিয়ে পড়ে।

জানা যায়,ঐ বিল্ডার্সের কর্মচারী গৌতম গায়েন (৪২) দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।আচমকা ধাক্কা মারায় ঘটনাস্থলেই অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরনের কারনে মারা যায় সে।স্থানীয়রা দেহটি উদ্ধার করে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত গৌতম গায়েনের বাড়ি বকুলতলা থানার তুলসিঘাটার নাটুয়া পাড়া এলাকায়। অন্যদিকে গুরুতর আহত মোটরসাইকেল চালক ইমরানকে প্রথমে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানাতরিত করা হয়েছে। আর মৃতদেহটি বকুলতলা থানার মর্গে এদিন রাতে রাখার পরে বৃহস্পতিবার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হলো বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বকুলতলা থানার পুলিশ। আর এই মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনায় স্বজন হারিয়ে শোকস্তব্ধ গোটা তুলসিঘাটা এলাকা।

মোদী হটাও-র ডাক বুদ্ধিজীবীদের গণমঞ্চের, বালির রবীন্দ্র ভবনে হাজির শিল্পী, সাহিত্যিক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ এপ্রিলঃ 'নো ভোট টু বিজেপি' এবং মোদী হটাও স্লোগানকে সামনে রেখে এবার পথে নামলেন বুদ্ধিজীবীরা। 'দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ' গড়ে রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রেই ছুটে যাচ্ছেন এরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়ার বালিতে গণমঞ্চের তরফে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকলের সঙ্গে মিলিত হন তাঁরা। গণমঞ্চের তরফে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সৈকত মিত্র, সমাজ-কর্মী ও অধ্যাপিকা অনন্যা চক্রবর্তী, অভিনেতা বিভান ঘোষ, বিশিষ্ট প্রাক্তন ফুটবলার বলাই দে, কবি প্রসূন ভৌমিক, প্রাক্তন বিশিষ্ট বামপন্থী সমীর পূততুণ্ড, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-সহ আরও অনেকে। দর্শকাসনে উপস্থিত ছিলেন বালির বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ ও আইএনটিটিইউসি'র সর্বভারতীয় সভানেত্রী দোলা সেন, কিষাণ ক্ষেত মজদুর সমিতির সভাপতি পূর্ণেন্দু বসু, হাওড়ার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত বুদ্ধিজীবীরা কিভাবে বিজেপি তথা মোদীর জমানায় সর্বস্তরে ভারতের বিপর্যয় নেমে এসেছে তা তথ্য দিয়ে তুলে ধরেন।

কেন বিজেপিকে একটি ভোটও নয় তাও মানুষকে বুঝিয়ে বলেন তাঁরা। দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের পক্ষে সঙ্গীত শিল্পী সৈকত মিত্র জানান, রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রেই

এই ধরনের অনুষ্ঠান করে মানুষকে বোঝানো হবে কেন একটি ভোটও বিজেপিকে দেওয়া উচিত নয়। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি কোনও ফ্যাক্টর হবেনা। ওরা কিচ্ছু করতে পারবে না। আগামী দিন আমাদেরও ভালো সময় আসছে।

আজকে বালিতে সুশীল সমাজ এগিয়ে এসেছে। আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এদের অনেকেই একসময় বামপন্থী ছিলেন। এনারাও দিদির জন্য এগিয়ে এসেছেন। খুব ভালো লাগছে। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, এরকম সুশীল সমাজের মানুষদের আমাদের দরকার।

বিজেপি এলে বাংলাকে ওরা গুজরাত বানিয়ে চলে যাবে। ওদের মোকাবিলা একমাত্র দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই করতে পারবেন। আমরা বাংলাকে গুজরাত বানাতে দেবনা।

পুলিশকর্মীদের ঈদের বোনাসে বৈষম্য নিয়ে সরব শুভেন্দু

কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ পুলিশকর্মীদের ঈদের ভাতায় বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ উঠল মমতা প্রশাসনের বিরুদ্ধে। ঈদের দিনে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বোনাস বৈষম্যের অভিযোগে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্গা পুজো ও ঈদের সময় সিভিক ভলান্টিয়ারদের বোনাসের অঙ্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা প্রাপ্তির ছবিও তুলে ধরেছেন তিনি। বিরোধী দলনেতা 'এক কাজ এক বোনাস'-এর দাবি জানিয়ে সিভিক ভলান্টিয়ারদের বোনাসের অঙ্কও তুলে ধরেছেন।

খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে বচসার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, খানাকুল হুগলি , ১১ এপ্রিল ঃ খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের সঙ্গে এক ব্যবসায়ীর বচসা। আর তাতে ঠেলাঠেলি ও চড় মারার অভিযোগ। সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হতেই শুরু রাজনৈতিক চর্চা। ভাইরাল সিসিটিভি ফুটেজকে কেন্দ্র করে শোরগোল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সম্মুখ সমরে তৃণমূল ও বিজেপি। বুধবার রাতে খানাকুলের রাজহাটি বাজারে ঘটনাটি ঘটেছে। কিন্তু কোনও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুশান্ত ঘোষ এই আচরণ করেছেন তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ''আমি মারধর করিনি। ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি হয়েছে। কিন্তু কেন এবং কোন পরিস্থিতিতে এটা হল সেটা জানুন। তৃণমূল কংগ্রেসের দলবল গুন্ডা রাজ চালাচ্ছে। এখানকার রাজহাটি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পিএইচ ই এর জল ছিল না। মা বোনেরা বার বার জানাতে গেলে তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়। তাঁরা অভিযোগ করেন, ওঁরাই আমাকে অভিযোগ করেছেন। আসলে ওঁরা কেউ ব্যবসায়ী নন। ওঁরা তৃণমূলের দালাল। তাঁরা পিএইচই অপারেট করে। পঞ্চায়েত ভোটের আগেও এই ভাবে জল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের কোনও হুঁশ নেই। মা বোনেরা জলের জন্য হাজির হলে তাদের সাথে অভব্য আচরণ করেছে। অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে বিজেপির লোকজন প্রতিবাদ জানাতে চলেছে। জল নেই দীর্ঘদিন। জল চাইতে গেলে খারাপ আচরণ করা হয়েছে। তারই প্রতিবাদে সরব হচ্ছেন বিজেপির লোকজন। যদিও এই পিছিয়ে নেই শাসকদল তৃণমূল।

ভেঙে পড়লো ক্যালভাট, অসুবিধায় হাজার হাজার মানুষ

দুরন্ত বার্তা, হরিপাল, ১১ এপ্রিল ঃ হটাৎ ভেঙে পড়লো দুর্বল ক্যালভাট, অসুবিধায় হাজার হাজার মানুষ। হরিপাল থেকে জাঙ্গিপাড়া যাওয়ার পথে হরিপাল থানা এরর সহদেব গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গোসা ও আইনডাঙা এই দুই গ্রামের মাঝে খালের উপর থাকা ক্যালভাটটি ভেঙে পড়ে বৃহস্পতিবার বিকালে। স্থানীয় দের অভিযোগ দীর্ঘ দিন ধরেই এই ক্যালভাট টির অবস্থা ছিল দুর্বল। বার বার স্থানীয় প্রশাসন কে জানালেও দুর্বল ক্যালভাট টি সরানোর কোনো উদ্দ্যোগ নেয়নি প্রশাসন। স্থানীয় দের দাবি এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার মানুষ যাতায়াত করেন এমনকি এই এলকায় একটি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে, ফলে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের ও অসুবিধার মধ্যে পড়তে হলো ক্যালভাট টি ভেঙে যাওয়ার কারণে। ক্যালভাট টি ভেঙে যাওয়ার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে যান স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকরা। দুর্ঘটনা এড়াতে ভাঙা ক্যালভাটের দুই দিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে সাধরণ মানুষের যাতায়ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় দের দাবি ক্যালভাট টি দ্রুত সরিয়ে সাধরণ মানুষের যাতায়াতের জন্য উপযোগী করে তুলুক প্রশাসন। স্থানীয় পঞ্চায়েত উপ প্রধান দেবাশীষ পাঠক জানান ক্যালভাট ভেঙে পাড়ার খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনা স্থলে গিয়ে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। ভেঙে পরা ক্যালভাট টি দ্রুত সরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

গিরীশ মঞ্চে পুনশ্চ নৃত্যকলা কেন্দ্রের আয়োজনে ভাবতরঙ্গ-৩ শাস্ত্রীয় নৃত্য উৎসব এক কথায় অনবদ্য নিবেদন

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর হুগলি, ১১ এপ্রিল ঃ শাস্ত্রীয় নৃত্যের মাধ্যমে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রচার এবং সংস্কার সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে গত ৯ ই এপ্রিল ২০২৪ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গিরীশ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো ভাবতরঙ্গ-৩ শাস্ত্রীয় নৃত্য উৎসব। এই শাস্ত্রীয় নৃত্যানুষ্ঠান এর আয়োজন করেছিলো পুনশ্চ নৃত্য কলা কেন্দ্র। এই উৎসবটির সহযোগিতায় ছিল ইনফোসিস ফাউন্ডেশন (ব্যাঙ্গালুরু), ভারতীয় বিদ্যাভবন, কোলকাতা। উত্তর কোলকাতার এই নামী সংস্থাটি দেশ বিদেশে বহু নৃত্য উৎসবে অংশ নিয়েছে। এইদিন গিরীশ মঞ্চে এই উৎসবে-ভারতনৃত্যম (ভরতনাট্যম-ও নাট্যশাস্ত্র) পরিবেশন করে পুনশ্চ র নৃত্য শিল্পীরা। তাদের প্রথম উপস্থাপনা ছিল ভজন, শ্রী চক্র রাজা সিংহানেশ্বরী,রাগ রাগমালিক, দ্বিতীয়টি ছিল কীর্তনম, স্বাগতম কৃষ্ণা, রাগ মোহনাম, এই দুটি নৃত্য পরিকল্পনায় ছিলেন নন্দিতা ব্যানার্জী তৃতীয় ও শেষ নিবেদন ছিল তিলানা রাগ মিশ্র শিবরঞ্জনি। নৃত্য পরিকল্পনায় ছিলেন পদ্মবিভূষণ ড. পদ্মা সুব্রামনিয়াম। এই তিনটি নৃত্য পরিবেশিত হয় তাল আদির ওপর। নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন আত্রেয়ী দে, সুলগ্না দে, ঋত্বিকা শীল ,দীপ্তাক্ষী সাহা , দীপশা মন্ডল ও আনন্দিতা দত্ত। পরিচালনায় ছিলেন পুনশ্চ-র কর্ণধার ও নৃত্য শিল্পী নন্দিতা ব্যানার্জী। ওনার পরমগুরু পদ্মবিভূষণ ড.পদ্মা সুব্রামনিয়াম। এইদিন আমন্ত্রিত শিল্পী অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায় (ওড়িষী গ্রুপ-দর্পণী), সৌভিক চক্রবর্তী (গ্রুপ কত্থক), ইভানা সরকার ও অর্পিতা সাহা

(দ্বৈত মণিপুরী নৃত্য) এই উৎসবে নৃত্য পরিবেশন করেন। উৎসবের উদ্বোধন করেন ভারতীয় বিদ্যা ভবনের ডিরেক্টর জি ভি সুব্রমণিয়াম এবং বিখ্যাত গৌড়ীয় নৃত্যের প্রবর্তক ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায় ও জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী অনিতা মল্লিক। অনুষ্ঠানটির সুচারু সঞ্চালনায় ছিলেন অর্পণ মল্লিক। সমগ্র অনুষ্ঠানটির ভাবনা, পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় ছিলেন পুনশ্চ র কর্ণধার নন্দিতা ব্যানার্জী।

কোন্নগরে নির্মান কাজ চলার সময় পাঁচিল ধসে মৃত দুই, আহত কয়েকজন

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর হুগলি, ১১ এপ্রিল ঃ আবাসনের নির্মাণ চলার সময় পাঁচিল ধসে মৃত্যু হল দুজনের। আহত আরও একজন। ঘটনায় শোরগোল পড়ল নবগ্রাম পঞ্চায়েতের নবচক্র এলাকায়। একটি পুরোনো বাড়ি ভেঙে আবাসনের ভিত তৈরি হচ্ছিল। এই কাজ চলার সময় আচমকাই ধসে পড়ে লাগোয়া পাঁচিল। মৃত্যু হয় দুজন শ্রমিকের। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম শ্যামল দাস। ঘটনায় আহত হন আরও একজন। বাসিন্দাদের অভিযোগ, কোনও রকম নিরাপত্তা ছাড়াই কাজ চলছিল। পুরনো পাঁচিল গার্ড না করে কাজ করায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কানাইপুর ফাঁড়ির পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, কাজ করার সময় দুর্ঘটনা এড়াতে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। পুরনো নির্মাণ ভেঙে নতুন করে তৈরি হচ্ছিল। দুর্ঘটনাস্থলে আহত এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। অন্য দু'জনকে আহত অবস্থায় উত্তরপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে এক জনের মৃত্যু হয়েছে।

অন্য জনকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করানো হয়েছে। ওই ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁদের অভিযোগ, কোনও রকম নিরাপত্তা ছিল না। তাঁদের আরও দাবি, রাস্তার পাশে কাজ হচ্ছে অথচ পুরনো পাঁচিল ঘেরা হয়নি। ওই দুর্ঘটনার ফলে আরও ক্ষতি হতে পারত।নির্মাতা গণেশ দাস বলেন, ''বৃহস্পতিবার সকালে ২০ জন শ্রমিক কাজ শুরু করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ সঠিক নয়। বাঁশ দিয়ে পাঁচিল ঘেরা ছিল। কপালে ছিল তাই দুর্ঘটনা হয়ে গিয়েছে। পনেরো দিন ধরে কাজ চলছিল। কিন্তু কোনও অভিযোগ ছিল না।'' ওই বিষয়টি নিয়ে রাজনীতিও শুরু হয়েছে। পঞ্চায়েত এলাকায় পাঁচ তলা নির্মাণের অনুমতি কী ভাবে মিলল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। স্থানীয় বিজেপি এবং বাম নেতাদের বক্তব্য, নিয়ম না মেনেই ওই নির্মাণ চলছিল। তাঁদের প্রশ্ন, পঞ্চায়েত এলাকায় 'জি-প্লাস ফোর' আবাসনের অনুমতি কী ভাবে দেওয়া হল? তাঁদের দাবি, এলাকার পঞ্চায়েত প্রধানের ওয়ার্ডেই এই কাজ হয়েছে। অন্যত্রও এই সব নির্মাণ হয়তো চলছে। বিরোধীদের অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। নবগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব মজুমদার বলেন, ''আবাসন তৈরি হচ্ছিল জেলা পরিষদের অনুমতি নিয়ে। অসাবধানতাবশত একটি পাঁচিল ভেঙে দুর্ঘটনাটি ঘটে।''গত ১৭ মার্চ গার্ডেনরিচে ভেঙে পড়ে একটি নির্মীয়মাণ বহুতল। তাতে মোট ১২ জনের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই গত ২ এপ্রিল বৌবাজারের রামকানাই অধিকারী লেনে ভেঙে পড়েছিল একটি পুরনো বাড়ির একাংশ। তার তিন দিনের মধ্যে আবারও কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে ভাঙে পুরনো বাড়ির একাংশ।

দুই ধর্মের সম্প্রতির মেল বন্ধন উঠে এলো রায়দীঘির বকুলতলা সকেরহাট ময়দানে বৃহস্পতিবার

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১১ এপ্রিলঃ সম্প্রীতির মেলবন্ধন এবার উঠে এলো সুন্দরবনের রায়দিঘির বকুলতলা এলাকার দুটি ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে দিয়ে।মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষের ঈদ উৎসব ও হিন্দু ধর্মের মানুষের চৈত্র শেষের সন্ন্যাসী বা ঝাঁপের উৎসব। এবছর একই দিনে পালিত হচ্ছে। দুটি ধর্মের মানুষ একযোগে নিষ্ঠার সাথে এই দুই উৎসবে সামিল হলেন বৃহস্পতি বার। আর এখানে উঠে এলো বহু বছর পর সম্প্রতির মেলবন্ধন। মথুরাপুর ২ নং ব্লকের রায়দীঘির দিঘির পাড় পঞ্চায়েতের বকুলতলা সকেরহাট ময়দান জুড়ে এদিন দেখা গেল মুসলিম ধর্ম প্রাণ এবং হিন্দু ভাইদের ভিড়, তাঁরা সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে পৌঁছে গিয়েছে বকুলতলার সকেরহাট এলাকায়! কাঁসর, ঘন্টা একদিকে বাজছে, তেমনি চলছে প্রাত্যহিক পূজার আয়োজন। মুসলিমরা ঈদের দিনে পরেছেন নামাজ। এই এক অপূর্ব মেলবন্ধন। কয়েকটি মন্তব্য এবং একটি সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ ৮ বছরের সমস্যার সমাধান করে গ্রামের হিন্দু মুসলিমেরা আবার এক হয়ে নতুন করে প্রমাণ করলো আমরা এক। হিন্দু মুসলিম একই বৃন্তের দুটি কুসুম। আর এই এলাকার মাটির সঙ্গে মিশে আছে সম্প্রীতির মেল বন্ধন, বিশ্বের মাঝে এমন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মহামিলন তা আবার প্রমাণিত। এখানেই আমাদের অহংকার আমাদের গর্ব আমরা বাঙালি বলে। এদিন এই ঝাঁপ উৎসবে বহু মানুষ অংশ নেন। আর এদিন পুরো মাঠ জুড়ে হাতে হাত মিলিয়ে এই উৎসব দেখতে সামিল হয়েছিল দুই ধর্মের বহু মানুষ।

আপনি কোন ট্রেনে চাপেন - ইমু নাকি মিমু

কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ কলকাতা ও হাওড়ার শহর ও শহরতলীর বাসিন্দরা লোকাল ট্রেনগুলিতে চড়েননি, এরকম খুব কম-ই আছেন। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এই যাতায়াতমাধ্যম এই অঞ্চলের দ্রুত নগরায়নের সহায়ক হিসেবেও বলা যেতে পারে। ট্রেনগুলি শহরতলির অংশগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধাকে ত্বরান্বিত করে। দ্রুতগতির ত্বরণ , চওড়া কোচ , চওড়া দরজা - জানালা ফলে ভালোভাবে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা এবং কোচের অভ্যন্তরে হাই স্পিড ফ্যান গুলি যাত্রী স্বাচ্ছন্দের সহায়ক। এই অঞ্চলে প্রথম ট্রেন চলাচল শুরু হয় হাওড়া - শেওড়াফুলি সেকশনে ১৯৫৭ সালে। ট্রেনে অনেকগুলি করে ইউনিট থাকে। প্রত্যেকটি এ থাকে দুটি ট্রেইলার কোচ এবং একটি মোটর কোচ এবং ট্রেনে কোচের সংখ্যা সচরাচর তিনের গুণিতকে হয়। বর্তমানে ৯ কোচ বা ১২ কোচ ট্রেনের চলাচল পূর্ব রেলের অধিক্ষেত্রে দেখা যায়। এর প্রত্যেকটি ট্রেইলার কোচে ১১৩ জন যাত্রী বসতে পারে যেখানে মোটর কোচে বসতে পারে

৯৮ জন যাত্রী। এছাড়া ট্রেনগুলিতে স্থানীয় পণ্যের সহজে বাজারজাত করার জন্য কোচ ও যুক্ত থাকে যেখানে ৮৬ জন যাত্রী বসতে পারে। ২৫ ট্র্যাকশন এবং কনভার্টার এর সাহায্যে এই ট্রেনের মোটরগুলিকে চালানো হয়। পূর্বরেলের অধিক্ষেত্রে কলকাতা, হাওড়ার শহর এবং শহরতলীর যোগাযোগব্যবস্থা বজায় রাখতে রোজ প্রায় ১২৭২ টি লোকাল চলাচল করে। এর মধ্যে হাওড়া ডিভিশনে চলে ৩৮৬ টি লোকাল ট্রেন এবং শিয়ালদহ ডিভিশনে ৮৮৬ টি লোকাল ট্রেন। এছাড়াও প্রায় একইরকম দেখতে বা ট্রেন চলাচল করে। এই ট্রেন গুলি সচরাচর শহরতলীর বাইরের অঞ্চলে স্বল্প এবং মাঝারি দূরত্বের ট্রেন হিসেবে চালানো হয়। ট্রেন এর মতোই ট্রেনগুলিরও আলাদা কোনো ইঞ্জিন থাকেনা। মোটর কোচ গুলি এখানে ইঞ্জিনের কাজ করে। যদিও ট্রেনের দৈর্ঘ্য সাধারণত ট্রেনের তুলনায় বেশি হয় কারণ ট্রেনগুলিতে কোচের সংখ্যা সচরাচর ট্রেনগুলির তুলনায় বেশি হয়। বর্তমানে পূর্ব রেলে মোট ১৪১ টি ট্রেন চলাচল করে। এর মধ্যে হাওড়া ডিভিশনে চলে ৪৫ টি, শিয়ালদহ ডিভিশনে ১৩ টি, আসানসোলে ৮৫ টি এবং মালদা ডিভিশনে ৬ টি। ১৯৯৫ সালে আসানসোল-আদ্রা বিভাগে পরিষেবা প্রথম শুরু হয়েছিল। এছাড়াও আছে ট্রেন। তবে এগুলি চলে ডিজেল মোটরে। পূর্ব রেলে এখন মোট ৫০ টি সার্ভিস চলাচল করে। এরমধ্যে ১১ টি হাওড়া ডিভিশন, ৩৯ টি মালদা ডিভিশনে চলে। এই ট্রেনগুলি পূর্বরেলের অধিক্ষেত্রে স্বল্প ও মাঝারি দূরত্বে কম খরচে যাতায়াতের জন্য সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে সমাদৃত। সর্বনিম্ন ভাড়া ৫ টাকায় লোকাল ট্রেনে চড়ে যতটা দূরত্বে যাওয়া যেতে পারে , তা অকল্পনীয়। এর পরিবর্তে যেকোনো স্থলপরিবহনের মাধ্যমে সমদূরত্বে যাতায়াত করতে ২০ টাকা দিতে হতে পারে। বাংলার আর্থ সামাজিক উন্নতিতে পূর্ব রেল এই সাবার্বান ট্রেন গুলির পরিচালনায় অত্যন্ত তৎপর এবং গণপরিবহনের মাধ্যমের উপর সঠিক গুরুত্ব আরোপ করে যথাযতভাবে চালাতে সর্বদা সচেষ্ট।

দুই স্কুল ছাত্রের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ এপ্রিল ঃ খুশির ঈদে মাসির বাড়ি ঘুরতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরা হলো না দুই স্কুল ছাত্রের। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হল দুই স্কুল ছাত্রের। আহত হয়েছেন আরো এক স্কুল ছাত্র। আহত চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বিকেলে মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত নিয়ামতপুরের কেষ্ট নগর এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃতরি হলো সারফারাজ মোমিন বয়স(১৪)বছর। আলীম মোমিন বয়স(১৮)বছর ও আহত হয়েছেন আসলাম মোমিন বয়স(১৮)বছর। তারা প্রত্যেকেই স্থানীয় রায়গ্রাম স্কুলে পড়াশোনা করতে বলে জানা যায়। তাদের প্রত্যেকেরই বাড়ি মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত অমৃতি লালাপুর এলাকায়। আরো জানা যায় একটি মোটরবাইকে করে তিনজন বাড়ি থেকে মিল্কির ভবানীপুর এলাকায় মাসির বাড়িতে ঘুরতে যাচ্ছিল তিনজন। তারপর এই ঘটনা ঘটে।

এনএইচআরডিএন-এর ২৬তম জাতীয় সম্মেলন কলকাতায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ ন্যাশনাল হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক বিয়ন্ড টুমোরো শিরোনামে তার ২৬তম জাতীয় সম্মেলন দারুণ সাফল্যের সাথে শেষ করেছে। এই চিত্তাকর্ষক দুই দিনব্যাপী ইভেন্টটি ৫ এবং ৬ এপ্রিল কলকাতার হোটেল তাজ তাল কুটির কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ''বিয়ন্ড টুমোরো থিমের সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল,হিউম্যান রিসোর্স এর ভবিষ্যতকে এনক্যাপসুলেট করা এবং উদীয়মান কাজের প্রবণতাগুলির জটিলতাগুলি নেভিগেট করা, আগামীকালের কর্মীবাহিনীর দ্বারা চাওয়া দক্ষতাগুলি অনুমান করা এবং উদ্ভাবনী এইচআর অনুশীলনের রূপান্তরমূলক সম্ভাবনার অন্বেষণ করা। প্রতিনিধিরা এক নতুন যাত্রাপথের সূচনা করেন কিছু উন্নয়নমূলক অন্তর্দৃষ্টির সাথে,

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিশিষ্ট মূল বক্তাদের কাছ থেকে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করেন এবং বিশ্বব্যাপী এইচআর প্রবণতাগুলির অগ্রভাগে আলোকিত প্যানেল আলোচনায় নিযুক্ত হন। অনুষ্ঠানের উদ্ভাবনী বক্তা ছিলেন, এনএইচআরডিএন-এর জাতীয় সভাপতি এবং জেকে সংস্থার গ্রুপ এইচআর সভাপতি শ্রী প্রেম সিং। রঞ্জন ব্যানার্জি, সভাপতি, এনএইচআরডিএন কলকাতা চ্যাপ্টার এবং বার্জার পেইন্টসের এইচআর গ্রুপ প্রধান, বিনয় রঞ্জন, আঞ্চলিক সভাপতি, এনএইচআরডিএন ইস্ট এবং কোল ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর পার্সোনেল, সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানটিতে এনএইচআরডিএন-এর একটি নতুন বইয়ের উদ্বোধনও করা হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৩২ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৯ চৈত্র, ১৪৩০

নির্বাচনে জেতাই যখন লক্ষ্য

এবারে পশ্চিমবঙ্গের লোকসভার নির্বাচনে কোনও রাজনৈতিক দল রাজ্য গঠন করার কথা ভাবছে না। তারা এখন একে ওপরের দোষ খুঁজে বের করে তাকেই ভোটারদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। বিজেপি দল তৃণমূল কংগ্রেসের দর্নীতিকে ভোটারদের কাছেপৌঁছেদিচ্ছে। আর শাসক দল তৃণমূল কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার অপব্যবহারকে সমানে রেখে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করে দিয়েছে। সিপিএম দল তো বিজেপিকে ধর্মনিরপেক্ষ দল বলে মনে করে না। তারা মনে করে বিজেপি দলটা একটি সাম্প্রদায়িক দল। এদিকে বিজেপি তো পরিস্কার করে বলে দিতে শুরু করেছে যে তারা রাম মন্দির নির্মাণ থেকে শুরু করে অতীতে ভারতের যেসব মন্দির ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল অতীতকালে সেই সব মন্দিরকে আবার উদ্ধার করে সেখানে পুজো অর্চনার আয়োজন শুরু করবে। সে তাদের এ ব্যাপারে আটকায় দেখে নেবে তারা। বিরোধীরা যতই চিৎকার করে বিজেপির দিকে গোলা বর্ষন করতে শুরু করুক না কেন বিজেপি দল তাতে কান দিতে একেবারে রাজি নয়। আরব দেশে গিয়ে বিজেপি দলের নেতারা উৎসাহিত হয়ে সেখানে একটি হিন্দু মন্দির নির্মাণ করতে উৎসাহ দান করেছিল। তার ফলে আরব আমির শাহীতে একটি বড় মন্দির নির্মাণ হয়েছে। আরব দেশের রাষ্ট্র নেতা থেকে শুরু করে সেখানকার আভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা উদ্বোধনের দিন উপস্থিত ছিল। তাহলে মন্দির তৈরি করাটা আসল লক্ষ্য নয় বিরোধী দলের। তারা এখন নিজেদের দোষ ঢাকতে একে ওপরকে কুকথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। লোকসভার ভোট যত এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে ততই রাজনৈতিক দলগুলি একে ওপরের দিকে কাদা ছুঁড়তে শুরু থাকবে। কিন্তু লোকসভার নির্বাচনে জিতে জনতার হয়ে লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে তারা কী কী উন্নয়নের কাজ করবে তার কোনও কথা বলছে না। কেন ইডি সিবিআই বিজেপি সরকার বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছে। কোথায় দুর্নীতি তার কোনও প্রমাণ দিতে পারছে না বিজেপি সরকার বলে দাবি করছে বিরোধীরা। এদিকে বিজেপি দলের নেতা দিলীপ ঘোষ বলেছেন বিজেপি দল কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাকে বিরোধী দলের নেতাদের হেনস্থা করতে লেলিয়ে দিচ্ছে তা নয়। আদালত কেন্দ্রীয় সংস্থাকে বলছে গ্রেফতার করতে। যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদেরকে গ্রেফতার করার আদেশ দিতে শুরু করে দিয়েছে আদালত। এর সঙ্গে বিজেপি দল যুক্ত নয়। তৃণমূল কংগ্রেসে এখন বলতে শুরু করে দিয়েছে এনআইএ করতে দেবে না। লোকসভার নির্বাচন কোনও রাজনৈতিক দল এখনও পর্যন্ত ইস্তাহার প্রকাশ করেনি। তারা লোকসভার নির্বাচনে জিতে জনগণের হয়ে কী কী কাজ করবে তার কথা উল্লেখ করছে না। শুধু মাত্র গা গরম করা রাজনৈতিক শ্লোগান দিতে শুরু করে দিয়েছে প্রতিটি দলের লোকসভার প্রার্থীরা। আগে ছিল নন্দী গ্রাম সিঙ্গুর। একন হয়েছে সন্দেশখালি, ইডি ও সিবিআই। এই নিয়ে চলছে লোকসভা নির্বাচনের বাজার গরম করা। নির্বাচনী বাজার যত বেশি গরম হতে থাকবে ততই লোকেরা নির্বাচন নিয়ে মাতামাতি করতে থাকবে। একে তো প্রাকৃতিক গরম। তার ওপরে আবার লোকসভার গরম।

দালাই লামার উপেক্ষায় চিন

চিন সরকারকে উপেক্ষা করে দালাই লামার সাহীস পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। চিনের তিব্বতি ধর্মগুরু সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে একেবারে বেআইনী বলে আখ্যা দিয়ে দালাই লামা তিব্বতি ধারায় বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মগুরুদের মধ্যে তৃতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ 'খালখা জেসটুন ধাম্পা রিনপোচে'র দশম উত্তরাধিকারীকে বেছে নিয়েছেন তিনি। হিমাচল প্রদেশের এক ধর্মশালায় একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পদে আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করা আট বছরের এক মাঙ্গোলিয়া শিশুর অভিষেক করিয়েছেন দলাই লামা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমপক্ষে ৬০০ জন মোঙ্গোলিয়াবাসী। সম্প্রতি তারর ছবি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে বিশ্বে। এদিকে চিন বলেছে এর সঙ্গে আমেরিকার হাত রয়েছে। তারাই দালাই লামাকে উস্কানি দিতে শুরু করেছে। আমেরিকা এখন ভারত চিন সীমান্তের দিকে নজর রাখতে শুরু করেছেন। দলাই লামা অরুণাচল প্রদেশ সফর করেছেন। সেখান তার সফর নিয়ে চিন আপত্তি করলেও ভারত তাকে গ্রহণ করেনি। চিনের আপত্তিকে উপেক্ষা করে ভারত দলাই লামার অরুণাচল প্রদেশ সফরকে সফল করে তুলেছিল। জানতে পারা গিয়েছে যে এবারে দলাই লামা আবার লাদাখ সফর করবেন। লাদাখ নিয়ে চিন বহু কসরৎ করতে শুরু করেছে। দলাই লামাকে সঙ্গে নিয়ে লাদাখ নীতি গ্রহণ কররা ইচ্ছা প্রকাশ করেছে ভারত। যদিও লাদাখ ভারতে অংশ। তবুও দলাই লামা যেহেতু ভারতে আশ্রিত ধর্মগুরু সেই কারণে দলাই লামার সহযোগিতা ভারত পেতে শুরু করেছে। হিমালয়ে প্রতিটি অঞ্চলে যেখানে ভারতের প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে সেই সব স্থানে দলাই লামা সফর করে ভারতের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখার কথা প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছেন। তার ফলে চিন বেশ বিপাকে পড়ে গিয়েছে। সামরিক দিক দিয়ে চিন শক্তিশালী হতে পারে। কিন্তু ধর্মীয় দিক দিয়ে চিন বেশ দুর্বল। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তারা নিজেদের সরকারি সিদ্ধান্ত থেকে ধর্মগুরু পচ্ছন্ন করে যা কোনও ধর্মীয় সংস্থা গ্রহণ করে না বা মেনে নিতে পারে না। চিনা প্রশাসন বারবার দাবি করে এসেছে যে একমাত্র ধর্মগুরু হিসাবে তাকেই মান্যতা দেওয়া হবে যিনি সরকার থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। চিন সরকার যদি ধর্মগুরুকে নির্বাচিত করে তাহলে চিন তার পক্ষে রয়েছে। দলাই লামা নির্বাসিত ধর্মগুরু। তিনি চিনকে একদমই সহ্য করতে পারছেন না।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন, সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

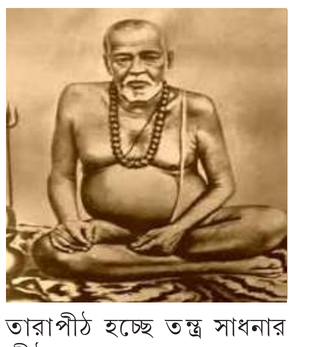

তারাপীঠ হচ্ছে তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান। সেখানে সাধক বামাক্ষ্যাপা তন্ত্র সাধক ছিলেন। তারাপীঠ এক সময়ে গভীর জঙ্গলে পরিণত ছিল। ভয়ে সেকানে কোনও লোকেরা যেত না। সাধক বামাক্ষ্যাপা সেখানে থাকতেন তন্ত্র সাধনা করতে। শব সাধনা করতেন। তিনি পরে তন্ত্র সাধনার পথকে ত্যাগ করে কালী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত হলেন। মা কালীর পরম ভক্ত হয়ে গেলেন। মানব শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করে আপন অধিকার সঞ্চয় করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে মানব সেবার কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। তারাপীঠের মা কালী সেই শক্তি দিয়ে থাকেন।

বাংলার লোক সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন - 'চৈত্র সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে গাজন ও চড়ক উৎসব'

রবীন্দ্র কুমার শীল

বাংলায় বারো মাসে তেরো পার্বণ। দূর্গাপূজা, লক্ষীপূজা, কালীপূজা সহ বিভিন্ন পূজা ছাড়াও নানা ধরনের লোকউৎসব ও পালিত হয় আমাদের বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। এই লোকউৎসবের মধ্যে গাজন ও চড়ক অন্যতম। চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবকে কেন্দ্র করে যে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, মূলত সেটিই গাজন নামে পরিচিত। শিব ছাড়াও রাঢ় অঞ্চলে ধর্ম ঠাকুরের গাজন ও পালিত হয়। 'গাজন' শব্দটি এসেছে ত্গাদ এবং তজনদ থেকে, যার অর্থ গ্রাম এবং জনসাধারন। গ্রামীণ জীবনের জনপ্রিয় লোকউৎসব হল গাজন অনুষ্ঠান। বাংলার কৃষক সমাজের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয় এই লোকউৎসব। গাজন সে অর্থে কৃষিকর্মের অংশ নয়, এটি যে সময় পালন হয় তখন মাঠের ফসল ঘরে তোলা হয়ে গেছে তাই তাদের কাছে অঢেল সময় আর এই সময় কাটাতেই তাঁরা বেছে নেয় এই লোকউৎসব কে। মূলত বাংলার রাঢ় অঞ্চলের দূর্গাপুর, আসানসোল, অজয় ও দামোদর নদীর তীরের বীরভূম অঞ্চল, মানভূম, বর্ধমান, মূর্শিদাবাদ এও পালিত হয় এই লোকউৎসব। পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন ধর্মের মিলনস্থল হওয়ায় এখানকার বিভিন্ন উৎসবেও তার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়, গাজন ও তার ব্যাতিক্রম নয়। আর সেই জন্যই বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন রীতির প্রতিফলন দেখা যায় এই উৎসবে। সারা বছরের বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তরে গাজন পালিত হয়ে থাকে। শিবের গাজনের সাথে সাথে নীলের গাজন, ধর্ম ঠাকুরের গাজন ও সমানভাবে জনপ্রিয়। বাংলার লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে গাজন এক উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক। এটি শুধুমাত্র একটি ধর্ম কেন্দ্রিক উৎসব নয়, এর জনপ্রিয়তা একে এক যথার্থ লোক উৎসবের মাত্রা দান করেছে। এর জনপ্রিয়তা যে কতটা তা আমরা বিভিন্ন সাহিত্যে এর উল্লেখ দেখেই আন্দাজ করতে পারি। শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই পল্লীচিত্রের বর্ণানায় আমরা এর উল্লেখ পাই। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসেও এর উল্লেখ আছে। দীনেন্দ্রকুমার রায় তার 'পল্লীচিত্র' জাতীয় একাধিক স্মৃতিকথায় সেকালের গাজনের এক জীবন্ত চিত্র নথিবদ্ধ করে গেছেন। যা বর্তমান গবেষকদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, গাজন উৎসবের দিনে দেবী হরকালীর সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়। বিবাহ উৎসবে সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী হিসেবে অংশ নেন। অন্যদিকে, ধর্মঠাকুরের গাজন হল ধর্মঠাকুর ও দেবী কামিনী-কামাখ্যার (বাঁকুড়া জেলা), দেবী মুক্তির বিবাহ উৎসব। রাঢ়বঙ্গের শৈব-সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে 'গাজন'। গাজন অর্থে (গাঁগু গ্রাম, জনগু জনগণ) গ্রামের জনগণের নিজস্ব উৎসব। নবদ্বীপ মহিমার লেখক কান্তিচন্দ্র রাঢ়ি 'গাজন'-কে ধর্মগাজনের অপভ্রংশ বলেছেন। গাজন বিষয়ে ভারতকোষকার জানিয়েছেন, ক্ষ্মবাংলাদেশের লৌকিক উৎসব। ইহা নিম্নশ্রেণির লোকের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ... বাংলাদেশে ইহা নানা পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতার নামের সহিত যুক্ত হইয়াছে, যেমন শিবের গাজন, ধর্মের গাজন, নীলের গাজন, আদ্যের গাজন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই উৎসবের লক্ষ্য সূর্য এবং তাহার পত্নী বলিয়া কল্পিত পৃথিবী। সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর বিবাহ দেওয়াই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। চৈত্র মাস হইতে বর্ষার প্রারম্ভ পর্যন্ত সূর্য যখন প্রচণ্ড অগ্নিময় রূপ ধারণ করে তখন সূর্যের তেজ প্রশমন ও সুবৃষ্টির আশায় কৃষিজীবী সমাজ এই অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করিয়াছিল। গ্রাম্য শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয় ক্ষ্ম যে শিবকে সারা বছর আগলে রাখেন ব্রাহ্মণেরা, গাজনের কদিন সেই শিব সমাজের নিম্ন কোটির মানুষের হাতে পূজা গ্রহণ করেন। এখানে কোনও ভেদাভেদ নেই, জাত নেই, কুল নেই, উচ্চবর্ণের অবজ্ঞা অবহেলা নেই। এ কদিন সবাই সমান মর্যাদায় সমাসীন। এখানেই শৈব সংস্কৃতির সঠিক উত্তরণ। গাজনের সময় শিব প্রকৃত অর্থে গণদেবতা। গাজন যে মূলত শিবকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় তা আগেই বলা হয়েছে। তবে

বাংলায় অতীতে জৈন ধর্মের অস্তিঃত্ব থাকায় শিব ছাড়াও আরও অনেক দেবতা পূজিত হন। তাঁদের মধ্যেই একজন হলেন ধর্ম ঠাকুর। যিনি সূর্যের দেবতা হিসেবে পূজিত হন। প্রাক্গ্ধ দ্রাবিড় যুগ থেকেই রাঢ় অঞ্চলে ধর্ম ঠাকুরের পূজা হয়ে আসছে। লোকবিশ্বাস ধর্ম ঠাকুরের পূজা প্রসঙ্গে বলা চলে, বাংলার বহু গ্রামে নরনারী রোগ থেকে সুস্থ হবার জন্য, নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভের আশায় এবং চাষীরা অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি হওয়ার আশায় এই পূজা করে থাকেন। একটি নিরাকার পাথরকে, গাছের মাঝখানে বা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করা হয়। সারাবছর ধরে পূজিত হন ধর্ম ঠাকুর। পূর্ণিমাতে বিশেষ পূজার আয়োজন ও করা হয়। তবে অনেক স্থানে কুর্মামূর্তি, চৌকো, কোথাও বা একাধিক শিলাখন্ড কে পূজা করা হয়ে থাকে। ধর্ম ঠাকুরের পূজারী মূলত ডোম, বাগদী, জেলে হলেও অনেক স্থানে ব্রাহ্মন পূজারী ও রয়েছেন। ধর্মরাজের বাৎসরিক পূজা বা গাজন-উৎসব সাধারনত বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমা, জৈষ্ঠ পূর্ণিমা, পৌষ সংক্রান্তি বা কোন নির্ধারিত দিনে (যা 'আপন-গাজন' নামে পরিচিত) অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ধর্মরাজের গাজনেও শিবের গাজনের মতো বাণফোঁড়া, কাটাঝাঁপ, ধুনা পোড়ানো, বটি ঝাঁপ ইত্যাদি হয়ে থাকে। বর্ধমান জেলায় শতাধিক ধর্ম ঠাকুরের পূজা-উৎসব, অনুষ্ঠান বিভিন্ন রীতি বা পদ্ধতিতে, বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন সম্প্রদায় কতৃক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ধর্ম ঠাকুরের বাৎসরিক পূজা ও উৎসব উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন স্থানে মেলা ও বসে। যার মধ্যে জামালপুরের মেলাটি সব থেকে বড়। ওদিকে শিব বা মহাদেব 'নীল' নামেও পরিচিত। নীলের বিবাহ হচ্ছে পার্বতীর সাথে। তাদের বিয়ে উপলক্ষেই এই গাজন পালিত হয়ে থাকে। বিশেষত বিবাহিত মহিলারা শিবকে পূজা করে থাকেন। সারাদিন উপবাস যাপন করার পর তারা শিবের মাথায় দুধ ঢেলে উপবাস ভেঙে থাকেন। সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই পূজা করা হয়ে থাকে। এই গাজন ও চৈত্রমাসে হয়ে থাকে। প্রাগ্গ্ধ-বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে ব র্তমান কাল পর্যন্ত শিব পূজা পেয়ে আসছেন। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতায় ও শিব পূজার নির্দশন মেলে। রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ও শিব পূজা খুবই জাঁকজমক সহকারে পালিত হয়। তাই বাংলার মানুষের কাছে 'শিব' হলেন তাঁদের ঘরের লোক। আর এই শিবের পূজাতে যে তাঁরা আনন্দে মেতে উঠবেন তা বলাই বাহুল্য। এই আনন্দেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে গাজনের মধ্যে দিয়ে। চৈত্র সংক্রান্তির সময় অনুষ্ঠিত গাজন মূলত শিবের গাজন নামেই পরিচিত। শিবের গাজনের ব্যাপারে একটি পৌরানিক কাহিনী কথিত আছে। বলা হয়, শিব এর সাথে পার্বতী বা হরকালীর বিবাহ হচ্ছে এবং এই বিবাহতে খুশি হয়েই শিবভক্তরা নাচ গান করে থাকে। চড়ক হল এই গাজনের এক আনন্দময় প্রকাশ। চড়ক পূজাতে একটি চড়ক গাছকে পূজা করা হয় এবং সন্ন্যাসীরা সেই চড়ক গাছের চারপাশে ঘুরে বিভিন্ন ধরনের ব্রত কর্ম পালন করে থাকেন। গাজনের রীতি অনুযায়ী চৈত্র সংক্রান্তির ১০/১৫ দিন আগেই গ্রামীণ পুরোহিতের উপদেশে কয়েকজন স্নান করে পুরোনো বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করেন। নিজস্ব গোত্র ত্যাগ করে শিবগোত্র ও ধারণ করেন। এরা হলেন গাজনের সন্ন্যাসী। গাজনের এই সন্ন্যাসীদের ভক্ত্যা বা ভক্তিয়া বলা হয়। এই সন্ন্যাসীরা যে কোন সম্প্রদায় থেকে আসতে পারেন। ব্রতপালন, সংযমরক্ষা, হরিষ্যন্ন ভোজন, ব্রহ্মচর্য পালন, চুল দাড়ি না কাটা ইত্যাদি নিয়ম পালন করে থাকেন। এদের মধ্যে একজন থাকেন মূল বা প্রধান ভক্ত্যা। এনার নির্দেশেই বাকিরা এই সব নিয়ম পালন করে থাকে। গাজন পর্বের শুরুতেই ভক্ত্যারা বানেশ্বর কাঁধে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে বেড়ান। এই সময় তাদের বাড়ির বা পরিবারের কারোর সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না রাখার নিয়ম নেই। বাড়ি যাওয়া বা বাড়ির অন্নজল গ্রহন করার নিয়ম নেই। গাজনের অন্যতম অঙ্গ হল কৃচ্ছ কর্ম সাধন। সন্ন্যাসীরা নিজেদের বিভিন্ন ভাবে শারিরীক কষ্ট দিয়ে তা করে থাকেন। বাঁণফোড়া, কাটান, ঝাঁপান ইত্যাদি হল এর অংশ। পেরেক বা সূচ দিয়ে নিজের শরীর কে বিদ্ধ করা, একটি উঁচু বাঁশের মাথা থেকে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া এ সবই এই গাজনের অংশ।

চড়ক পূজা গাজন উৎসবের একটি অঙ্গ। চৈত্রের শেষ দিনে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং বৈশাখের প্রথম দু-তিন দিনব্যাপী চড়ক পূজার উৎসব চলে। লিঙ্গপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে চৈত্র মাসে শিবারাধনা প্রসঙ্গে নৃত্যগীতাদি উৎসবের উল্লেখ থাকলেও চড়ক পূজার উল্লেখ নেই। পূর্ণ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত গোবিন্দানন্দের বর্ষক্রিয়াকৌমুদী ও রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বেও এ পূজার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে পাশুপত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীনকালে এ উৎসব প্রচলিত ছিল। উচ্চ স্তরের লোকদের মধ্যে এ অনুষ্ঠানের প্রচলন খুব প্রাচীন নয়। জনশ্রতি রয়েছে, ১৪৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সুন্দরানন্দ ঠাকুর নামের এক রাজা এই পূজা প্রথম শুরু করেন। কথিত আছে, এই দিনে শিব-উপাসক বাণরাজা দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের সংগে যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মহাদেবের প্রীতি উৎপাদন করে অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় ভক্তিসূচক নৃত্যগীতাদি ও নিজ গাত্ররক্ত দ্বারা শিবকে তুষ্ট করে অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। সেই স্মৃতিতে শৈব সম্প্রদায় এই দিনে শিবপ্রীতির জন্য উৎসব করে থাকেন। গম্ভীরাপূজা বা শিবের গাজন এই চড়কপূজারই রকমফের। চড়ক পূজা চৈত্রসংক্রান্তিতে অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ দিবসে পালিত হয়। এ পূজার বিশেষ অঙ্গের নাম নীলপূজা। পূজার আগের দিন চড়ক গাছটিকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা হয়। এতে জলভরা একটি পাত্রে শিবের প্রতীক শিবলিঙ্গ বা সিঁদুরমথিত লম্বা কাঠের তক্তা ('শিবের পাটা') রাখা হয়, যা পূজারিদের কাছে ক্ষ্মবুড়োশিবক্ষ্ম নামে পরিচিত। পতিত ব্রাহ্মণ এ পূজার পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন। পূজার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ হলো কুমিরের পূজা, জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর হাঁটা, কাঁটা আর ছুঁড়ির ওপর লাফানো, বাণফোঁড়া, শিবের বিয়ে, অগ্নিনৃত্য, চড়কগাছে দোলা এবং দানো-বারনো বা হাজরা পূজা করা। এই সব পূজার মূলে রয়েছে ভূতপ্রেত ও পুনর্জন্মবাদের ওপর বিশ্বাস। এর বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রাচীন কৌমসমাজে প্রচলিত নরবলির অনুরূপ। পূজার উৎসবে বহু প্রকারের দৈহিক যন্ত্রণা ধর্মের অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। চড়কগাছে ভক্ত্যা বা সন্ন্যাসীকে লোহার হুড়কা দিয়ে চাকার সঙ্গে বেঁধে দ্রুতবেগে ঘোরানো হয়। তাঁর পিঠে, হাতে, পায়ে, জিহ্বায় এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গে বাণ শলাকা বিদ্ধ করা হয়। কখনো কখনো জ্বলন্ত লোহার শলাকা তাঁর গায়ে ফুঁড়ে দেয়া হয়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার আইন করে এ নিয়ম বন্ধ করলেও গ্রামের সাধারণ লোকের মধ্যে এখনো তা প্রচলিত আছে। পূজার উদ্যোক্তা ভক্ত্যা বা সন্ন্যাসীরা চড়ক পূজার কয়েকদিন আগে থেকে কঠোর ব্রত ও সংযম পালন করেন। একজনকে সাজানো হয় হনুমানের মত লম্বা লেজ দিয়ে, তার মাথায় থাকে উজ্জ্বল লাল রঙের ফুল; স্থানবিশেষে রামায়ণ কাহিনির হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত আনার দৃশ্য অভিনীত হয়, একে বলে 'গিরি সন্ন্যাস'। এরপর সন্ন্যাসীরা মহাসমারোহে আমগাছ থেকে একাধিক ফলসমেত একটি শাখা ভেঙে আনেন, এর নাম 'বাবর সন্ন্যাস'। চড়কপূজার আগের দিন নীলচণ্ডিকার পূজা হয় (যা মূলত নীলপূজা নামে পরিচিত), এদিন কয়েকজনের একটি দল সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। দলে থাকে একজন শিব ও দু'জন সখী। সখীদের পায়ে থাকে ঘুঙুর। তাদের সঙ্গে থাকে ঢোল-কাঁসরসহ বাদকদল।

বাংলার মসলিন কাপড় সুনামে জগৎ বিখ্যাত ছিল

বিশেষ প্রতিবেদন

মসলিন শব্দটি এসেছে 'মসুল' থেকে। ইরাকের এক বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র মসুল। মসুলেও অতি সূক্ষ্ম কাপড় প্রস্তুত হতো। 'মসুল' ও 'সূক্ষ কাপড়' এ দুয়ের যোগসূত্র মিলিয়ে ইংরেজরা অতি সূক্ষ্ম কাপড়ের নাম দেয় 'মসলিন'। বাংলার ইতিহাসে 'মসলিন' বলতে বোঝানো হয় তৎকালীন ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে উৎপাদিত অতি সূক্ষ্ম এক প্রকার কাপড়কে। মসলিন প্রস্তুত করা হত ঢাকা ও সোনারগাঁ অঞ্চলে। কথিত আছে, মসলিন এত সূক্ষ্ম ছিল যে ৫০মিটার দীর্ঘ মসলিনকে একটি দিয়াশলাই বাক্সে ভরে রাখা যেত। সেইসময়ে এক গজ ঢাকাই মসলিনের দাম ছিল ৫০ থেকে ৪০০ পাউণ্ড, যা আজকের মূল্যমানে বিশাল অঙ্কের। তখনকার সবচেয়ে ভাল সিল্কের চাইতেও এই মসলিন ছিল ২৬ গুণ বেশি দামী। সূক্ষ্মতা, বুননশৈলী আর নকশার পার্থক্যে বিভিন্ন মসলিনের আলাদা আলাদা নাম হয়ে যায় তার কিছু বর্ণনা-মলবুস খাস 'মলবুস খাস' মানেই খাস বস্ত্র বা আসল কাপড়। এ জাতীয় মসলিন সবচেয়ে সেরা আর এগুলো তৈরি হতো সম্রাটদের জন্য। আঠারো শতকের শেষদিকে মলবুস খাসের মতো আরেক প্রকারের উঁচুমানের মসলিন তৈরি হত, যার নাম 'মলমল খাস'। এগুলো লম্বায় ১০ গজ, প্রস্থে ১ গজ, আর ওজন হত ৬-৭ তোলা। একটা আংটির মধ্যে দিয়ে এ কাপড় নাড়াচাড়া করা যেত। এগুলো সাধারণত রপ্তানি করা হতো। সরকার-ই-আলা এ মসলিনও মলবুস খাসের মতো উঁচুমানের ছিল। বাংলার নবাব বা সুবাদারদের জন্য তৈরি হতো এ মসলিন। সরকার-ই-আলা নামের জায়গা থেকে পাওয়া খাজনা দিয়ে এর দাম শোধ করা হত বলে এর এরকম নামকরণ। লম্বায় হত ১০গজ, চওড়ায় ১গজ আর ওজন হত প্রায় ১০তোলা। ঝুনা ঝুনা শব্দটি এসেছে হিন্দি ঝিনা থেকে, যার অর্থ সূক্ষ। ঝুনা মসলিনও সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে তৈরি হতো, তবে সুতার পরিমাণ থাকতো কম। এ জাতীয় মসলিন হালকা জালের মতো দেখতে। একেক টুকরা ঝুনা মসলিন লম্বায় ২০ গজ, প্রস্থে ১ গজ হলেও ওজন হতো মাত্র ২০ তোলা। এই মসলিন বিদেশে রপ্তানি করা হতো না, পাঠানো হতো মুঘল রাজদরবারে। সেখানে দরবারের বা হেরেমের মহিলারা গরমকালে এ মসলিনের তৈরি জামা গায়ে দিতেন। আব-ই-রওয়ান আব-ই-রওয়ান ফার্সি শব্দ, অর্থ প্রবাহিত জল। মসলিনের সূক্ষ্মতা বোঝাতে প্রবাহিত জলের মতো উপমা থেকে এর নাম 'আব-রওয়ান' হয়ে যায়। লম্বায় ২০ গজ, চওড়ায় ১ গজ ও ওজন হতো ২০ তোলা। জানা যায়, আলীবর্দী খা বাংলার সুবাদার থাকাকালীন তাঁর জন্য তৈরী এক টুকরো আব-ই-রওয়ান ঘাসের উপর শুকাতে দিলে একটি গরু ঘাস আর কাপড়ের পার্থক্য করতে না পেরে কাপড় খেয়ে ফেলে। খাসসা খাসসা ফার্সি শব্দ। এই মসলিন ছিল মিহি আর সূক্ষ্ম, অবশ্য বুনন ছিল ঘন। ১৭ শতকে সোনারগাঁ বিখ্যাত ছিল খাসসার জন্য। ১৮-১৯ শতকে আবার জঙ্গল বাড়ি বিখ্যাত ছিল এ মসলিনের জন্য। তখন একে 'জঙ্গল খাসসা' বলা হতো। অবশ্য ইংরেজরা একে ডাকত 'কুষা' বলতো। শবনম 'শবনম' কথাটার অর্থ হলো ভোরের শিশির। ভোরে শবনম মসলিন শিশিরভেজা ঘাসে শুকোতে দেওয়া হলে শবনম দেখাই যেত

বারাণসী কড়চা ঃ রামনবমী শুধু ভারতের উৎসব নয়, আন্তর্জাতিক উৎসবে পরিণত

জয়দেব দাস, কাশী
(পূর্ব প্রকাশের পর)

তপিণ্ডজ প্রবরারূঢ়া চণ্ডকোপাস্ত্রকৈর্যুতা। / প্রসাদং তনুতে মহ্যং চন্দ্রঘণ্টেতি বিশ্রুতা। অর্থ: দেবী ব্যাঘ্রবাহনা, রক্তবস্ত্র-পরিহিতা, সুবর্ণবর্ণা, নানা অলংকার শোভিতা, দশভুজা, দশপ্রহরণধারিণীতার অন্যতম একটি ঘণ্টা। প্রচণ্ড বিক্রম এই ঘণ্টাধ্বনির এর শব্দেই অসুর সৈন্যেরা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। চন্দ্রঘণ্টা দেবীর মন্দির চৌক থানার ঠিক বিপরীতে চন্দু নাউ (নাপিত)-এর গলি, সি.কে ২৩/৩৪ নম্বর বাড়ি। প্রাচীন এই দেবীর প্রতিমা পাথরের প্রায় ফুটখানেকের মতো। ডক্টর তপন কুমার ঘোষ মহাশয় বলেন, দেবীর সম্বন্ধে কথিত যে ইনি বৌদ্ধদেবী চিত্রঘণ্টা এবং এই প্রতিমা সারনাথ থেকে এখানে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সম্বন্ধে সারনাথ প্রাপ্ত স্থিরপাল এবং বসন্ত পালের ১০২৬ খৃঃ শিলালেখ উল্লেখযোগ্য। বাংলার সম্রাট গৌড়াধিপ মহীপালের আদেশে স্থিরপাল ও অনুজ বসন্তপাল বারাণসীতে ঈশানেশ্বর ও চিত্রঘণ্টা এবং আরো শতাধিক মন্দিরের নির্মাণ করেন। লোকের ধারণা স্থিরপাল ও বসন্ত পালের স্থাপিত চিত্রঘণ্টাই আজ হিন্দু দেবী রূপে পূজিতা। শ্রীশ্রীচণ্ডীর বা দেবী সপ্তশতীর উত্তর চরিত্রের সূচনায় দেবী চন্দ্রঘণ্টা মহাসরস্বতীর নবদুর্গা অবতারের তৃতীয় রূপ বলে বর্ণিত। দেবী চন্দ্রঘণ্টার পূজা নবরাত্রি ব্রতের তৃতীয় দিনে শুক্ল তৃতীয়াকল্পে সম্পন্ন হয়। মণিপুর চক্রে অবস্থিতা দেবী, কোটি সূর্যসঙ্কাশা দশভুজা ত্রিনেত্রা এই দেবী সাধকের সকল দুর্গতি ও বিঘ্ন নাশ করেন। প্রচলিত লোক কাহিনী অনুসারে শিব-পার্বতীর বিবাহের দিনে অনুষ্ঠান পণ্ড করার মানসে তারকাসুর দৈত্যবাহিনী প্রেরণ করলে। বিবাহকার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে দেবী পার্বতী ত্রিনেত্রা দশভুজা সিংহবাহিনী রূপে আবির্ভূতা হন ও চন্দ্রসম বিশাল ও শুভ্র ঘণ্টা বাজিয়ে সকল দৈত্য বিতাড়ন করেন। আর এক মতে শিব বিবাহকালে বিকট রূপ পরিগ্রহ করে ভূতপ্রেতাদি অনুচর সহ বিবাহসভায় উপস্থিত হলে তাঁদের দেখে মেনকা মূর্ছিতা হন। দেবী পার্বতী

শিবের এই রূপের বিপ্রতীপে চন্দ্রঘণ্টা রূপ ধারণ করেন। দেবীর এই যোদ্ধরূপ দেখে শিব চণ্ড রূপ সংবরণ করেন ও বিবাহের জন্যে অপূর্ব মনোহর চন্দ্রচূড় বা চন্দ্রশেখর রূপ পরিগ্রহ করেন। নবদুর্গার চতুর্থ রূপ কুষ্মাণ্ড। নবরাত্রি উৎসবের চতুর্থ দিনে তার পূজা করা হয়। দেবীর এইরকম অদ্ভুত নাম কেন? 'কু' শব্দের অর্থ কুৎসিত এবং 'উষ্মা' শব্দের অর্থ 'তাপ'; 'কুষ্মা' শব্দের অর্থ তাই ত্রিতাপ বা দুঃখ,দেবী জগতের দুঃখ গ্রাস করে নিজের উদরে ধারণ করেন, তাই তার নাম 'কুষ্মাণ্ডা'। স্বামী অচ্যুতানন্দের ভাষায়, তযেমন মহাদেব সমুদ্রমন্থনের সময় সমস্ত হলাহল পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন, তেমনি জগজ্জননী দুর্গা আদ্যাশক্তি জগতের সর্বপ্রকার জ্বালা-যন্ত্রণার হাত থেকে সন্তানদের সর্বদা রক্ষা করতে করুণায় দ্রবীভূত হয়ে স্বেচ্ছায় সব তাপ নিজের শরীরে গ্রহণ করেন। দুরিতবারিণী, 'ত্রিতাপহারিণী' মায়ের নাম তাই কুষ্মাণ্ডা। দেবী কুষ্মাণ্ডা ত্রিনেত্রা অষ্টভুজা ,তাঁর ডান দিকের চার হাতে থাকে যথাক্রমে পদ্ম, বাণ, ধনুক ও কমণ্ডলু; এবং বাঁদিকের চার হাতে থাকে যথাক্রমে চক্র, গদা, অমৃতপূর্ণ রুধিরাপ্লুত ঘট ও জপমালা। তাঁর বাহন সিংহ (কাশীতে বাঘ)। দেবীর ধ্যানমন্ত্র- বন্দে বাঞ্ছিতকামার্থাং চন্দ্রার্ধকৃতশেখরাম্। সিংহস্থাং অষ্টভুজাঞ্চ কুষ্মাণ্ডাং যশস্বিনীম্।। কুষ্মাণ্ডা দেবীর স্বরূপ বিষয়ে স্বামী অচ্যুতানন্দের লেখা 'বারাণসী তীর্থ পথে-পথে ঘাটে-ঘাটে' (দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭, পৃ. ১৫৭) বই থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি; ত'উষ্মা' শব্দের মানে তাপ। 'কু' মানে কুৎসিত, 'কুষ্মা' মানে কুৎসিত, কষ্টদায়ক তাপ হচ্ছে 'ত্রিতাপ'। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিতাপই জীবের দুঃখের কারণ ।... এই ত্রিতাপ 'কুষ্মা' যিনি উদরে ধারণ করেন, গ্রাস করেন, তিনিই কুষ্মাণ্ডা। শরৎ ও বসন্তের শুক্লা চতুর্থীবছরের এই দুদিন দেবী দুর্গা কুষ্মাণ্ডা রূপে পূজিতা হন। কবীর চৌরাস্থিত জেলা হাসপাতাল, তার পিছনে ডি.এ.ভি কলেজের সামনে দিয়ে উত্ত র দিকের রাস্তা ধরে জৈতপুরার দিকে মিনিট পাঁচেক চলার পর ডানদিকে অর্থাৎ পূর্ব দিকে মোড় ঘুরে একটা মাঠ এবং এই মাঠের পূর্ব কোণে অবস্থিত দেবী স্কন্দমাতার মন্দির। দেবী বিশেষ করে মন্দিরের ভিতরে উঠোনে যে টিনের চালা। মন্দির ছোটো এবং প্রস্তরনির্মিত। এখানে বাগেশ্বরী নামে পরিচিতা। মন্দিরের গঠন দেখে মনে হয় নেপালিদের দ্বারা তৈরি, মন্দিরে প্রবেশ করলে প্রথমেই দেবীর বাহন সিংহের দেখা পাওয়া যাবে। উত্তর দিকের দেওয়ালে গণেশের প্রতিমা। কয়েকটা পুরোনো মূর্তি ক্ষয়ে গেছে, কীসের মূর্তি তা বোঝার উপায় নেই। বারান্দা থেকেই ভক্তরা 'সাঁচে দরবার কী জয়' ধ্বনি দিতে থাকে। দেবীর প্রতিমা গর্ভগৃহের দেয়ালের দক্ষিণ দিকে স্থাপিত। কুমার কার্তিকেয়কে কোলে নিয়ে দেবী এখানে স্কন্দমাতা। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, দেবী কুশমন্ডাই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন। তিনিই সৃষ্টির আদি রূপ, আদি শক্তি বলে মনে করা হয়। সৌরজগতের অভ্যন্তরীণ জগতে তাঁর বাস। দেবীর দেহের তেজ সূর্যের মতো এবং সমস্ত দিশা তার দীপ্তি এবং আলো দ্বারা আলোকিত হয়। দুর্গার চতুর্থ রূপী দেবীর আটটি হাত। তাই তাঁকে অষ্টভূজাও বলা হয়। তাঁর সাত হাতে কমণ্ডল, ধনুক, তীর, পদ্ম-ফুল, অমৃত-ভরা কলস, চক্র এবং গদা থাকে। অষ্টম হাতে আছে ঝাপমালা। দেবীর বাহন হিসেবে সিংহের পিঠের উপর অবস্থান করে। সাধক তাঁর মনকে অনাহত চক্রে রেখে দেবী কুষ্মাণ্ডার পূজা করেন। দেবীর পূজায় রোগশোক দূরীভূত হয়; ভক্ত আয়ু, যশ, বল ও আরোগ্য লাভ করেন। মনে করা হয়, দেবী কুষ্মাণ্ডা অল্প পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। তাঁর পূজায় কুষ্মাণ্ড (কুমড়ো) বলি দেওয়ার রীতি আছে। কাশীতে দেবী কুষ্মাণ্ডার মন্দির বিখ্যাত। কাশীতে তিনি দুর্গা নামেই সমধিক পরিচিতা। তিনি কাশীর দক্ষিণ দিকের রক্ষয়িত্রী। কাশীখণ্ড-এ রয়েছে, অসি নদীর সঙ্গমস্থলে কুষ্মাণ্ডার অধিষ্ঠান। দেবীর মন্দিরটি বেশ বড়ো ও বহুচূড়া বিশিষ্ট। লাল পাথরের তৈরি সুদৃশ্য এই মন্দিরের কাছেই কাশীর বিখ্যাত তীর্থ দুর্গাকুণ্ড। এই মন্দিরে হিন্দুধর্মে অবিশ্বাসীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে দেবী কুষ্মাণ্ডার পশ্চিম মুখী দুই হাত উঁচু বিগ্রহটি অবস্থিত। কাশীতে শারদীয়া ও বাসন্তী নবরাত্রির চতুর্থীর দিন এই মন্দিরে প্রচুর ভক্তসমাগম হয়। দেবী-ভাগবত পুরাণ অনুসারে, কাশী নরেশ (বারাণসীর রাজা) তাঁর মেয়ে শশীকালার বিয়ের জন্য স্বয়ম্বর ডাকেন। (ক্রমশ)

সুজাপুরের নয় মৌজা মাঠে আট থেকে আশি সকলেই শামিল ঈদের নামাজ পাঠে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ এপ্রিল ঃ মালদার সুজাপুরের নয় মৌজা মাঠের নামাজ রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ। লক্ষাধিক মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ একসঙ্গে নামাজ পড়েন সুজাপুরে। ঈদগাহ মাঠ সংলগ্ন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কেও নামাজের ভিড় জমে। আজ খুশির ঈদ। চেনা সেই ছবি ক্যামেরাবন্দি আমাদের। আট থেকে আশি সকলেই শামিল ঈদের নামাজ পাঠে। রাজ্য জুড়ে আজ খুশির হাওয়া। জেলায় জেলায় এদিন সকাল থেকেই উচ্ছ্বাস আনন্দের বাতাবরণ। রমজানশেষে খুশির ঈদের আনন্দ- উদ্‌যাপনে রঙিন কোচবিচার থেকে কলকাতা, বালুরঘাট থেকে বর্ধমান। রাজ্য জুড়ে এদিন সকাল থেকেই যথারীতি সকলে ঈদের প্রার্থনায় অংশ নিয়েছেন। এরপর সেরেছেন কোলাকুলি, মিষ্টিমুখ। মালদায় এক ছবি। মালদার সুজাপুরের নয় মৌজা মাঠের নামাজ এ রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ। প্রায় এক লক্ষ মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ একসঙ্গে নামাজ পড়েন সুজাপুরে। ঈদগাহ মাঠ-সংলগ্ন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কেও নামাজের ভিড় জমে। আজ খুশির ঈদ। চেনা সেই ছবি এবারেও। আট থেকে আশি-- সকলেই আজ শামিল ঈদের নামাজপাঠে। অন্য দিকে, আজ খুশির ঈদে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নামাজপাঠে অংশ নিলেন মহিলারাও। ঈদ উপলক্ষ্যে শহরের হায়দারপুর এলাকায় মুসলিম মহিলা জন কল্যাণ কমিটির উদ্যোগে মহিলারা নামাজ পাঠ করলেন। এই প্রথম পুরুষ ও মহিলারা এক সঙ্গে নামাজ পাঠ করলেন। যদিও মাঝে কাপড় দিয়ে পুরুষ মহিলাদের নামাজের জায়গা আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল। এই নামাজ পাঠে কয়েকজন পুরুষ হাজির হলেও মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কয়েকশো মহিলা এই নামাজে অংশ নেন। নামাজশেষে মহিলারা একে অপরের সঙ্গে আলিঙ্গনও করেন। পবিত্র রমজান মাসের শেষে আজ খুশির ঈদ। এই উপলক্ষ্যে পূর্ব বর্ধমানের নানা প্রান্তে নামাজ পাঠের আয়োজন হয়েছে।

সকালে নামাজ পড়া হয় আউশগ্রাম, ভাতার, গলসি, রায়না-সহ জেলার নানা প্রান্তে। ঈদ উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে কিছু এলাকা। পবিত্র রমজান মাসের শেষে এদিন বৃহস্পতিবার খুশির ঈদ। এই উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়িতেও নানা প্রান্তের মসজিদে-মসজিদে নামাজ পাঠের আয়োজন হয়েছে। নামাজশেষে চলে কোলাকুলি প্রীতি-শুভেচ্ছা বিনিময়। এদিন সকালে ঈদের নামাজ পড়া হয় জলপাইগুড়ি জেলার নানান প্রান্তে। ঈদ্ উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে জেলার বেশ কিছু এলাকা। ঈদ উপলক্ষ্যে এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন মসজিদে-মসজিদে চলছে নামাজ। মুসলিম সম্প্রদায়ের আজ বড় পবিত্র দিন। একমাস রোজা রেখে এই পবিত্র দিনে সকালে স্নান করে নামাজ পড়ে একে অপরের সাথে আলিঙ্গন, শুভেচ্ছা বিনিময় করে দিন শুরু করেন। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন আসেন, খাওয়া- দাওয়া আনন্দে - মজায় দিনটা কাটে। পবিত্র রমজান মাসের শেষে খুশির ঈদ্ উপলক্ষ্যে হাওড়ার বিভিন্ন প্রান্তের মসজিদে মসজিদে নামাজ পাঠের আয়োজন হয়েছে। নামাজ শেষে চলে কোলাকুলি ভালোবাসা বিনিময়। সব থেকে বেশি মানুষ আসেন বাঁকড়া এলাকায়। ঈদ উপলক্ষ্যে খুশির আবহ শহর জুড়ে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের নানা প্রান্তে নামাজ পাঠের আয়োজন করা হয়েছে। সকালে নামাজ পড়া হয় শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায়। ঈদ উপলক্ষ্যে মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকার মসজিদে-মসজিদে নামাজ পাঠ করেন মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষ। সবথেকে বেশি মানুষ এদিন নামাজ পাঠ করেন মেদিনীপুর সদর ব্লকের হাতিহল্কা এলাকায়। সেখানে কয়েক হাজার মানুষকে দেখা যায় একসাথে নামাজ পাঠ করতে। নামাজশেষে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলির পাশাপাশি খুশির ঈদের মুহূর্তকে মুঠো ফোনের ক্যামেরায় বন্দি করতে বহুজন মেতে ওঠেন সেলফি তোলায়।

সামনেই বাসন্তী পুজো, শেষ তুলির টান দিতে ব্যস্ত শিল্পীরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি , ১১ এপ্রিল ঃ মা দুর্গার আরেক নাম বাসন্তী, প্রত্যেক বছর বসন্ত কালে বাসন্তী পুজো হয়ে থাকে। গত মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে নবরাত্রি, আগামী রবিবার ১ লা বৈশাখের দিন থেকে শুরু বাসন্তী পুজো। মা দুর্গার আরেক নাম বাসন্তী, মা দুর্গার পাশে যেমন- কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী থাকেন। মা বাসন্তীর পাশে ও কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী থাকেন। দুর্গা পূজার মতো এই পুজো ষষ্ঠী- সপ্তমী- অষ্টমী- নবমী - দশমী হয়। ষষ্ঠীতে মায়ের বোধন হয় । শিলিগুড়িতে ঘটা করে বাসন্তী পুজো হয়ে থাকে বেশ কয়েকটি জায়গায়। শিলিগুড়ি কুমোরটুলিতে তৈরি হচ্ছে মা বাসন্তীর প্রতিমা । এই বিষয়ে এক মৃৎশিল্পী জানান বেশ কয়েকটি মা বাসন্তীর প্রতিমা তৈরি করছেন। সামনেই পূজো তাই রাত দিন কাজ করছেন। ইতিমধ্যে প্রতিমা গুলির বায়নাও হয়ে গেছে। রবিবার থেকে পুজো শুরু হাতে আর বেশি দেরি নেই তাই জোরকদমে চলছে কাজ।

নাবালিকাকে হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার এক ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল ঃ নাবালিকাকে হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার এক ব্যক্তি। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত চটহাট অঞ্চলের পেটকি এলাকার ঘটনা। গত সপ্তাহে ওই এলাকায় কৃষ্ণ পাল নামক এক ব্যক্তি পাশের বাড়িতে ভুট্টার পাতা তোলার নাম করে এক নাবালিকাকে উত্যক্ত করে। গোপনাঙ্গ দেখিয়ে উত্যক্ত করলে নাবালিকা চিৎকার শুরু করলে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। পরে ফের কয়েকদিন রাতে নাবালিকাকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করে অভিযুক্ত। সঙ্গে নাবালিকার পরিবারকে মারধরের হুমকি দেয়। গোটা বিষয়টি নিয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। ঘটনায় অভিযোগের পর অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনায় মুখ খুলতে চায়নি নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা।

শুরু কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ এপ্রিল ঃ আগামী ৭ মে মালদা জেলার উত্তর ও দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে হতে চলেছে নির্বাচন। আর সে নির্বাচনকে সামনে রেখেই অন্যান্য জেলার পাশাপাশি মালদা জেলাতেও ভোটারদের মনোবল বাড়াতে পাঠানো হয়েছে জেলায় জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। সেই মতো বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক দশটা নাগাদ মালদা শহরের রথবাড়ি, ফুলবাড়ী, নেতাজি মার্কেট বিচিত্রা মার্কেট সহ একাধিক এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটটমার্চ লক্ষ্য করা গেল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাথে স্থানীয় থানা তথা ইংরেজবাজার থানার পুলিশ আধিকারিকেরা সঙ্গে ছিলেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীদের লক্ষ্য করা গেল ভোটারদের সাথে কথা বলতে।

ঈদের নামাজে উপস্থিত চেয়ারম্যান

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১১ এপ্রিল ঃ গোটা দেশের সঙ্গে কোচবিহারেও পালিত হল খুশির ঈদ। আজ কোচবিহার স্টেডিয়ামে কোচবিহার জেলা আঞ্জুমান ই সলামিয়া- এর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হয় ঈদের নামাজ। একমাস রোজা রাখার পর আজ ঈদের নামাজ আদায়ের পর একে অপরকে আলিঙ্গন করে শুভেচ্ছা জানান একে অপরকে। এই দিনের এই ঈদের নামাজে অংশগ্রহণ করেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এবিষয়ে আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়ার সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন খন্দকার বলেন-আজ আমাদের পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের নামাজ অনুষ্ঠিত হলো। সবাই যেন সুস্থ থেকে সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করতে পারে। সকলের মঙ্গল কামনা করলাম আল্লাহ তালার কাছে।

হারিয়ে যাওয়া ব্যাগটি একটি মেট্রো কম্পিউটারে ফিরে এসেছে

কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ ১০.০৪.২০২৪ তারিখে প্রায় ১১.০৫ টায়, কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে নিযুক্ত একজন অন-ডিউটি আরপিএফ কর্মীরা নিয়মিত টহল চালানোর সময় একটি ডিএন মেট্রো ট্রেনের ভিতরে পড়ে থাকা একটি দাবিহীন ব্যাগ উদ্ধার করে এবং এই স্টেশনের স্টেশন সুপারিনটেনডেন্টের অফিসে জমা দেয়। পরে ব্যাগ খুলে তাতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া যায়। প্রায় ১১.৩০ টার কিছু পরে, একজন যাত্রী কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে আসেন এবং উদ্ধার হওয়া ব্যাগ এবং এতে থাকা জিনিসগুলির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই - বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণ করার পরে, অন্যান্য সমস্ত জিনিস সহ ব্যাগটি তাঁর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। তিনি মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন যে তাকে অন্যান্য সমস্ত জিনিসের সাথে হারিয়ে যাওয়া ব্যাগটি ফিরে পেতে সহায়তা করার জন্য।

বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাকে হাতিয়ার করে শিল্পাঞ্চলের ভোটের লড়াই

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১১ এপ্রিল ঃ ভোট আসে ভোট যায়। রাজ্যে নতুন শিল্পের দেখা নেই। বন্ধ হয়ে গিয়েছে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি বেসরকারি শিল্প কারখানা। সেইসঙ্গে বন্ধ হয়েছে শিল্পশহরের ৩টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা। মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে ডিএসপি, ডিটিপিএস সম্প্রসারণে জবরদখল উচ্ছেদের নোটিশ। আর এই জবরদখল উচ্ছেদ ও বন্ধ কারখানাকে হাতিয়ার করে শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে ভোট যুদ্ধে নেমেছে বাম, বিজেপি ও তৃণমূল। গত ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে দুর্গাপুরে একটি আসনে বিজেপি ও আর একটিতে তৃণমূল জয়ী হয়েছে। ২০০৯ সাল ও তার আগে বর্ধমান- দুর্গাপুর আসনটি বামেদের দখলে ছিল। ২০০৯ সালে লোকসভায় এই আসনে জয়ী হয়েছিল বামপ্রার্থী সাইদুল হক। তারপর গত ২০১৭ সালে দুর্গাপুর পুরভোটে মানুষ ভোট দিতে পারেনি বলে অভিযোগ। সেকারণে শাসকদল তৃণমূলের ওপর ক্ষোভে ফুঁসছে সাধারণ মানুষ। যার প্রতিফলন হয় ২০১৯ সালে লোকসভায়। ওইবছর বিজেপি প্রার্থী সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া শিল্পশহরবাসীর পূর্ণ সমর্থন পেয়ে জয়ী হন। এবারেও নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারলে বিজেপির জয়ের সম্ভাবনাও প্রবল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আবার হারানো জমি ফিরে পেতে মরিয়া বামেরা। দুর্গাপুরের শিল্প বাঁচানোকে হাতিয়ার করে পুরোদমে প্রচারে নেমেছে বামফ্রন্ট প্রার্থী সুকৃতি ঘোষাল। সিটু নেতা পঙ্কজ রায় সরকার বলেন, শ্রমিক আন্দোলনের জন্য কারখানা বন্ধ হয় না। এমএএমসি বন্ধ হয়েছে বিজেপির আমলে। তখন প্রয়াত অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী। আর তার শরিক ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তখন বিজেপি, তৃণমূল কেউই রাজনীতির দায়িত্ব পালন করেনি। কর্মহীন হয়েছেন প্রায় ৩০ হাজারের বেশী মানুষ। দুর্গাপুর বাঁচাতে আবারও হারানো আসন দখলে মরিয়া তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ। দলের গোষ্ঠীকোন্দলের মাঝেও পুরোদমে প্রচারে ঝাপিয়ে পড়েছেন তিনি। তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ অবশ্য বলেন, দুর্গাপুরে বন্ধ কারখানা পুনরুজ্জীবনে কেন্দ্র সরকার তেমন কোন উদ্যোগই নেয়নি। বন্ধ কারখানাকে হাতিয়ার করেই প্রচারে নেমেছি। মানুষ এবারে বিজেপিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। সব মিলিয়ে শিল্পাঞ্চলে বন্ধ কারখানার ইস্যু নিয়ে সরগরম লোকসভার রাজনৈতিক লড়াই।

শিলিগুড়িতে পালিত হলো খুশির ঈদ, ঐক্য সম্প্রীতি বজায় রাখার আবেদন মেয়র গৌতম দেবের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল ঃ সমগ্র দেশের সাথে শহর শিলিগুড়িতে পালিত হল খুশির ঈদ। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে খুশির ঈদ পালিত হয়। ঘড়ির কাঁটা যখন সকাল ন'টা, ঠিক তখন নামাজ পড়েন মুসলিম সম্প্রদায় মানুষেরা। ছোট থেকে বড় সকলেই এই খুশির ঈদে শামিল হয়। এদিন শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম উপস্থিত হয়ে নামাজে সামিল হয় শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। পরবর্তী তিনি জানান ধর্মমত নির্বিশেষে সকলকে সম্প্রীতি বজায় রাখার আবেদন জানান। অন্যদিকে জামা মসজিদের ইমাম, খুশির ঈদে সকলকে শামিল হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি ধর্মমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্য সম্প্রতি বজায় রাখার আবেদন জানান। অন্যদিকে, ঈদ উৎসব পালন হল জটেশ্বরেও। বৃহস্পতিবার ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর ঈদগাহ ময়দানে সকাল থেকেই ভিড় জমান মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষরা। নতুন পোশাকে, আতর লাগিয়ে, চোখে সুরমা পরে তাঁরা হাজির হন নমাজ পড়তে। মৌলবী ও ইমামদের নমাজ পাঠের পর ছোট থেকে বড় সকলেই একে অপরকে আলিঙ্গন করেন। প্রত্যেক বছরের মতো ঈদগাহ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিলেন জটেশ্বরের বিশিষ্ট সমাজ সেবী সমরেশ পাল, মানিক সেন, শ্যামল কর, অনুপ দে, উজ্জ্বল সাহা প্রমুখ। তারা ঈদগাহ ময়দানে উপস্থিত মৌলবীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এদিন জটেশ্বর ঈদগাহের ময়দানের ছোট মেলাও বসে।

রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের রায়গঞ্জ বিধানসভার মোহনবাটি সবুজ সংঘের দেব মন্দিরে পূজা দিয়ে প্রচার শুরু করলেন বিজেপি প্রার্থী কার্তিক চন্দ্র পাল।

বাংলার জন্য কেরোসিনের বরাদ্দ বাড়ল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের ধাক্কায় বাংলার জন্য কেরোসিনের বরাদ্দ বা।ল। যদিও এই তেল তোলা যাবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। চলতি এপ্রিল মাসের জন্য কেন্দ্র সরকার রাজ্যকে ৫৮,৬৬৮ কিলোলিটার কেরোসিন বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। বৃহস্পতিবার খাদ্য ও সরবরাহ দফতর সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে। তবে এর জন্য শর্তও থাকছে। এই ৫৮,৬৬৮ কিলোলিটার কেরোসিন পুরো বরাদ্দ এপ্রিলের মধ্যেই রাজ্যকে তুলে নিতে হবে। এমাসের ১০ দিন পেরিয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। তাই বাকি সময়ের মধ্যে বরাদ্দের পুরোটা তোলা নিয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে রাজ্যের খাদ্য দফতর বাংলায় মাসে ঠিক কতটা কেরোসিনের প্রয়োজন তা পেট্রোলিয়াম মন্ত্রককে জানিয়েছিল। সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্র যে পরিমাণ কেরোসিন বরাদ্দ করেছে, রাজ্যের তরফে তার মাত্র ৪০ শতাংশের মতো চাওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় বাংলাকে বাড়তি কেরোসিন দিয়েছে কেন্দ্র। বাংলায় রেশন গ্রাহকদের জন্য কেরোসিন বরাদ্দের পরিমাণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আইনি লড়াই চলছে। কলকাতা হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ থাকায় অন্য রাজ্যগুলির বরাদ্দ কেন্দ্র গত কয়েক বছর যাবৎ প্রচুর পরিমাণে কমালেও বাংলার ক্ষেত্রে তা করতে পারেনি। কিন্তু গত জানুয়ারিতে কলকাতা হাইকোর্ট এই সংক্রান্ত মামলার চূড়ান্ত রায় দেওয়ার পর, বরাদ্দ কমিয়ে মাসে মাত্র সাড়ে ৭ হাজার কিলোলিটারের মতো করে দেওয়া হয়। বাংলার জন্য কেরোসিন বণ্টন সংক্রান্ত নীতি তৈরি সহ কেন্দ্রীয় সরকারকে পর্যাপ্ত বরাদ্দ করতে বলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে। সেই নীতি ছাড়াই কেন্দ্র বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে ফের মামলা হয়। ২৭ মার্চ কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয় যে, নীতি তৈরি না-হওয়া পর্যন্ত রাজ্য সরকার যে পরিমাণ কেরোসিনের প্রয়োজন আছে বলে জানাবে, তার ভিত্তিতেই বরাদ্দ করতে হবে কেন্দ্রকে। রাজ্য এবার অনেক কম পরিমাণ চাহিদার কথা জানালেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রক রাজ্যের আগের সাধারণ বরাদ্দই দিয়েছে এমাসে। ৩ মাসের জন্য রাজ্যের সাধারণ বরাদ্দ ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কিলোলিটার। এটা প্রতিমাসে ৫৮,৬৬৮ কিলোলিটার হয়। এদিকে কেরোসিনের দামবৃদ্ধির ফলে রেশন গ্রাহকদের চাহিদা কমে গেছে বলে মনে করে ডিলার সংগঠন। এই পরিস্থিতিতে বরাদ্দ কেরোসিন তোলা খুবই কঠিন বলে মনে করছেন রাজ্যের কেরোসিন ডিলাররা।

ইটের স্তূপে চাপা পড়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের, আহত এক

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১১ এপ্রিল ঃ ইটের স্তূপে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল ঠিকা শ্রমিকের, ঘটনায় গুরুতর আহত এক। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে নদীয়ার নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত আনন্দবাস শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম, সুবল বাগ (৫১)। ঘটনায় গুরুতর আহত কল্যাণ বাগ (৩২) নামক ওই শ্রমিককে ভর্তি করা হয় শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল। দুজনেরই বাড়ি নদীয়ার কোতোয়ালি থানার নতুন পাড়া এলাকায়। জানা যায়, সম্পর্কে দুজন আত্মীয় বা ভাই । পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নদীয়ার নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত আনন্দবাস শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় পলাশ নামক একটি ইটভাটা রয়েছে। যার মালিক তৃণমূলের নদীয়া জেলা পরিষদের এক সদস্য পলাশ ঘোষের, প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার সকালে কোতোয়ালি থানার নতুন পাড়া এলাকা থেকে শ্রমিকদের সর্দার সুবল বাগের নেতৃত্বে অন্যান্য শ্রমিকরা ওই ইটভাটায় কাজে এসেছিলেন। সকাল প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ ইট সরাতে গিয়ে পাশে থাকা একটি ইটের গার্ডওয়াল ধসে পড়ে। ইটের গার্ডোয়াল ধসতে দেখে অন্যান্য শ্রমিকরা সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পারলেও, ইটের স্তূপের নিচে চাপা পড়ে যায় মৃত ঠিকা শ্রমিক সুবল বাগ ও তার আত্মীয় কল্যাণ বাগ। বেশ কিছুক্ষণ পর অন্যান্য শ্রমিকদের তৎপরতায় সুবল বাগ ও কল্যাণ বাগকে উদ্ধার করলেও ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ঠিকা শ্রমিকদের সর্দার সুবল বাগের। গুরুতর জখম কল্যাণ বাগকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওই ইট ভাটায় কর্মরত অন্যান্য শ্রমিকরা ক্ষোভে ফুঁসতে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান নবদ্বীপের বিজেপির এক স্থানীয় নেতা সহ অন্যান্য কর্মীরা। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নবদ্বীপ থানার আরক্ষা আধিকারিক জলেশ্বর তেওয়ারির বিশাল পুলিশ বাহিনী। স্থানীয় বিজেপি নেতার উপস্থিতিতে

দেহ রেখে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায় ভাটার শ্রমিকরা। শ্রমিকদের দাবি দেড় কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে মালিককে। ভাতার মালিক পলাশ ঘোষ জানান, এত টাকা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি দশ লাখ টাকা দিতে পারেন। এরপর বিক্ষোভকারী শ্রমিকরা দেড় কোটি থেকে আশি লাখ, পরবর্তীতে ১২ লাখ টাকা দাবি করলে, পলাশবাবু তাদের দাবি মেনে নেন। শেষমেষ দুপুর প্রায় বারোটা নাগাদ মৃত সুবল বাগের দেহটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। অপরদিকে ঘটনার বিষয়ে মৃত সুবল বাগের সঙ্গী এক শ্রমিক বিফল মাঝি জানান, এদিন সকালে আমরা সাত আটজন শ্রমিক মিলে ইট সরবার কাজ করছিলাম। সেই সময় একটি ইটের গার্ডওয়াল হঠাৎই হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে। এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে আমরা যে যার মত দৌড়ে পালিয়ে যাই। সুবল বাগ এবং তার ভাই কল্যান বাগ ইটের স্তূপে চাপা পড়ে যায়। পরে কোনও ক্রমে ওই দুজনকে উদ্ধার করলেও সুবল বাগের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। যদিও এই ঘটনায় ইটভাটার মালিক পলাশ ঘোষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি দুপুরে মৃত ওই শ্রমিকের দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। সামগ্রিক ঘটনায় এলাকায় নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া।

আসানসোলে প্রার্থী ঘোষণা হতেই গোঁসা পবন সিংয়ের, মোদীর ছবি সরালেন, লড়বেন বিহারে

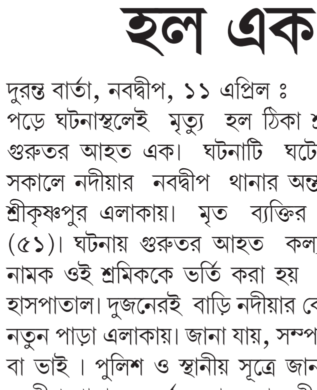

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ১১ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনে প্রথম দফার প্রার্থী তালিকাতেই ছিল বড় চমক। বাংলার প্রার্থী তালিকায় জায়গা পেয়েছিলেন ভোজপুরী তারকা পবন সিং। তাঁকে আসানসোল আসন থেকে দাঁড় করানো হয়েছিল। যদিও পরে তিনি সরে দাঁড়ান। অবশেষে বুধবার সেই আসন থেকে প্রার্থী ঘোষণা করল বিজেপি। প্রার্থী করা হল সুরিন্দর সিংহ আলুওয়ালিয়াকে। বিজেপির এই প্রার্থী ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, ভোজপুরী গায়ক পবন সিং তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি সরিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে পবন জানিয়েছেন, লোকসভা ভোটে বিহারের কারাকাট কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হবেন তিনি। এক মাস আগে আসানসোলকে 'না' বলা পবন হিন্দিতে এক্সে লিখেছেন, ''মাতা গুরুতারা ভূমেরু। মানে হল, মা এই ভূমির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এবং আমি মাকে কথা দিয়েছিলাম এ বার নির্বাচনে লড়ব। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি বিহারের কারাকাট থেকে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। জয় মা দেবী।'' বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ কারাকাট আসনটি ছেড়েছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাষ্ট্রীয় লোকমোর্চার প্রধান উপেন্দ্র কুশওয়াহাকে। অন্যদিকে, আরজেডি-কংগ্রেস- বামেদের মহাগঠবন্ধনের তরফে সেখানে প্রার্থী দিয়েছে সিপিআইএমএল (লিবারেশন)। এই পরিস্থিতিতে পবন কারাকাটে নির্দল প্রার্থী হিসাবে লড়তে পারেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। গত ২ মার্চ বিজেপির তরফে দিল্লি থেকে আসানসোলের প্রার্থী হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। তার পরেই তার বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছিল তৃণমূল। দলের তরফে মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অভিযোগের সুরে লিখেছেন, ''ভোজপুরীতে প্রকাশিত পবনের বিভিন্ন গান এবং ভিডিয়োতে বাংলার মহিলাদের প্রতি অশালীনতা প্রকাশ পেয়েছে।'' আসানসোলের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ তথা রাজ্যের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এক্সে পবনের বিতর্কিত গানের ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন। এর পর দিনই ভোজপুরী সিনেমার 'পাওয়ার স্টার' আসানসোলে ভোটে দাঁড়াতে অস্বীকার এক্সে বার্তা দেন। তার সপ্তাহ দেড়েক পরে অন্য একটি এক্স পোস্টে পবন লিখেছিলেন, ''আমি বিহার থেকে ভোটে লড়ব।'' বুধবার মোদীর ছবি সরিয়ে সে কথা আবার জানালেন তিনি।

বালুরঘাট শহর পরিক্রমা বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী কমঃ জয়দেব সিদ্ধান্তের

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট , ১১ এপ্রিল ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচন ২০২৪ কে সামনে রেখে বালুরঘাট লোকসভা আসনের বামফ্রন্টের মনোনীত আর এস পি প্রার্থী কমঃ জয়দেব সিদ্ধান্ত বালুরঘাট শহর পরিক্রমা করে আপামর জনসাধারণের সাথে দেখা করে নির্বাচনী প্রচার কর্মসূচী করার পাশাপাশি আগামী ২৬ এপ্রিল কোদাল বেলচা চিহ্নে তাকে ভোট দিয়ে জয় যুক্ত করবার জন্য আহ্বান করলেন। আজকে বালুরঘাট লোকসভা আসনের বামফ্রন্টের মনোনীত আর এস পি প্রার্থী কমঃ জয়দেব সিদ্ধান্তের নির্বাচনী প্রচার কর্মসূচীকে সামনে রেখে বালুরঘাট শহর পরিক্রমাটি সাহেব কাছারির হাটখোলা থেকে শুরু হয়। প্রচার কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্টের আহ্বায়ক নন্দলাল হাজরা, আর এস পি নেত্রী সুচেতা বিশ্বাস, আরএসপি নেতা বিমলেন্দু সরকার সহ অন্যান্য বাম নেতৃত্ব এবং সাধারণ কর্মীগণ।

প্রচারে মিঠুনকে নামিয়ে বাজিমাত করতে চাইছে পদ্ম শিবির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে এবার ভোট প্রচারে নামছেন মিঠুন চক্রবর্তী। লোকসভা ভোট প্রচার এবার উত্তরবঙ্গ দিয়ে শুরু করছেন তিনি। আগামী রবিবার, ১৪ এপ্রিল থেকে শুরু করে টানা তিন দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে মহাগুরু। বিজেপি সূত্রের খবর, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে পথযাত্রা এবং সভা করবেন মিঠুন। করবেন সাংগঠনিক বৈঠকও। '২৪-এর ভোটকে পাখির চোখ করেছে পদ্ম শিবিরে। গত লোকসভা ভোটে উত্তরে ভাল ফল করেছিল বিজেপি। এবারও উত্তরবঙ্গে নিজেদের রাজনৈতিক জমি ধরে রাখতে এখন মরিয়া, গেরুয়া শিবির। প্রথম দফায় আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে ভোট। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গে ভোট প্রচারে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বৈশাখী উপলক্ষ্যে সেজেছে গুরুদুয়ারা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল ঃ উৎসবের ভরা মরশুম , পরপর রয়েছে বাসন্তী পুজো, বাঙ্গালীদের বর্ষবরণ, রামনবমী, শনিবার বৈশাখী। শিখ সম্প্রদায়ের কাছে এই বৈশাখী উৎসব গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎসব। প্রতি বছর ঘটা করে এই বৈশাখী উৎসব পালন করে থাকেন তাঁরা। এবারও চলছে সেই উৎসবকে ঘিরে প্রস্তুতি। আগামী ১৩ এপ্রিল বৈশাখী উৎসব সাজিয়ে তোলা হয়েছে গুরুদুয়ারা, আলোর রোশনাই দিয়ে সেজে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে একজন সেবাইত জানান, আগামী ১৩ এপ্রিল রয়েছে বৈশাখী। বৈশাখী উপলক্ষ্যে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গুরুদুয়ার। এই বিশেষ দিনে প্রচুর ভক্ত আসবেন, সারাদিন ধরে উৎসব অনুষ্ঠান পালন করা হবে।

শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ এপ্রিল ঃ বুধবার রাতে ময়নাগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় শিলাবৃষ্টিতে কয়েকশো বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যাঙ্কান্দি ও বাগজান এলাকায়। এছাড়াও খাগড়াবাড়ি ২ নাম্বার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও ক্ষতি হয়েছে। ব্যাঙ্কান্দি ও বাগজান এলাকায় কয়েকশো বাড়ির টিনের চাল ও অ্যাসবেসটাস ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও কৃষি ক্ষেত্রেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। শসা, বরবটি, কুমড়ো এবং লঙ্কা চাষে ক্ষতি বেশি। ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিলিমা রায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন। পরে ময়নাগুড়ির বিডিও অফিস থেকে ব্লক প্রশাসনের দল ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে।

নোটিশ

আমার মক্কেল গণেশ বাগরিয়া, এস / ও বনোয়ারী লাল বাগরিয়া, ২৩, শ্রী মণিবাগান লেন, সালকিয়া, হাওড়া - ৭১১১০৬-এ বসবাসকারী A.D.S.R.-এর অফিসে ২০১১ সালের জন্য নিবন্ধিত দলিল নং ২৮৬৯ হারিয়েছেন। শিয়ালদহ এবং ০২.০৪.২০২৪ তারিখে জিডি এন্ট্রি নং ১৬০ এর মাধ্যমে গোলাবাড়ি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও দায়ের করেছেন। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন সমর্থনকারী দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই এই তারিখ থেকে পাক্ষিকের মধ্যে অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি কোনটি মওকুফ করা হবে বলে গণ্য করা হবে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

সঙ্গীতা পলি
উকিল
ফোন নং. ৮৫৮৫৮৫৫০৮৭

নোটিশ

আমার ক্লায়েন্ট প্রশান্ত মন্ডল এস / ও দক্ষিণেশ্বর মন্ডল, চাকডোলা, বাহাদুরপুর, পিন - ৭১৩৩৬২-এ বসবাসকারী, A.D.S.R এর অফিসে ২০০৫ সালের জন্য নিবন্ধিত দলিল নং ০২৬৭০ হারিয়েছেন। রানিগঞ্জ এবং ০৫.০৪.২০২৪ তারিখে জিডি এন্ট্রি নং ১৯১ এর মাধ্যমে কেন্দা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও দায়ের করেছেন। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন সমর্থনকারী দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই এই তারিখ থেকে পাক্ষিকের মধ্যে অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি কোনটি মওকুফ করা হবে বলে গণ্য করা হবে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

সঙ্গীতা পলি
উকিল
ফোন নং. ৮৫৮৫৮৫৫০৮৭

লামডিং ডিভিশনে নির্মাণ কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/৫৩ অফ ২০২৪, তারিখ ০৮-০৪-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **ক্রম নং.-০১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** সিনিয়র ডিইএন-I V / লামডিং -এর এখতিয়ারের অধীনে ল্যাংচোলিয়েট-ফুরকাটিং সেকশনে আরসিসি বক্স নির্মাণের মাধ্যমে বিআর. নং. ২০৬ (২ X ০.৪৬মি) ইডব্লিউপি, বিআর. ২৭৫ (১ X ১.২০মি) এইচপি, বিআর. ২৮৯এ (২ X০.৪৬মি) ইডব্লিউপি, বিআর. ৩২২ (১ X ০.৯১মি) আর্চ & এইচপি, বিআর. ৩২৩ (১ X ০.৯১মি) আরসিসি স্ল্যাব, বিআর. ১৯৭ (১ X ১.৮৩মি) আর্চ, বিআর. ৩০৪ (২ X ০.৪৬মি) ইডব্লিউপি & বিআর. ২৮৯ (২ X ০.৪৬মি) এইচপি, বিআর. ২৯৫ (২ X ০.৪৬মি) ইডব্লিউপি, বিআর. ৩০০ (২ X ০.৪৬মি) এইচপি & বিআর. ২৯৭ (২ X ০.৪৬মি) এইচপি -এর বিদ্যমান ক্ষতিগ্রস্ত মাটির পাইপ পুনর্নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য:** ₹.১১,৫৮,৬১,২১২.৭৪; **বায়না মূল্য:** ₹. ৭,২৯,৩০০/-; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **০২-০৫-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায় এবং খোলা **০৩-০৫-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার জংশনে নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এপি-ইএল-টিআরডি-০৬-২৩-২৪-আরটি১, তারিখ: ০৯-০৪-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং.:** এপি-ইএল-টিআরডি-০৬-২৩-২৪-আরটি১; **কাজের নাম:** আলিপুরদুয়ার জং. ডিভিশনে - ২ বছরের জন্য (৭৩০ দিন) ধূপগুড়ি, নিউআলিপুরদুয়ার এবং গোসাইগাঁও হাট ওএইচই কাম পিএসআই ডিপোর এক্তিয়ারে নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এবং আউটসোর্সিং কর্মীদের দিয়ে ব্রেকডাউন ঠিক করা। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডারের মূল্য:** ₹ ২,০৮,৩৩,৭২৮.৩২; **বায়না মূল্য :** ₹ ২,৫৪,২০০/-; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা ৩০-০৪-২০২৪** তারিখে **১৫:৩০** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট. (টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

দুর্ঘটনা ঢাকায়, সদরঘাটে লঞ্চের দড়ি ছিঁড়ে হত ৫

ঢাকা, ১১ এপ্রিল ঃ ইদের দিনেই মর্মান্তিক ঘটনা। বাংলাদেশের রাজধানী শহরের সদরঘাটে লঞ্চের দড়ি ছিঁড়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত পাঁচজনের। মৃতদের মধ্যে একই পরিবারের তিনজন আছেন। এক দম্পতির সঙ্গে মারা গিয়েছেন তাঁদের শিশুকন্যাও। বৃহস্পতিবার, ইদের দিন, দুপুর ৩টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী এবং পুলিশ সহ একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এমভি তাশরিফ-৪ এবং এমভি পূবালী-১ নামে দুটি লঞ্চ দড়ি দিয়ে পল্টুনে বাঁধা ছিল। লঞ্চ দুটির মাঝখান দিয়ে ফারহান নামের আরেকটি লঞ্চ ঢোকানো হচ্ছিল। সেই সময় এমভি তাসরিফ-৪ লঞ্চের দড়ি ছিঁড়ে যায়। পাঁচ জন যাত্রী লঞ্চে ওঠার সময় গুরুতর আহত হন। পরে তাঁদের মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে মধ্যে একজন মহিলা, তিনজন পুরুষ এবং একজন শিশু। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন বলে জানান বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালক মো. জয়নাল আবেদিন।

ক্যান্সার আক্রান্তদের জন্যই চুল দান করল এক ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর , ১১ এপ্রিল ঃ মা বাবার কাছে শুনেছি ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষদের চুল পড়ে যায়। সেই জন্যে আমি ভাবলাম আমার তো বড় বড় চুল আছে যদি কিছুটা কেটে তাদের সাহায্য করতে পারি এমনই কথা শোনা গেল সোনারপুরের বাসিন্দা ষষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্রীর গলায়। ক্যান্সার আক্রান্তদের চুল না থাকলে তাদের মন খারাপ হয়ে যায় এই ভাবনা থেকেই ক্যান্সার আক্রান্তদের জন্য নিজের চুল দান করলেন সোনারপুরের বাসিন্দা ষষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্রী অস্মিতা দাস। আরও ছোট অবস্থায় চোখের সামনে জেঠুর মাথায় চুল না থাকা দেখে বহুবার প্রশ্ন করেছিলেন কেন চুল নেই। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে বছর দুয়েক আগে মারা যান জ্যাঠু । বাবা ও মায়ের কাছে ছোট অস্মিতা শুনেছিল ক্যান্সার হলে মাথার চুল সব পড়ে যায়। অস্মিতার মা সুমিতা দাস জানান ছোটবেলা থেকেই অস্মিতার চুল বড় । বারবার কাটার কথা বলা হলেও সে রাজী হচ্ছিল না। বাবা ও মায়ের কাছ থেকে ক্যান্সার আক্রান্তদের চুল দান করার বিষয়টি জানতে পারার পর সে চুল দান করতে চায় । যদিও সেই সময় খুব একটা বড় ছিল না অস্মিতার চুল। চুল আরও খানিকটা বড় হতেই তা কেটে ফেলে অস্মিতা । তারপর সেই চুল কুরিয়ার করে হেয়ার ডোনেশান ওয়েস্টবেঙ্গলের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছে অস্মিতা । তার আশা তার এই চুল ক্যান্সার আক্রান্তের কাজে লাগবে। অস্মিতার মা সুমিতা দেবী সাংবাদিককে জানান ওর এত বড় বড় চুল হয়ে গিয়ে ছিল চুল কাটতে চাইছিল না। শেষে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের কথা তাকে শোনাই সে চুল কাটতে রাজি হয়। প্রায় দু তিন বছর পর অস্মিতা চুল কেটে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের দান করল।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দেখা করতে মুখিয়ে আছি, এক্স-এ জানালেন ইলন মাস্ক

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ অবশেষে ভারতে আসতে চলেছে মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক। তাঁর হাত ধরেই এবার ভারতে আসতে চলেছে টেসলা। বুধবার নিজের এক্স (পূর্বতন টুইটার) হ্যান্ডলে মাস্ক লিখেছেন, ''ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। মাস্কের এই ঘোষণার পরেই জল্পনা তৈরি হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই কি ভারতের মাটিতে বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করবেন তিনি? গত মাসেই নতুন বৈদ্যুতিক গাড়ির নীতি ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প মন্ত্রক। সেই নীতিতে বলা হয়েছে, কোনও সংস্থা বিদেশ থেকে বৈদ্যুতিক গাড়ি আমদানি করলে শুল্কে আপাতত ছাড় পাবে। তবে তিন বছরের মধ্যে এ দেশে ন্যূনতম ৫০ কোটি ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৪১৫০ কোটি টাকা) লগ্নিতে কারখানা গড়া-সহ একগুচ্ছ শর্ত মানতে হবে।

এখন এ দেশে এমন গাড়ি আমদানি করলে ৭০-১০০ শতাংশ শুল্ক বসে। নয়া নীতিতে পাঁচ বছরের জন্য তা কমে হবে ১৫ শতাংশ। তবে কম শুল্কে ৩৫,০০০ ডলার বা তার বেশি দামি (গাড়ির দাম, বিমা, পরিবহণ খরচ ধরে) গাড়ি বছরে সর্বাধিক ৮০০০টি আনা যাবে (মোট ৪০,০০০টি)। সংস্থাটিকে লগ্নির পাশাপাশি পাঁচ বছরের মধ্যে এ দেশে কারখানায় উৎপাদন চালু করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মহল বলছে, মাস্ক এই সুবিধাই চেয়েছিলেন। এ বার কেন্দ্র-টেসলার জট খুলতে পারে। কেন্দ্র বৈদ্যুতিক গাড়ি আমদানিতে শুল্ক ছাড় দেওয়ার আগে মাস্কের কাছ থেকে লগ্নির প্রতিশ্রুতি চাইছিল। অন্য দিকে মাস্ক বলেছিলেন, আমদানিতে শুল্ক ছাড় দেওয়ার পাশাপাশি টেসলার গাড়ি বিক্রি এবং পরিষেবা দেওয়ার অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তার পণ্য তৈরি করবে না। তিনি এ-ও বলেছিলেন যে, আমদানিতে শুল্ক যে কোনও বড় দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি ভারতেই। মাস্ক-মোদী সাক্ষাতের পরেই কি আসতে চলেছে সুখবর? সেই দিকেই থাকবে নজর।

চিনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা দ্রুত মেটানো দরকার, মার্কিন পত্রিকার সাক্ষাৎকারে বার্তা মোদির

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ চিনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। কূটনৈতিক ও সামরিক স্তরে আলোচনার মাধ্যমে সীমান্তে শান্তি ফেরাতে হবে। লোকসভা নির্বাচনের আগে একটি মার্কিন সংবাদসংস্থাকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে এই কথাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর কথায়, ভারত-চিন সীমান্তে শান্তি বজায় রাখা গোটা বিশ্বের জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাক্ষাৎকারে মোদী বলেন, ''ভারতের কাছে চিনের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি অর্থবহ এবং গুরুত্বপূর্ণ। আমার বিশ্বাস, আমাদের সীমান্তের সুদীর্ঘ পরিস্থিতির দ্রুত মীমাংসা করা উচিত। সে ক্ষেত্রে আমাদের দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে যে অস্বাভাবিকতা রয়েছে, তাকে আমরা পিছনে সরিয়ে দিতে পারব। ভারত-চিন সম্পর্ককে গোটা বিশ্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলেও অভিহিত করেন প্রধানমন্ত্রী।২০২০ সালে গালওয়ান উপত্যকায় দু'দেশের সেনার মধ্যে সংঘর্ষ হওয়ার পর পূর্ব লাদাখের বেশ কিছু এলাকায় ভারতের অংশে ঢুকে পড়ার অভিযোগ ওঠে চিনের বিরুদ্ধে। তার পর কূটনৈতিক এবং সামরিক স্তরে একাধিক বৈঠকের পরেও স্থায়ী কোনও ঐকমত্যে আসতে পারেনি দিল্লি এবং বেজিং। আপাতত দুই দেশই সীমান্তে 'শান্তি এবং স্থিতাবস্থা' বজায় রেখেছে। এই প্রসঙ্গে মোদী বলেন, ''আমার আশা এবং বিশ্বাস, কূটনৈতিক এবং সামরিক স্তরে ইতিবাচক ও গঠনমূলক বোঝাপড়ার মাধ্যমে আমাদের সীমান্তে শান্তি এবং স্থিতাবস্থা ফিরে আসবে। রামমন্দিরের উদ্বোধন নিয়ে মোদী

ওই সাক্ষাৎকারে জানান, প্রভু রামের জীবন দেশের সভ্যতার মূল্যবোধ এবং ধারণার প্রতীক। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার প্রশ্নে মোদী আরও এক বার সন্ত্রাসবাদ নিয়ে বার্তা দেন ইসলামাবাদকে। জানান, ভারত সর্বদা শান্তি এবং সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশের পক্ষে। তবে ইমরান খানের গ্রেফতারি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিনি। জানিয়েছেন বিষয়টি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কাশ্মীরে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ নিয়ে মোদী প্রশ্নকর্তাকে বলেন, ''জম্মু ও কাশ্মীরে কী কী ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে, তা স্বচক্ষে দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি কিংবা অন্য কেউ কী বলল, তা শোনার প্রয়োজন নেই।

অস্ত্রের অভাবে ক্ষোভ উগরে দিলেন জেলেনস্কি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ রাশিয়ার লাগাতার হামলার মুখে কোণঠাসা ইউক্রেন আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট অস্ত্র ও গোলাবারুদের অভাবে অসহায় বোধ করছে। বিশেষ করে দেশের পূর্বাঞ্চলীয় খারকিভ শহরে রাশিয়ার আক্রমণ বেড়ে চলেছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি নিজে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে সেখানে গেছেন। জার্মানির বিল্ড ও অন্যান্য কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট পশ্চিমা জগতের পক্ষ থেকে যথেষ্ট সামরিক সহায়তার অভাব সম্পর্কে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তিনি বলেন, সহযোগী দেশগুলোর কাছে এমন কিছু অস্ত্র আছে, যা ইউক্রেনের অস্তিত্বের খাতিরে এখনই প্রয়োজন। কেন সেই অস্ত্র ইউক্রেনের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে না, তা তিনি বুঝতে পারছেন ন। বিশেষ করে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ও গোলাবারুদের অভাব সম্পর্কে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।এ প্রসঙ্গে জার্মানির কাছ থেকে দূরপাল্লার টাউরুস ক্ষেপণাস্ত্র পাওয়ার আশা প্রকাশ করেন জেলেনস্কি। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ বারবার সেই সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। জার্মানির স্প্রিঙ্গার মিডিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কি বলেন, সম্ভবত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের হুমকির কারণেই জার্মান চ্যান্সেলর শলৎজ সে দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র ইউক্রেনকে দিতে ভয় পাচ্ছেন। জেলেনস্কি মার্কিন কংগ্রেসে আটকে থাকা বিশাল অঙ্কের সামরিক সহায়তা প্যাকেজ দ্রুত অনুমোদনেরও আশা ছাড়ছেন না। তিনি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইউক্রেন সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যা তিনি গ্রহণও করেছেন। তবে এখনো সেই সফরের কোনো দিনক্ষণ স্থির করা হয়নি। জেলেনস্কি অবশ্য ট্রাম্পের শান্তি প্রস্তাব সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। পশ্চিমা জগতের কাছ থেকে আধুনিক অস্ত্র পেলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়াকে পরাজিত করার বিষয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস দেখাচ্ছেন। রাশিয়ার হাত থেকে অধিকৃত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করতে জেলেনস্কি আবার এক সামরিক অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করছেন। যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় বিরোধী রিপাবলিকান পার্টির উদ্দেশে সংসদের নিম্নকক্ষে ইউক্রেনের জন্য সহায়তার প্রস্তাব দ্রুত অনুমোদনের অনুরোধ জানিয়েছেন। সোমবার তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে নৈশভোজ করেন। 'ব্যক্তিগত' সেই সাক্ষাতের সময় তিনি ন্যাটোর ভবিষ্যৎ ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন বলে জানিয়েছেন। রিপাবলিকান পার্টির অন্য কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলোচনা করলেও সংসদের নিম্নকক্ষের স্পিকার মাইক জনসনের সঙ্গে তিনি কথা বলার সুযোগ পাননি। ডেভিড ক্যামেরন বলেন, আমেরিকার বন্ধু হিসেবে তিনি সে দেশের স্বার্থেই ইউক্রেনের জন্য সহায়তার আরজি জানাচ্ছেন। তাঁর মতে, পশ্চিমা জগৎ তাদের সহযোগীদের কতটা সহায়তা করছে, এই মুহূর্তে তা তেহরান, পিয়ংইয়ং ও বেইজিংয়ের মতো শহরে সবাই পর্যবেক্ষণ করছে। এই বেআইনি ও অপ্ররোচিত হামলা মোকাবিলা করতে ইউক্রেনকে যথেষ্ট সহায়তা দেওয়া হচ্ছে কি না, সেদিকে অন্যদেরও নজর থাকবে।

ঈদের সকালে ভক্তদের জন্য সুখবর, নতুন ছবির ঘোষণা সলমন খানের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ ঈদে বলিউড রিলিজ মানেই সলমন খান। কিন্তু, এবার ঈদে ভাইজানের কোনও ছবি মুক্তি পায়নি। তবে, ভক্তদের নিরাশ করলেন না সলমন খান। ঈদের সকালে দিলেন দারুণ সুখবর। নতুন ছবির ঘোষণা করলেন সোশ্যাল মিডিয়ায় । ২০২৫ সালের ঈদে সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা প্রযোজিত সিনেমা সিকান্দার-এ দেখা যাবে ভাইজানকে। ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি শেয়ার করে সুখবর দিলেন সলমন ।গজনি-র মতো সুপারহিট ছবির পরিচালক এ আর মুরুগাদোস সিকান্দার ছবির পরিচালনা করছেন।

সিনেমার নাম ঘোষণা করে সলমন লেখেন, এই ঈদে বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ এবং ময়দান দেখুন এবং পরের ঈদে এসে সিকান্দর দেখবেন। সবাইকে ইদের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন সলমন। অর্থাৎ ২০২৫-এর ঈদে সিকান্দার হিসেবে দেখা যাবে সলমনকে ।

সম্প্রতি, একটি সাক্ষাৎকারে এ আর মুরুগাদোস ছবি প্রসঙ্গে বলেন, হাই-অকটেন অ্যাকশন সিকোয়েন্সের পাশাপাশি, সিনেমাটি ইমোশনে ভরপুর এবং একটি শক্তিশালী সামাজিক বার্তাও দেবে। প্যান-ইন্ডিয়ার ছবি হবে। দর্শকরা এই ছবিতে নতুন সলমনকে দেখতে পাবেন দর্শকরা। তিনি আরও জানান, সলমন এবং আমি পাঁচ বছর আগে এই প্রোজেক্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু, নানা কারণে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে ব্রিজ তৈরি করার অভিযোগে কাজ বন্ধ করে দিল গ্রামবাসীর

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১১ এপ্রিল ঃ নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে ব্রিজ তৈরি করার অভিযোগে কাজ বন্ধ করে দিল গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর দুই ব্লকের হামিরপুর ও দেপাল এলাকায়। ঘটনাস্থলে রাজ্যের কারামন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক অখিল গিরি এসে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সহযোগিতায় প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকা ব্যায় করে হামিরপুর এলাকায় তৈরি করা হচ্ছে এই কংক্রিটের ব্রিজ। এই কাজের অনুমোদন পায় মেকিং টোস বার লিমিটেড এই কাজের অনুমোদন পায় কিন্তু স্থানীয় মানুষের অভিযোগ এই ব্রিজের কাজ করার জন্য নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা এই কাজ বন্ধ করে দেয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ এই ব্রিজের পিলার এবং পেস্টিং এর ক্ষেত্রে সাধারণত লোকাল বালি ব্যবহার করা হচ্ছে যা পরবর্তীকালে ব্রিজের গুণগতমান নিম্নমানের এবং পরবর্তীকালে যেকোনো সময় বিপদ হতে পারে বলে এমনটাই আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা। সেই সঙ্গে তাদের আরও অভিযোগ এই ঢালাই এর ক্ষেত্রে যে চিপস ব্যবহার করা হচ্ছে তাও নিম্নমানের।

এদিন সকালে গ্রামবাসীরা দেখেন সাধারণত নিম্নমানের বালি দিয়ে এবং তার সঙ্গে কিছু ভেজাল বালি দিয়ে ব্রিজের কাজ হচ্ছে তখনই গ্রামবাসীরা জানতে পেরে সেই কাজ বন্ধ করে দেন। এই সংস্থার কর্মী সনৎ কুমার মন্ডল বলেন তাদের কাজের ক্ষেত্রে কিছু ভুল ত্রুটি রয়েছে যা তারা শিকার করে নিয়েছেন।

সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি জিনিসের যাতে গুণগত মান ঠিক থাকেন তা পরবর্তী করে তারা জানাবেন বলে জানিয়েছেন। স্থানীয় তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি অনুপ মাইতি বলেন গ্রামবাসীদের অভিযোগ পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে আছি এবং দেখি সত্তিকারের নিম্নমানের কাজ হচ্ছে তখনই আমরা এই কাজটি বন্ধ করি পরবর্তীকালে এলাকার বিধায়ক মন্ত্রী আসেন এবং তার সামনে পুনরায় কাজ শুরু করার আশ্বাস দেওয়া হয়। অপরদিকে বিজেপির রামনগর দুই ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মাধবেন্দ্র সাউ বলেন আমরা স্থানীয় গ্রাম-বাসী হিসেবে যখন এই জিনিসটি জানতে পারি তখনই স্থানীয় রামনগর দুই ব্লকের ব্লক আধিকারিক কে আমরা ঘটনাটি জানাই যদি বা ব্লক আধিকারিক বলেন এই ব্যাপারটি তার জানা নেই তবে আমরা রাজনীতির উর্ধে উঠে যেহেতু নিম্নমানের কাজ হচ্ছে তাই সামগ্রীভাবে এই কাজের প্রতিবাদ জানিয়েছি।

তাদের আরও দাবি যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ব্রিজ নির্মাণের ক্ষেত্রে সঠিক গুণগত মান যদি বজায় না রেখে কাজ করা হয় তাহলে আমরা পরবর্তীকালে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো

পবিত্র ঈদ উৎসব, কাঞ্চনজংগা ক্রীড়াঙ্গনে কয়েকশো মানুষ একসঙ্গে নামাজ পড়লেন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল ঃ আজ পবিত্র ঈদ উৎসব, সম্প্রীতির উৎসব মিলনের উৎসব। গোটা পৃথিবীজুড়ে পালিত হচ্ছে পবিত্র ঈদ উৎসব।

প্রতিবছরের মত এই বছরের শিলিগুড়িতে পালিত হলো পবিত্র ঈদ উৎসব। এদিন সকালে বিভিন্ন মসজিদে নামাজ পড়া হয়। প্রতি বছরের মতো এই বছরেও শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে কয়েকশ মানুষ একসাথে নামাজ পড়েন। এদিন সকাল নটা নাগাদ কয়েকশো মানুষ একসঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে নামাজ পড়েন। উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব। নামাজ পড়া হয়ে গেলে মেয়র গৌতম দেব সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান। এছাড়া উপস্থিত সকলে পরস্পরকে ঈদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। শিলিগুড়ির বিভিন্ন মসজিদে এদিন সকাল থেকেই নামাজ পড়বার জন্য মানুষের ভীড়।

ডঃ রেড্ডিস ভারতে সফল লঞ্চের পর ইউরোপে ড্রাগ-ফ্রি মাইগ্রেন ম্যানেজমেন্ট ডিভাইস নেরিভিও লঞ্চ করেছে

দুরন্ত বার্তা ঃ ডাঃ রেড্ডিস ল্যাবরেটরিস লিমিটেড (BSE: 500124, NSE: DRREDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY; অতঃপর ডাঃ রেড্ডিস হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), একটি গ্লোবাল ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, তার স্টেপ-ডাউন সাবসিডিয়ারি বিটাফার্মের মাধ্যমে জার্মানিতে ড্রাগ-ফ্রি নন ইনভেসিভ মাইগ্রেন ম্যানেজমেন্ট পরিধানযোগ্য ডিভাইস নেরিভিও চালু করার ঘোষণা করেছে। লঞ্চটি ইউরোপে ডিজিটাল থেরাপিউটিকসে কোম্পানির প্রবেশকে চিহ্নিত করে। নেরিভিও ইউনাইটেড স্টেটস ফুড অ্যান্ড ড্রাগস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দ্বারা অনুমোদিত এবং ইউরোপে সিই -মার্ক প্রত্যয়িত। নেরিভিও ২০২৩ সালে বার্লিনে জার্মান অ্যাসোসিয়েশন অফ নিউরোলজি দ্বারা আয়োজিত কংগ্রেসে এবং স্পেনের বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত ১৭ তম ইউরোপীয়ন হেডেক কংগ্রেসে ডাঃ রেড্ডিস উপস্থাপন করেছিলেন। ডাঃ রেড্ডিস ১৭ এপ্রিল, ২০২৪-এ দক্ষিণ আফ্রিকার নিউরোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের অ্যানুয়াল কংগ্রেসের সময় গিজেল স্কুল অফ মেডিসিন ডার্টমাউথ এর নিউরোলজির অধ্যাপক এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট নিউ ইংল্যান্ড ইনস্টিটিউট ফর নিউরোলজি এন্ড হেডেক, ডঃ স্টুয়ার্ট টেপারের উপস্থিতিতে নেরিভিও উপস্থাপন ও লঞ্চ করবেন। ২০২৪ সালের মে মাসে, জার্মানির বার্লিনে ইন্টারন্যাশনাল হেডেক সোসাইটি ২০২৪ মিটিংয়ে নেরিভিও উপস্থাপন করা হবে। পরবর্তী মাসগুলিতে, ডাঃ রেড্ডিস স্পেন এবং যুক্তরাজ্যে নেরিভিও লঞ্চ করবে।গত বছর, ডাঃ রেড্ডিস থেরানিকা, একটি নির্ধারিত ডিজিটাল থেরাপিউটিক কোম্পানি যা মাইগ্রেন এবং অন্যান্য ব্যথার অবস্থার জন্য উন্নত নিউরোমডুলেশন ডিভাইস তৈরি করছে, তার সাথে একাধিক বাজারে নেরিভিওর বিপণন ও বিতরণের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ এগ্রিমেন্টে প্রবেশ করেছে। মাইগ্রেন একটি বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ, প্রতি মাসে ১৫ বা তার বেশি দিনে প্রায় ৩০ প্রাপ্তবয়স্কদের প্রভাবিত করে, জনসংখ্যার১ ১.৭ থেকে ৪ প্রভাবিত করে। বিশ্বব্যাপী মাইগ্রেনের প্রাদুর্ভাবের বর্তমান সর্বোত্তম অনুমান হল ১৪-১৫, এবং বোঝার পরিপ্রেক্ষিতে, মাইগ্রেন বিশ্বব্যাপী অসুস্থ স্বাস্থ্যের ৪.৯ এর জন্য দায়ী, বছরের পর বছর ধরে অক্ষমতার২ সাথে বেঁচে থাকার পরিমাণ। মাইগ্রেনের মহিলাদের উপর অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে বলে জানা যায়।

জার্মানিতে প্রায় ৮ থেকে ১০ মিলিয়ন মানুষ আক্রান্ত, ১৪.৮ মহিলা এবং ৬.০ পুরুষ৩। ভারতে, ভারতে ২১৩ মিলিয়ন মাইগ্রেনে আক্রান্তদের মধ্যে প্রায় ৬০ মহিলা৪। ডঃ রেড্ডিস ২০২৩ সালে ভারতে নেরিভিও লঞ্চ করেছে। ভারতে, নেরিভিও এম-ফ্রি নামক ডাঃ রেড্ডিসের অনন্য রোগী সহায়তা প্রোগ্রাম দ্বারা সমর্থিত। প্রোগ্রামটি একটি ব্যাপক সহায়তা ব্যবস্থা যা রোগীদের যাত্রাকে উন্নত এবং প্রবাহিত করে। এম-ফ্রিতে রোগীদের অনবোর্ডিং এবং কাউন্সেলিং, ডিভাইস ডেমোনস্ট্রেশন, ডোরস্টেপ ডেলিভারি, নমনীয় পেমেন্ট অপশন, ইনফোরমেটিভ কনটেন্ট এবং ডেডিকেটেড কাস্টমার কেয়ারের মতো পরিষেবাগুলি অন্তর্ভুক্ত করে যাতে রোগীদের ডিভাইস থেকে সর্বাধিক সুবিধা পেতে সহায়তা করা যায়।

লাইফস্টাইল পরিবর্তন মাইগ্রেনের ভালো ব্যবস্থাপনার জন্য একটি মূল সুপারিশ। এম-ফ্রি প্রোগ্রাম ওষুধ ছাড়াই মাইগ্রেন ম্যানেজমেন্টের জন্য সার্টিফাইড এক্সপার্টদের সাথে নিউট্রিশনিস্ট কন্সালটেশনস, যোগ এবং মেডিটেশনের মতো পরিষেবা অফার করে। এম.ভি. রমনা, চিফ এক্সেকিউটিভে অফিসার, ব্র্যান্ডেড মার্কেটস (ভারত এবং উদীয়মান বাজার), ডঃ রেড্ডি'স বলেছেন, আমরা আমাদের ক্লিনিক্যালি-প্রমাণিত ডিজিটাল থেরাপিউটিক প্রোডাক্ট, নেরিভিও, আমাদের লক্ষ্যযুক্ত বাজারের রোগীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে উত্তেজিত। মহিলাদের স্বাস্থ্য উদ্বেগ হিসাবে মাইগ্রেন সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে, ড্রাগ বা প্রযুক্তি ছাড়াই উপশম খুঁজে পাওয়া, সন্তান জন্মদানের বছরগুলিতে মাইগ্রেন পরিচালনা করা এবং মাথাব্যথা থেকে মাইগ্রেনকে আলাদা করার জন্য, আমরা নেরিভিওর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে উত্তেজিত। এটি ইতিমধ্যেই ভারতে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে, অনেক বিশেষজ্ঞরা এটির সুপারিশ করে এবং মাইগ্রেনের রোগীদের জন্য ত্রাণ নিয়ে আসে। আমরা বিশ্বাস করি যে এই প্রোডাক্টটি মাইগ্রেনের রোগীদের মধ্যে একটি সত্যিকারের অপূরণীয় ক্লিনিকাল চাহিদা পূরণ করে, এবং মাইগ্রেনে পিলের বোঝা কমানোর সম্ভাবনা রাখে। আমরা এই বাজারগুলি থেকে রোগী এবং এইচসিপি প্রতিক্রিয়া পাওয়ার জন্য উন্মুখ।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অভিজাত খেলোয়াড়রা উল্লেখযোগ্য প্রদর্শন করেছেন

মালিগাঁও, ১১ এপ্রিল ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) আন্তর্জাতিক মানের উৎকৃষ্ট ক্রীড়াবিদ তৈরি করতে ক্রীড়া অনুষ্ঠানগুলির প্রচার ও উৎসাহিত করার জন্য এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠছে। এনএফআর-এরঅধীনে নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (এনএফআরএসএ) পরিচালনা করা হয়, যা এনএফআর-এ ক্রীড়ার জন্য জোনাল লেবেলের একটি সংগঠন। এনএফআরএসএ-এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো আমাদের খেলোয়াড়দের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পদক জয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে রেলওয়ের দ্বারা প্রদান করা বিশ্বমানের ক্রীড়া পরিকাঠামো ও সুবিধাগুলি ব্যবহার করে তাঁদের সম্ভাবনাকে সর্বাধিক বিকশিত করে তোলা।

বর্তমানে এনএফআর-এ বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অলিম্পিক, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, কমনওয়েল্থ গেমস, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ, এশিয়া কাপ ইত্যাদিতে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা আন্তর্জাতিক ও জাতীয়স্তরের একগুচ্ছ খেলোয়াড় রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সাঁতার, হেপ্টাথ্লন, সাইক্লিং, ওয়েটলিফ্টিং ও অ্যাথলেটিক্সের মতো বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠানগুলিতে এই জোনের জন্য খেলোড়াররা উল্লেখযোগ্য প্রদর্শন ও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ২০২৩ সালে মিস স্বপ্না বর্মনের মতো অভিজাত খেলোয়াড় ব্যাংককে আয়োজিত এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে হেপ্টাথ্লনে সিলভার মেডেল অর্জন করেছেন, মালয়েশিয়ায় আয়োজিত এশিয়ান ট্র্যাক সাইক্লিং চ্যাম্পিয়নশিপে সাইক্লিঙে সিলভার মেডেল অর্জন করেছেন শ্রী এল. রোনাল্ডো সিং, থাইল্যান্ডে আয়োজিত এশিয়া কাপে ট্র্যাক টিম সাইক্লিঙে সিলভার মেডেল অর্জন করেছেন শ্রী মনজিত কুমার, চীনে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি গেমসে ২০০ মিটার রেসে শ্রী অম্লান বরগোঁহাই ব্রোঞ্জ মেডেল অর্জন করেছেন এবং মিস বিন্দিয়ারাণী দেবী অরুণাচল প্রদেশে আয়োজিত আইডব্লিউএলএফ সিনিয়র উইমেন ন্যাশনাল ওয়েটলিফ্টিং চ্যাম্পিয়নশিপে ৫৫ কেজি ক্যাটাগরিতে গোল্ড মেডেল অর্জনের পাশাপাশি কোরিয়ায় আয়োজিত এশিয়ান ওয়েটলিফ্টিং চ্যাম্পিয়নশিপে সিলভার মেডেল অর্জন করেন। সম্প্রতি থাইল্যান্ডের ফুকেটে ২৮ মার্চ থেকে ১১ এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত আয়োজিত আইডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড কাপে ৫৫ কেজি ক্যাটাগরিতে তিনি ব্রোঞ্জ মেডেল লাভ করেন।

আন্তর্জাতিক মানের আরও ক্রীড়াবিদ তৈরি করার লক্ষ্যে ক্রীড়া অনুষ্ঠানগুলির প্রচারের জন্য এনএফআরএসএ-এর অধীনে ১২টি স্পোর্টস অ্যাকাডেমি রয়েছে। অ্যাথলেটিক্স, আর্চারি, অ্যাকুয়াটিক্স, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, বক্সিং, ক্রিকেট, ফুটবল, লন টেনিস, আত্মরক্ষার জন্য মার্শাল আর্টস, উষু ও কুংফু, টেবিল টেনিস ও ভলিবলের মতো ক্রীড়া ইভেন্টগুলির ৪৭ জন কোচের নির্দেশনার অধীনে প্রচার ও সুবিধা প্রদান করা হয়, যেখানে প্রায় ২০০০ জন সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অ্যাথলেটিক্সের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ক্রিকেট স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো পুনর্বিকশিত করা হচ্ছে এবং খুব শীঘ্রই পাঁচটি নতুন সেন্টার উইকেট স্থাপন করা হবে এবং উপযুক্ত ফ্লাডলাইডের ব্যবস্থাও করা হবে।

এছাড়াও, উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থার সাথে ০২ অ্যাস্ট্রো টার্ফ উইকেট সহ একটি ক্রিকেট ইন্ডোর হল নির্মাণের কাজ অগ্রগতির পর্যায়ে রয়েছে। ০২টি বাস্কেটবল কোর্ট, ১৮০০ আসন ব্যবস্থা সহ মাল্টিপার্পোজ এসি ইন্ডোর হল, ০৪টি কোর্ট সহ ব্যাডমিন্টন হল, ০৬টি বোর্ড সহ টেবিল টেনিস হল, ড্রেসিং রুম সহ ফুটবল স্টেডিয়াম, আন্তর্জাতিক সুবিধা সহ বক্সিং রিং, সুইমিং পুল, ওয়েটলিফ্টিং ও পাওয়ার লিফ্টিং রুম, আর্চারি এরিনা, ০২টি ভলিবল কোর্ট, জিমনাসিয়াম হল, আমিনগাঁওয়ে ৯টি হোল সহ গল্ফ কোর্স, ০৩টি সিনথেটিক কোর্ট ও ০১টি ইন্ডোর কোর্ট এবং স্পোর্টস হোস্টেল ও ফিজিওথেরাপি রুমের মতো সুবিধা আপগ্রেড করা হয়েছে। ক্রীড়া প্রশিক্ষণের জন্য সাধারণ মানুষও এই সুবিধাগুলির সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

প্রচারে বেরিয়ে মন্দির, মসজিদ ধর্মস্থানে মাথা ঠেকান সব রাজনৈতিক দল, অভ্যাসগত হয়নি, বামেদের কতটা বাড়তি সুবিধা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১১ এপ্রিল ঃ প্রচারে বের হয়ে ধর্মস্থানে মাথা ঠেকানো চল বহু দিনের। ডান পন্থী দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস ও বিজেপি এই রেওয়াজ ভাঙেনি। বীরভূম লোকসভার বিজেপি প্রার্থী আই পি এস দেবাশীষ ধর আগে তারাপীঠে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেছেন। বৃহস্পতিবার সিউড়ির পাথরচাপুড়িতে দাতা বাবার মাজারে চাদর চড়ালেন। প্রার্থনা করলেন ঈদের পবিত্র দিনে। মাজারের সিন্নি গ্রহণ করলেন। তারপর দিনভর প্রচার। বার্তা আমি সব ধর্মের। এই লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শতাব্দী রায় বা বোলপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী অসিত মাল একইভাবে সেটাই করেছেন। কিন্তু বোলপুর লোকসভার বাম প্রার্থী শ্যামলী প্রধান সে পথে হাঁটেন নি। রাজনীতিতে এই ঐশ্বরিক অনুগত্য সব দলই কমবেশি দেখিয়েছে। কেউ বলেন ভক্তি, অন্যের ধর্ম বিশ্বাসে সম্মান প্রদর্শন, সম্প্রীতির বার্তা, জন সংযোগ। ভোট বড়োবালাই। ভোট এলে এগুলো বাড়ে। ভোট পেরোলে এই উপশম অনেকটাই কমে। শিয়রে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন। এই অতিভক্তি বাড়তি সুবিধা দেবে ডান পন্থী দলকে? বামফ্রন্ট কী এই ধর্মীয় ছুতমার্গ এখনও বজায় রাখতে চায়? স্বাভাবিক ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বাম দলের বর্ষীয়ান নেতা রামচন্দ্র ডোম। এদিন তিনি বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে আমি মনে করি এতে মানুষ প্রভাবিত হবেন না। ধর্ম বিশ্বাস ব্যক্তিগত। তাকে বামফ্রন্ট সম্মান করে। কিন্তু রাজনীতিতে ধর্ম নিরপেক্ষতা বজায় রাখে বামফ্রন্ট। কখনও দেখবেন না, ভোটের প্রচারের আগে কোনো ধর্মীয় স্থানে কোনো বাম প্রার্থী মাথা ঠেকান। এটা সংসদীয় গণতন্ত্রে বেমানান। এবং পাশাপাশি, ধর্মকে অমর্যাদার সামিল। আমরা জনতা জনার্দনের কাছে যাই। তাঁদের আশীর্বাদ নিতে। সংসদে তাঁদের দাবি দাওয়ার কথা তুলতে। এখানে ভোটের মুখে লোক দেখানো কাজ মানুষের আবেককে ব্যবহার করার কৌশল। তৃণমূল কংগ্রেসের অসিত মাল বলেন, আমরা সব ধর্মকে সম্মান করি। কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রসিদ বলেন, আমরা সব ধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করি। ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের স্ট্যান্ড। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি আমরা করি না। সিপিএমের শ্যামলী প্রধান বলেন, আমাদের আন্দোলন মানুষের দাবি ও অধিকার অর্জনের লড়াই। ধর্ম নিয়ে ব্যবসা আমরা করি না। যাইহোক শিয়রে ভোট। ভোট বড়ো বালাই। তাই ডানপন্থী ঘরানার রাজনীতে মন্দির মসজিদ নিয়ে দড়ি টানাটানি চলতে থাকবে। বামপন্থী তার সমালোচনা করবে। মাঝে মধ্যে ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটবে। যেমন, অতীতে সুভাষ চক্রবর্তী তারাপীঠে পুজো দিয়ে বা চাষার ব্যাটা রেজ্জাক মোল্লা হজে গিয়ে ঘটিয়েছেন। তেমনি তৃণমূল বিজেপির ধর্মীয় বাইনারি ভাঙতে দক্ষিণ কলকাতার বাম প্রার্থী সায়রা শাহ আলম মাঠে নেমেছেন। তৃণমূল নেত্রীর রোড শোর মতো অতটা না হলেও, ঈদের শুভেচ্ছায় প্রার্থী হিসেবে নিজের প্রচার করেছেন। আস্থা সমালোচনা না করে তৃণমূল কংগ্রেস তার সমালোচনা করার সুযোগ হাতছাড়া করে নি।

জলপাইগুড়িতে ঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়িতে ঝড় বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে আসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারন সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়ের সমর্থনে ধূপগুড়িতে সভা করবেন তিনি। জানা গেছে, বিকেলে আকাশপথে ধূপগুড়িতে পৌঁছাবেন। তার আগে দুপুরে ধূপগুড়ি বিধানসভার ঝুমুরে সভা শেষ করে ঝড় বিধ্বস্ত বার্নিশ এলাকায় আসবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, ধূপগুড়ির সভা শেষ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বার্নিশ গ্রামে আসবেন। বার্নিশ গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধানকে বলা হয়েছে, ঝড় বিধ্বস্ত এলাকার মানুষদের কোনও একটা জায়গায় নিয়ে আসতে। সেখানেই অভিষেক তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন। বিকেল চারটে থেকে ছ'টা পর্যন্ত অভিষেকের বার্নিশ সফরের জন্য অনুমতি নেওয়া হয়েছে। সভা শেষ করেই আমরা প্রার্থীকে নিয়ে বার্নিশে চলে আসব। কয়েক মিনিটের ঝড়ে তছনছ হয়ে গিয়েছে, জলপাইগুড়ির বেশ কয়েকটি এলাকা। ঘটনার পর জলপাইগুড়িতে নির্বাচনী প্রচারে এসে সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তৃণমূলের অভিযোগ, ঝড়- বিধ্বস্ত এলাকার মানুষরা আশা করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী। তবে তেমনটাই হয়নি। মোদী ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা না করেই সভা করে ফিরে গিয়েছেন। এবার সেই ঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর আসছেন অভিষেকও। ঝড়- বিধ্বস্ত এলাকায় গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বললেন তিনি।

নীলের গাজনে মেতে মাতলো বীরভূম

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১১ এপ্রিল ঃ নীলের গাজনে মেতে উঠলো বীরভূম। প্রায় তিনদিন ধরে চলছে গাজন সন্ন্যাসীদের এই গাজন। নীল বাণ দেবতার বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে তাঁদের উপবাস। নীল সন্ন্যাসীরা মাথায় লাল পাগড়ির পরে শুভ্র হলুদ বা শ্বেত বস্ত্র পরে, হাতে ত্রিশুল নিয়ে বাদ্য সহকারে গাজন গানে মেতে ওঠেন। মূলত হর-পার্বতীর সংসারজীবনের কথা, শিবের কৃষিকাজ, গৌরীর শাখা-পলা পরার লোকায়ত গান গাওয়া হয়ে থাকে এই গাজনে। বীরভূমের নলহাটির আকালিপুরে শিবের গাজন উপলক্ষ্যে ভক্ত বা সন্ন্যাসীদের নাচ শুরু করেন নীল সন্ন্যাসীরা। পাড়ায় পাড়ায় বাদ্য সহকারে ঘুরে বেড়ান এই গাজন বা নীল সন্ন্যাসীরা। নীল ষষ্ঠীর আগের দিন হয় অধিবাস। সন্ন্যাসীরা ক্ষৌরকর্ম করে প্রথমদিন আতপ চালের ভাত খান। তারপর দুইদিন উপবাসে থাকেন। নিম বা বেল কাঠের ছোট তক্তা বা পাটা দিয়ে শায়িত শিবের মোটামুটি একটা আকৃতিতে নীল দেবতা গড়ে ওঠে। যাকে বলা হয় 'দেল'। তার উপরে আঁকা থাকে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম চিহ্ন। এই নীল পাট ঠাকুরের গায়ে তেল সিঁদুর পরিয়ে দেবতা বরণ হয়। সেই সঙ্গে চলে শিবের সহচরের সঙ্গে সঙের সহযাত্রীদের নিমন্ত্রণ শোভাযাত্রা। গাজন উপলক্ষ্যে অনেক জায়গাই পৃষ্ঠ দেশে ধাতব বাণ বিদ্ধ করা হয়। বীরভূমে সেটা হয় না। নীল অর্থাৎ নীলকণ্ঠ শিব এবং নীলধ্বজ রাজার কন্যা নীলাবতীর বিয়ে, গাজনে নীল সন্ন্যাসীদের বাড়ি বাড়ি লালু শালু দিয়ে নীলকে ঘোরানোর মধ্য দিয়ে বাঙালির উৎসব। গৃহস্থরা পুত্র সন্তানের মঙ্গল কামনায় তাঁদের প্রণাম করে, চাল, তেল, আলু, টাকা- পয়সা দান করে থাকেন। এয়োতীরা সারাদিন উপবাস করে নীলের পুজো করেন, আকন্দ, ধুতোরা ফুল, বেলপাতা, বস্ত্রখণ্ড আম, বেল, তিন রকম, ফল ও মিস্টি দিয়ে। রাত্রে ফলজল, লুচি, মিস্টি খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করেন তাঁরা। দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের সঙ্গে শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত বাণরাজাদের যুদ্ধ কাহিনীও জড়িয়ে আছে এই গাজনের সঙ্গে।

বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি, চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতে উপাচার্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ এপ্রিল ঃ রাজ্যের বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাবা সাহেব অম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি) বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গড়ল রাজ্য শিক্ষা দফতর। আর্থিক বেনিয়ম, নতুন কোর্স-সহ একাধিক বিষয়ে অস্বচ্ছতার অভিযোগে এই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য। এর জন্য প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ আশুতোষ ঘোষকে নিয়ে একটি এক সদস্যর তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্য শিক্ষা দফতরের তদন্ত কমিটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইতিমধ্যে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে বিএড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই ব্যাপারে বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, শীর্ষ আদালতের নির্দেশে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার পরেও কেন রাজ্যে তদন্ত কমিটি গড়ল সেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তাই রাজ্যের কমিটিকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। এর আগেও একাধিক বিএড কলেজের পরিকাঠামো ও ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এমনকী কিছু 'ভুয়ো' কলেজের নামও সামনে আসে। তারপরই রাজ্যের বিএড কলেজের পরিকাঠামোকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। সূত্রের খবর, যেসব কলেজের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল সেইসব কলেজকে সতর্ক করা হয়েছিল আগেই। কোনও কলেজের পরিকাঠামো নেই, কোনও কলেজে আবার পর্যাপ্ত শিক্ষক - শিক্ষিকা বা পড়ুয়া নেই। এমন নানা কারণে গত বছরের নভেম্বরে রাজ্যের ২৫৩ টি বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। তারপর রাজ্যের বিএড কলেজের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৭১ টি। মাস কয়েক আগে বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি জানিয়েছিল, কলেজ পরিচালনা করতে হবে এনসিটির ২০১৪ সালের নির্দেশিকা মেনে। যেসব কলেজ তা মানবে না, তাদের অনুমোদন বাতিল করা হবে। সেই মতোই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২৫৩ টি কলেজের অনুমোদন বাতিল করা হয় গত বছরের নভেম্বরে। বৃহস্পতিবার অধ্যাপক ডঃ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ১ লা এপ্রিল একটি চিঠিতে কলেজগুলিতে ঘর- বিষয়ক অনিয়ম ও অনুপস্থিতদের বিএড ডিগ্রি দেওয়ার মত কিছু অদ্ভুত অভিযোগ তুলে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানায়, উচ্চ শিক্ষা দফতর। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা ৬০১ টি কলেজের মধ্যে ৫৬৬ টি কলেজ সমস্ত নিয়ম মেনে অনুমোদন ও ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। অথচ রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতরও ভর্তির তারিখ বাড়ানোয় সম্মতি দিয়েছে। তারপর আচমকা এরকম চিঠি পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বিস্মিত।

বালুরঘাটে নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে ক্রিকেট খেললেন সুকান্ত মজুমদার

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১১ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুরে নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে খোশমেজাজে বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার। বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রচারে বেরিয়ে গ্রামের বাচ্চাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেললেন তিনি। বুধবার সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে প্রচারে এসে অমিত শাহ বলেছিলেন, 'সভায় এত লোক দেখেই বোঝা যাচ্ছে বিজেপি জিতে গেছে।' অমিত শাহের প্রশংসা পাওয়ার পরও থেমে থাকেন নি। এদিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছেন প্রচারে। ঘন্টার পর ঘন্টা ছুটে প্রচার করছেন তিনি। গ্রামের মহিলাদের সকলকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ১৬ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য। বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'ছোটদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলে ছোটবেলার স্মৃতি ফিরে এল। ক্রিকেটের ময়দান হোক বা রাজনীতির ময়দান ব্যাটসম্যান ভালো হলেই জয় নিশ্চিত।'

বাঁকুড়ায় সুসম্পন্ন হল সংস্কৃতি চক্র সম্মান প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১১ এপ্রিল ঃ বাঁকুড়া জেলায় সুসম্পন্ন হল সংস্কৃতি চক্র সম্মান প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এক সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অকালে প্রয়াত সাংবাদিক ও নাট্যব্যক্তিত্ব জয়ন্ত বরাট ও সঙ্গীত শিল্পী জয়দেব বরাট স্মৃতি সংস্কৃতি চক্র সম্মানে ভূষিত হলেন বর্ষীয়ান সঙ্গীত শিল্পী কৃষ্ণা আচার্য ও মরোনোত্তর সম্মান প্রদান করা হয় তবলাবাদক কেদার বন্দোপাধ্যায়কে। সম্প্রতি বাঁকুড়া বঙ্গবিদ্যালয় সভাগৃহে ভারতীয় সংস্কৃতি চক্র আয়োজিত অনুষ্ঠানে কৃষ্ণা আচার্যের হাতে স্মারক সম্মান তুলে দেন সংস্থার সভাপতি ডাঃ জীতেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। প্রয়াত তবলাবাদক কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র স্মারক ও মানপত্র গ্রহণ করেন। শক্তিমায়া সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বৃন্দাবন বরাটের পরিচালনায় সমবেত বেদমন্ত্র ও রবীন্দ্র সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বুধবারের এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র নৃত্য, গীতি আলেখ্য, ছড়ার গান ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। শ্রাবন্তী সেনের পরিচালনায় নৃত্য গীতি আলেখ্য দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। সংস্থার সহকারী সম্পাদক বুদ্ধদেব পাল জানান, সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলার লক্ষে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের সংস্থা বিগত কয়েক বছর ধরেই সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট জনদের সংস্কৃতি সম্মান প্রদান করে আসছে। সঞ্জয় গাঙ্গুলীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

ঈদ উপলক্ষ্যে তৃণমূলের জলছত্র অনুষ্ঠানে দিলীপ, সৌজন্যের রাজনীতি দেখলো বর্ধমান

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১১ এপ্রিল ঃ রাজনীতির ময়দানে দুটি দলের সম্পর্ক সাপে - নেউলে। কিন্তু ঈদের দিন তৃণমূল কর্মীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাদের সাথে মঞ্চ ভাগ করে নিলেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। এইরকমই দৃষ্টান্তমূলক রাজনৈতিক সৌজন্যতার দৃষ্টান্ত দেখল বর্ধমান। বৃহস্পতিবার ঈদ উপলক্ষ্যে তৃণমূলের জলছত্র ক্যাম্পে দিলীপ ঘোষ! এদিন ঈদ উপলক্ষ্যে বর্ধমানের তালিত দিঘির পাড়ের জলছত্র করে শুভেচ্ছা বিনিময়ের আয়োজন করেছিল বর্ধমান ১ নং ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন ১ নং ব্লক সভানেত্রী তথা বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান কাকলি তা গুপ্তা, যুব সভাপতি মানস ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতা কর্মীরা। ওই সময় পাশ দিয়েই যাচ্ছিল বর্ধমান - দুর্গাপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের কনভয়। তার কনভয় দেখতে পেয়ে মানস ভট্টাচার্য্য সহ তৃণমূলের অন্যান্য নেতা কর্মীরা তার কনভয় আটকান এবং তাকে হাতজোর করে আসার জন্য এবং জলপান অনুরোধ জানান। তাদের কথা ফেলতে পারেন নি বিজেপি প্রার্থী। তিনিও হাসি মুখে গাড়ি থেকে নেমে সরবত পান করে সোজা অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত হয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি। হঠা দিলীপ ঘোষকে ক্যাম্পে দেখতে পেয়ে অবাক তৃণমূল কর্মীরাও। এরপরেই দিলীপ মাইক্রোফন হাতে নিয়ে বলেন, সবারই মিলেমিশে খুশির ঈদ পালন করা উচিত। রাজনীতি তার জায়গায় থাকবে। কিন্তু সামাজিক অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আলাদ। সেটা যাতে বোঝা যায় সে ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। আপনারা দারুণ আয়োজন করেছেন। সবাইকে সরবত খাওয়াচ্ছেন। সেটা একটু বেশি মিষ্টি মনে হলো আজ। সবাই ভালো থাকুন। নির্বাচনে লড়ব আমরা যে যার ইস্যু নিয়ে। কিন্তু ইদ থেকে শুরু করে চড়ক - বাংলা নববর্ষ এবং রামনবমী সবাই মিলে পালন করে ভাতৃত্ব বজায় রাখব। সবাইকে এটাই আমার আহ্বান।' পাশাপাশি তিনি জানান, একদিকে ঈদ উৎসব পালন করা হচ্ছে। এবার আসছে চড়ক, বাংলা নববর্ষ ও রামনবমী। সবাইমিলে একসঙ্গে আনন্দ ভাগ উপভোগ করব । দিলীপ ঘোষের ভূমিকায় রীতিমতো খুশি তৃণমূল কর্মীরাও। এরপরেই তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু কর্মী দিলীপ ঘোষের সঙ্গে সেলফি তোলেন। কেউ কেউ কোলাকুলিও করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে জয়ধ্বনিও দেওয়া হয়। হাসিমুখে তৃণমূল কর্মীদের সাথে কথা বলতে বলতে নিজের গাড়িতে ওঠেন ও গন্তব্যস্থলের দিকে চলে যান।

লক্ষ্মীর ভান্ডারে লক্ষ্মী লাভ হওয়ায় লক্ষ্মীপুজোয় মাতলেন মহিলারা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১১ এপ্রিল ঃ অসময় লক্ষ্মীপুজোয় মাতলেন পূর্বস্থলী-১ ব্লকের অন্তর্গত শ্রীরামপুর পঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন এলাকার মহিলারা। ব্যাঙ্কের খাতায় অতিরিক্ত লক্ষ্মী লাভ, তাই লক্ষ্মীবারে ধুমধাম সহকারে লক্ষ্মী পুজোয় আয়োজন করেছেন মহিলারা। জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতন এপ্রিল মাস থেকে লক্ষ্মীভান্ডার প্রকল্পের বরাদ্দ পাঁচশো টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে এক হাজার টাকা। যারা এক হাজার টাকা পেতেন, তাদের তা বেড়ে বারোশো টাকা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো এপ্রিল মাসের প্রথমেই মহিলাদের ব্যাঙ্কের খাতায় অতিরিক্ত লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা ঢুকেছে। টাকা পাওয়ার খুশিতে বৃহস্পতিবার ধুমধাম সহকারে লক্ষ্মী পুজার আয়োজন করলেন শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের মহিলারা। লক্ষ্মীর ভান্ডার লেখা কাটাউটে সেজেছে ছোট্ট মন্ডপ, চারিদিকে লাগানো হয়েছে রঙবেরঙে টুনি লাইট। শুধু শ্রীরামপুরেই নয়, পূর্বস্থলী-১ ব্লকে ১১ টি গ্রামের ২৯ টি সংসদে একইভাবে লক্ষ্মীপুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে এদিন। সন্ধ্যেয় শ্রীরামপুর এলাকায় স্বয়ংভর গোষ্ঠীর মহিলাদের আয়োজিত লক্ষ্মী পূজোয় উপস্থিত হন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। উদ্যোক্তাদের তরফে সবিতা মজুমদার বলেন, লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা দ্বিগুন হবার আনন্দেই এলাকার মহিলারা লক্ষ্মী পুজোর আয়োজন করেছে। সেই লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা দিয়েই হচ্ছে পুজো। বেশীর ভাগ স্বয়ংভর গোষ্ঠীর মহিলাদের একত্রিত আর্থিক সাহায্যের ফলেই এই পুজোর আয়োজন। মন্ডপ থেকে লাইট, ফল থেকে লক্ষ্মী প্রতিমা সবই লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকায় হচ্ছে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প যে সার্থক হয়েছে, তা মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই লক্ষ্মী পূজোয় আয়োজনই প্রমাণ করে দিচ্ছে।

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের অ্যাকাউন্টে ২০ হাজার টাকা করে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করলো

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ এপ্রিল ঃ বিধি মেনে ব্যবস্থা। নির্বাচন কমিশন মুখ ঘুরিয়ে রাখলেও ঝড় দুর্গতরা যাতে পরিকাঠামো নির্মানের কাজ শুরু করতে পারেন তার জন্য জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ব্লকে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের অ্যাকাউন্টে ২০ হাজার টাকা করে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করলো বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর। কমিশনের ৯ এর এ নির্দেশিকা মেনেই এই টাকা পাঠানো হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। রাজ্য ক্ষতিগ্রস্তদের ঘর তৈরি করে দিতে চাইলেও কমিশন অনুমতি না দেওয়ায় একদিকে যখন ক্ষোভ ছড়িয়েছে। তখন প্রশাসনের উদ্যোগে কুড়ি হাজার টাকা করে পেলেও খুশি নন ক্ষতিগ্রস্তরা। তাদের দাবি ঘর তৈরির জন্য প্রয়োজন আরও কিছু টাকা। এই সামান্য টাকায় টিনের ছাউনি দেওয়া ঘরও তৈরি করা সম্ভব নয় বলে দাবি দুর্গতদের। ঠিক এই প্রশ্ন তুলেই গতকাল ঝড় দুর্গতদের ঘর তৈরি করে দেওয়ার অনুমতি চেয়ে না পেয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারন সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জানাগিয়েছে ময়নাগুড়ি ব্লকের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঝড়ে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ৬৩২ টি পরিবারের মধ্যে ৪৪০ জনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গেছে ২০ হাজার টাকা। যারা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা পাচ্ছেন ৫ হাজার টাকা।

শুধু পেঁয়াজের জন্য! দেশের ক্ষমতা হারালেন প্রেসিডেন্ট

দক্ষিণ কোরিয়া, ১১ এপ্রিল ঃ অবিশ্বাস্য,পেঁয়াজের দামের কারণেই নাকি মসনদ হারালেন দেশের প্রেসিডেন্ট। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। সেখানে এবারের নির্বাচনে ডিপিকে'র সঙ্গে জোট বেধেছিল ছোট ছোট কয়েকটি বিরোধী দল। ভোটারদের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব নিয়ে তার তেমন মাথাব্যথা নেই, এমন অভিযোগে কয়েক সপ্তাহ ধরে সমালোচনার মুখে ছিলেন প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওন। উদ্বেগ দূর করতে স্প্রিং ওনিয়ন-এর দাম এতটা রিজনেবল দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। ব্যস এরপরই তার মন্তব্যে ক্ষোভে ফেটে পড়েন নেটিজেনরা। তিনি বলেছিলেন, এক প্যাকেট বা এক আঁটি সবুজ পেঁয়াজের দাম ৮৭৫ ওন (দক্ষিণ কোরিয়ার মুদ্রা) হওয়াটা যুক্তিসঙ্গত। ৮৭৫ দক্ষিণ কোরিয়ান ওন বাংলাদেশি মুদ্রায় ৭১ টাকার মতো। সবুজ পেঁয়াজ নিয়ে বিক্ষোভে নামেন কৃষকরা। ডিপিকে'র নির্বাচনি সমাবেশেও পেঁয়াজকে প্রপস্ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তবে, দক্ষিণ কোরিয়ার সংসদীয় নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ইওনের দল হেরে যাওয়ার পেছনে দ্রব্যমূল্য একটি মাত্র কারণ। তালিকাটা আরও দীর্ঘ। ইউন নাগরিকদের কাছে বরাবরই অপ্রিয় বলা চলে জনপ্রিয় নন। দক্ষিণ কোরিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে অল্প, ০.৭ শতাংশ ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে প্রতি জনসমর্থন ৩০ থেকে ৪০ শতাংশের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

ভাদোহি আসন থেকে বিনোদ কুমার বিন্দকে টিকিট দিয়েছে বিজেপি

লখনউ, ১১ এপ্রিল ঃ ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বৃহস্পতিবার লোকসভা নির্বাচনের জন্য তাদের ১১-তম তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকায় উত্তর প্রদেশের ভাদোহি লোকসভা সংসদীয় আসন থেকে প্রার্থী ঘোষণা করা হযেছে। বিজেপির তরফে প্রকাশ করা প্রার্থীদের আরেকটি তালিকায় ভাদোহি আসন থেকে ডক্টর বিনোদ কুমার বিন্দকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। বিজেপি রমেশ বিন্দের টিকিট বাতিল করে বিনোদ কুমার বিন্দকে প্রার্থী করা হয়েছে। এর আগে, বিজেপি উত্তরপ্রদেশের ৭ টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল। মইনপুরী আসনে, যোগী সরকারের মন্ত্রী জয়বীর সিং ঠাকুরকে সমাজবাদী পার্টির সভাপতির স্ত্রী এবং সাংসদ ডিম্পল যাদবের বিরুদ্ধে প্রার্থী করা হয়েছে। জয়বীর সিং আসনটিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমাজবাদী পার্টি এবং বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা জোরদার হয়ে উঠেছে। উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের ৭১টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিজেপি। কায়সারগঞ্জ, রায়বেরেলি, দেওরিয়া এবং ফিরোজাবাদ আসনের জন্য এখনও প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি।

ঈদে নিজের আত্মীয়দের সঙ্গে নামাজ পড়লেন তৃণমূল প্রার্থী, গঙ্গার ভাঙ্গন সমস্যা নিয়ে লড়াইয়ের দাবি ভাঙন আক্রান্তদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ এপ্রিল ঃ ঈদে গ্রামের বাড়িতে নমাজ পড়লেন দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের ভূমিপুত্র শাহনাওয়াজ আলী রেহান। এবারের খুশির ঈদে নিজের গ্রামবাসীদের সঙ্গে সময় কাটানোয় খুব খুশি হামিদপুরের তোফি গ্রামবাসী। ভোট প্রচারের পাশাপাশি শুভেচ্ছা বার্তা ও আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে ঈদের দিনে গ্রামে ছুটে যায় তৃণমূলের এই প্রার্থী । গ্রামে মসজিদে নামাজ পড়ার পরে সে নিজের কাকা কাকি ও পিশিদের বাড়িও ঘুরে আসে। এদিন নামাজ পড়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করার পরে সোজা চলে যায় কাকা নজরুল ইসলাম, সফিকুল আলম ও পিশি রিয়াল বিবির বাড়ি। কাকা নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন ও দীর্ঘদিন বিদেশে থেকেছে। রাজনীতিতে এত বড় জায়গায় গিয়ে নিজের পরিবার ও গ্রামকে ভুলে যায়নি। এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে। আমরা ওকে এনআরসির পাশাপাশি গঙ্গার ভাঙ্গন নিয়ে সংসদে ঝড় তোলার জন্য জানিয়েছি। ঈদে নিজের ভাইপোকে কাছে পেয়ে আপ্লুত পিসি রিজিয়া বিবি। রিজিয়া জানান আমার ভাইপো খুব মাটির মানুষ। আমি বিশ্বাস করি ও আমাদের ভাঙন সমস্যাগুলি নিয়ে সংসদে ঝড় তুলবে। পাশাপাশি ও ভোটে জিতলেও তোফি গ্রামকে পরিবার পরিজনকে ভুলে যাবে না। তৃণমূল প্রার্থী শাহানেওয়াজ আলি রেহান জানিয়েছেন, আজ কোন ভোট চাওয়া নাই খুশির ঈদের দিনে আমি আমার নিজের গ্রাম আমার নিজের পরিবারের পাশে থাকতে চাই। তাই তোফিতে ছুটে এসেছি। এখানে আমার কাকা কাকি পিসি সকলে রয়েছে। এখানে আসলে গঙ্গার ভাঙ্গন ও মানুষের দুর্দশার কথা বুঝতে পারা যায়। এনআরসির পাশাপাশি গঙ্গার ভাঙ্গন সমস্যা নিয়ে ভোটে জিতলে এনআরসির পাশাপাশি গঙ্গার ভাঙ্গন সমস্যা নিয়ে আগামী দিনের সংসদে ঝড় তুলবো। তোফি সহ গোটা ভাঙ্গন এলাকার মানুষদের পাশে থাকবো এটুকু কথা দিচ্ছি । মালদা জেলার সবচেয়ে ছোট গ্রাম পঞ্চায়েত হামিদপুর। এই পঞ্চায়েতেরই একটি গ্রাম হল তোফি। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশির ভাগ অংশ গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। টিকে রয়েছে মাত্র কয়েকটি গ্রাম। গঙ্গার ভাঙ্গন গ্রামগুলির অর্থনৈতিক মেরুদন্ড কার্যত ভেঙে দিয়েছে। ফলে নানা সমস্যায় বিদীর্ণ এখানকার মানুষ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত তোফি সহ ভাঙন এলাকার মানুষজন রেহানকে প্রার্থী হিসেবে পেয়ে ভাঙ্গন ও চড়ের বিভিন্ন সমস্যাগুলি আগামী দিনে দূর হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

হরিয়ানার বাস দুর্ঘটনায় শিশুদের মৃত্যুতে শোক রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল ঃ ঈদের দিন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। হতাহতদের প্রতি পরম মমতা প্রকাশ করলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বৃহস্পতিবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, হরিয়ানার মহেন্দ্রগড় জেলায় স্কুল বাস দুর্ঘটনায় বহু নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যুর খবর হৃদয় বিদারক। ঈশ্বর শোকাহত পিতামাতা এবং পরিবারকে এই নির্মম ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দিন। আহত শিশুদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। প্রসঙ্গত, এদিন মহেন্দ্রগড়ের কানিনার উনহানি গ্রামের কাছে একটি স্কুল বাস উলটে যায়। এই দুর্ঘটনায় অন্ততপক্ষে ছয়জন শিশু মারা যায় এবং ১২ জনের বেশি শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ে স্কুল বাস দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে শোক জানিয়েছেন। তিনি এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ে যে বাস দুর্ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমার সমবেদনা সেই সমস্ত পরিবারের প্রতি যারা এই দুর্ঘটনায় তাঁদের সন্তানদের হারিয়েছেন। সেইসঙ্গে আমি আহত সকল শিশুর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সকালে হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ে একটি স্কুলবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেলে ৮ জন স্কুল পড়ুয়ার মত্যু হয় এবং ১৫ জন শিশু আহত হয়েছে। বাস চালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

সরকারি চাকরি দেওয়া হবে ঃ রাহুল

বিকানের, ১১ এপ্রিল ঃ কংগ্রেস সরকার গঠন করলে ৩০ লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়া হবে, বৃহস্পতিবার রাজস্থানের অনুপগড়ে আয়োজিত একটি নির্বাচনী জনসভা থেকে এই মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি এদিন আরও বলেন, কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে সরকার ও পিএসইউতে ঠিকাদারি ব্যবস্থা বন্ধ করা হবে। সেইসঙ্গে সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের স্থায়ী চাকরিও দেওয়া হবে। বিকানের লোকসভা আসন থেকে কংগ্রেস প্রার্থী গোবিন্দরাম মেঘওয়ালের সমর্থনে বৃহস্পতিবার রাজস্থানের অনুপগড়ে রাহুল একটি নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, আমাদের সরকার ক্ষমতায় এলে আমরা কৃষকদের জন্য ন্যূনতম সমর্থন মূল্যের আইন বাস্তবায়ন করব। নরেন্দ্র মোদী যদি শিল্পপতিদের ঋণ মকুফ করতে পারেন তাহলে কংগ্রেস কৃষকদের ঋণ মকুব করে একই কাজ করবে। রাহুল গান্ধী এদিন আরও বলেন যে মোদী যে অর্থ বিলিয়নিয়ারদের দিয়েছেন, নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরে আমরা তা দরিদ্র, অনগ্রসর শ্রেণী, আদিবাসী এবং দলিতদের দেব।

১ কোটির সোনা সহ ধৃত ৩

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল ঃ বিপুল পরিমাণ সোনার বিস্কুট ও লক্ষাধিক টাকা সহ তিন ব্যক্তিকে শিলিগুড়ির দুটি ভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করলেন কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দফতরের শিলিগুড়ি শাখার আধিকারিকরা। অভিযুক্তদের থেকে ১২টি সোনার বিস্কুট, সোনার টুকরো ও সোনার অলংকার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার মোট ওজন ১ কেজি ৪৪৩ গ্রাম। উদ্ধার হওয়া সোনার বাজার মূল্য ১ কোটি ২ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। একই সঙ্গে নগদ ৮১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকাও উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের নাম বিদুভূষণ রায়, তিনি কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ির বাসিন্দা। দিনেশ পারিখ ও মনোজকুমার সিনহা, তাঁরা কিশনগঞ্জের বাসিন্দা। অভিযোগ, সোনার বিস্কুটগুলি কোচবিহারের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত হয়ে এদেশে নিয়ে আসা হয়েছে। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

উপনির্বাচনেও বিশাল ব্যবধানে বিজেপি জয়লাভ করবেঃ অনুরাগ

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল ঃ হিমাচল প্রদেশে লোকসভার পাশাপাশি উপনির্বাচনেও বিশাল ব্যবধানে বিজেপি জয়লাভ করবে, এই মন্তব্য করেন কেঃদ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। তিনি বৃহস্পতিবার হিমাচল প্রদেশ সফরের তৃতীয় দিনে হামিরপুরের গান্ধী চকে একটি বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। সেখানেই তিনি একথা বলেন। তিনি এদিন আরও বলেন, রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়নি কারণ সেখানে এই দল একটি প্রতিশ্রুতিও পূরণ করেনি। দেশের মধ্যে মহিলাদের ওপর হিংসার ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে রাজস্থানে। ছত্তিশগড়ে শুধু মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যরাই সরকারি চাকরি পেতেন বলেও তিনি তোপ দাগেন।

টিম হোটেলে ঈদের খুশিতে মাতলেন ক্রিকেটাররা, কালীঘাটেও ছুটলেন রিঙ্কুরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ ধর্ম যার যার, উৎসব সবার.. কেকেআরের ক্রিকেটারদের দেখে এ কথাই হয়তো বলবেন নেটিজেনরা। আজ পবিত্র ইদ। আর সেই ঈদের উৎসবে সামিল হলেন কেকেআরের তারকা ক্রিকেটাররা। নাইট ক্যাপ্টেন শ্রেয়স আইয়ার, রিঙ্কু সিং, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, সাকিব হোসেনরা কেকেআরের অনুরাগীদের ইদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। রবিবার ইডেনে আইপিএলে কেকেআরের ম্যাচ। তার আগে ঈদের আবহে ছুটির মেজাজে রয়েছেন কেকেআরের ক্রিকেটাররা। টিম হোটেলে নাইটরা একদিকে ঈদের খুশিতে সামিল হলেন। অন্যদিকে রিঙ্কু

সিং, বরুণ চক্রবর্তীরা গেলেন কালীঘাটে পুজো দিতে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের টিম হোটেলে ঈদ উদযাপনে মেতেছেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ, সাকিব হোসেন, আল্লাহ গজনফররা। ইন্সটাগ্রামে কেকেআরের ক্রিকেটাররা তাঁদের অনুরাগীদের ঈদ ভালো কাটার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেই ভিডিয়ো বার্তা শেয়ার করে কেকেআর ক্যাপশনে লিখেছে, 'আমাদের পরিবার থেকে তোমাদের পরিবারকে জানাই ঈদ মুবারক।' কেকেআরের ইন্সটাগ্রামে অপর এক ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, রিঙ্কু সিং, অনুকূল রায়, ভেঙ্কটেশ আইয়ার ও বরুণ চক্রবর্তী আজ, বৃহস্পতিবার সকালে কালীঘাট মন্দিরে মায়ের পুজো দিয়েছেন। ওই ভিডিয়োর ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'মায়ের আশীর্বাদ যেন সর্বদা সঙ্গে থাকে, এই প্রার্থনা।' জয়ের হ্যাটট্রিকের পর চেন্নাইয়ের কাছে গত ম্যাচ হেরেছে কেকেআর। এ বার ঘরের মাঠে লখনউ সুপার জায়ান্টসকে রবিবার হারিয়ে জিততে চায় গৌতম গম্ভীরের টিম। এ বারের আইপিএলে সেই অর্থে রিঙ্কু সিংয়ের ব্যাটিং তান্ডব দেখা যাচ্ছে না। কারণ তিনি লোয়ার অর্ডারে নামছেন। বরুণ চক্রবর্তী ভালো বোলিং করছেন। কিন্তু ধারাবাহিকতা নেই। এ বার হয়তো কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে রিঙ্কু-বরুণরা দলের সাফল্যের পাশাপাশি নিজেদের সাফল্যও প্রার্থনা করেছেন।

গম্ভীরের সঙ্গে আলিঙ্গন নিয়ে মুখ খুললেন কিং কোহলি

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিলঃ এ বার গৌতমের সঙ্গে আলিঙ্গন নিয়ে প্রথম বার মুখ খুললেন বিরাট কোহলি। এক অনুষ্ঠানে গিয়ে বিরাট কোহলি জানান, তাঁর মনে হয় তাঁর ব্যবহারে দর্শকরা হতাশ হয়েছে। আসলে বিরাট ও গৌতম ২২ গজে মুখোমুখি হওয়া মানেই একটা গম্ভীর পরিস্থিতি হবে, আশা করেন ক্রিকেট প্রেমীরা। গত বারের আইপিএলে সেই দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। ঝামেলায় জড়িয়েছিলেন আরসিবির প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি ও লখনউ সুপার জায়ান্টসের মেন্টর গৌতম গম্ভীর। এ বার সেই ঝামেলায় ইতি হয়েছে। বিরাট বলেন, ''আমার ব্যবহারে মানুষজন হতাশ। আমি এর আগে নবীনকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। আর সেদিন তো গৌতি ভাই-ও আমাকে জড়িয়ে ধরল। ফলে আর মশলা নেই। তাই অনেকেই আমার উপর হতাশ হয়েছে।'' সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। ২০২৩ সালের আইপিএলে আফগান বোলার নবীন উল হক, যিনি লখনউ টিমের হয়ে খেলছিলেন, তাঁর সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়েছিলেন বিরাট। সেই সূত্র ধরেই গৌতমের সঙ্গেও ঝামেলা বাঁধে বিরাটের। অবশ্য গত বছরের ওডিআই বিশ্বকাপের সময় ভারত-আফগানিস্তান ম্যাচে বিরাট-নবীন ঝামেলা ইতি হয়। দুই ক্রিকেটার একে অপরকে আলিঙ্গন করেছিলেন সে বার।

ভারতীয় টেনিসে নয়া মোড়, ফরাসি ওপেনের টিকিট পেয়ে ইতিহাস সুমিতের

লন্ডন, ১১ এপ্রিলঃ ভারতীয় টেনিসের সুদিন কি ফিরছে? তেমনই বলা যেতে পারে। অন্তত সাম্প্রতিক সাফল্য তাই বলছে। রোহন বোপান্না বিশ্ব ডাবলস র‍্যাঙ্কিংয়ের একে পৌঁছেছেন। ৪৪ বছর বয়সে এই সাফল্য বিরাট। তারই মধ্যে আর এক ভারতীয় টেনিস তারকা একের পর এক সাফল্য পেয়ে চলেছেন। তিনি সুমিত নাগাল। এই প্রথম রোলাঁ গারোয় নামার টিকিট পেয়ে গেলেন। সুরকির কোর্টে এই প্রথম খেলার সুযোগ পাবেন সুমিত। গত কয়েক সপ্তাহে দারুণ এগোচ্ছেন ভারতীয় তারকা। সিঙ্গলসে সাফল্যও পেয়েছেন। সেই কারণে এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ে ৮০ নম্বরে পা রেখেছেন। যা নিশ্চিত ভাবেই প্রশংসার করার মতো। তার পুরস্কারও পেয়ে গেলেন। ফরাসির কোরেন্টিন মৌটেটকে হারিয়ে মরক্কো ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছেছিলেন সুমিত। যার পর ফরাসি ওপেন খেলার সুযোগ পেয়ে গিয়েছেন। যদিও ক্লে-কোর্টে ধারাবাহিক ভাবে ভালো খেলে চলেছেন সুমিত। যোগ্যতা পর্বের বাধা টপকে অনেকেই মেন রাউন্ডে খেলার সুযোগ করে নেন। সুমিতও অনেক টুর্নামেন্টে সে সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু ফরাসি ওপেনের মেন রাউন্ডে সরাসরি পা রাখা যথেষ্ট গর্বের। সেই সঙ্গে পারফরম্যান্স ভালো না হলে এই সুযোগ মেলে না। বিশ্বের সেরা

১০০ তারকাদের মধ্যে রয়েছেন ভারতীয় টেনিস প্লেয়ারও। ২০১৯ সালে ভারতের প্রজনেশ গুণশরণ ফরাসি ওপেনের মূল পর্বে খেলেছিলেন। পাঁচ বছর পর সেই সুযোগ পাচ্ছেন আবার কোনও ভারতীয়। এক সময় অর্থের অভাবে টেনিস ছেড়ে দেবেন ভেবেছিলেন। বিরাট কোহলির সংস্থা তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকে নিজেকে আবার তুলে নিয়ে গিয়েছেন স্বপ্নের আকাশে। এই মুহূর্তে মন্টে কার্লো মাস্টার্স খেলতে ব্যস্ত সুমিত। ফরাসি ওপেনের আগে নিজেকে আরও ঘষামাজা করে নিচ্ছেন ভারতীয় টেনিস প্লেয়ার।

এ বার কি হার্দিক ছাঁটাইয়ের দামামা বেজে গেল?

আকাশ-রোহিতের ভিডিয়ো বাড়াচ্ছে জল্পনা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

অপেক্ষার আর মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা, তারপর মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুখোমুখি রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। দু'জনই এখন তাঁদের টিমের প্রাক্তন অধিনায়ক। ভারতীয় ক্রিকেটের দুই স্তম্ভ যখন আইপিএলের মঞ্চে প্রতিপক্ষ হিসেবে নামেন, সেই ম্যাচ দেখার জন্য মুখিয়ে থাকেন তাঁদের অনুরাগীরা। যে কারণে লক্ষ্মীবারের আইপিএল ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনা বাড়ছে। এরই মাঝে আবার শোনা যাচ্ছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মসনদে ফিরছেন রোহিত শর্মা। তা হলে এ বার কি হার্দিক পান্ডিয়ার ছাঁটাইয়ের দামামা বেজে গেল? আসলে এক ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে জল্পনা বাড়ছে। এ যেন ঠিক 'ডাল মে কুচ কালা হে' পরিস্থিতি। শোনা গিয়েছিল মুম্বই টিম রোহিত-হার্দিকের জন্য দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। যদিও আসল সত্য প্রকাশ্যে আসেনি। এরই মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এক ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক আকাশ অম্বানির সঙ্গে এক গাড়িতে যাচ্ছেন রোহিত শর্মা। চালকের আসনে রয়েছেন মুকেশ অম্বানির ছেলে আকাশ। এবং তাঁর পাশের আসনে রোহিত শর্মা। যদিও চালকের মুখ পরিষ্কার দেখা যায়নি ভিডিয়োতে। আর ওই ভিডিয়োটির সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। কিন্তু নেটিজেনদের দাবি রোহিতের পাশে ছিলেন আকাশই। আর সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স এ ওই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই নেটিজেনরা বলছেন, ''এ বার হয়তো আইপিএলের মাঝপথে ফের রোহিত শর্মার হাতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্যাপ্টেন্সি তুলে দেওয়া হবে।'' মুম্বই ইন্ডিয়ান্স মরসুমের মাঝপথে হার্দিক পান্ডিয়ার জায়গায় ফের রোহিত শর্মাকে ক্যাপ্টেন বানাবে কিনা, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। অবশ্য মুম্বই শিবিরে হয়তো এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। কারণ, হারের হ্যাটট্রিকের পর

অবশেষে মরসুমের প্রথম জয়ের মুখ দেখেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ওই ম্যাচে রোহিত ও হার্দিক দু'জনই ভালো পারফর্ম করেছিলেন।

পিএসজিকে হারিয়ে দুরন্ত জয় বার্সেলোনার

চ্যাম্পিয়নস লিগ

পিএসজি ২ - ৩ বার্সেলোনা

প্যারিস, ১১ এপ্রিলঃ 'ওয়ান ব্রিংগস অ্যানাদার' বলে ইংরেজিতে একটা কথা প্রচলিত আছে। রাফিনিয়ার আজকের পারফরম্যান্সকে সেই কথাটির সঙ্গে মেলানো যেতেই পারে। এ ম্যাচের আগে চ্যাম্পিয়নস লিগে কোনও গোল ছিল না রাফিনিয়ার। ব্রাজিলের ২৭ বছর বয়সী উইঙ্গার ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের শীর্ষ এ প্রতিযোগিতায় আজ শুধু গোলবন্ধ্যাত্ব কাটালেন না, পেয়ে গেলেন নিজের দ্বিতীয় গোলও। তাঁর ঝলকের রাতে বদলি আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টেনসেন বলে প্রথম স্পর্শেই করলেন আরেক গোল। তাতে পিছিয়ে পড়েও পিএসজিকে স্তব্ধ করে দিল বার্সেলোনা। প্যারিসের পার্ক দে প্রিন্সেসে জাভি হার্নান্দেজের দল পাঁচ গোলের থ্রিলার জিতল ৩-২ ব্যবধানে। আগামী মঙ্গলবার কোয়ার্টার ফাইনালের ফিরতি লেগ হবে বার্সেলোনার মাঠ এস্তাদি অলিম্পিকে। প্যারিস থেকে জয় নিয়ে ফিরতে চলায় সেই ম্যাচে বেশ আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থাকবে জাভির জয়, তা অনুমান করাই যায়। পিএসজির মাঠে এটি বার্সার ৯ বছর পর প্রথম জয়। সর্বশেষ জয়টি এসেছিল ২০১৫ সালে এই এপ্রিল মাসেই। সেটিও ছিল কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে। মেসি-নেইমার-সুয়ারেজদের বার্সা ম্যাচটি জিতেছিল ৩-১ ব্যবধানে। সে সময় কাতালান ক্লাবটির দায়িত্বে ছিলেন পিএসজিরই বর্তমান কোচ লুইস এনরিকে। চেনা মঞ্চে নিজেদের দর্শকদের সমর্থন পাওয়া পিএসজি শুরু থেকে চেপে ধরে ধরেছিল বার্সাকে। কাং লি ইন ও মার্কো আসেনসিও গোলের সুযোগও সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু বার্সা গোলকিপার মার্ক আন্দ্রে টের স্টেগেন তাঁদের প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেন। তবে দ্রুতই ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে ওঠার পর গোছানো ফুটবল খেলতে শুরু করে বার্সা। রবার্ট লেভানডফস্কি তো অতিথিদের প্রায় এগিয়েই দিয়েছিলেন। নুনো মেন্দেস গোললাইনের কাছাকাছি জায়গা থেকে বল ক্লিয়ার করলে সে যাত্রায় বেঁচে যায় পিএসজি। তবে বার্সাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা যায়নি। ৩৭ মিনিটে রাফিনিয়ার গোলে এগিয়ে যায় কাতালান ক্লাবটি। নিজেদের বক্সে ব্যস্ত সময় পার করতে থাকা পিএসজি গোলকিপার দোন্নারুমা লামিনে

ইয়ামালের ক্রস রুখে দিলে বল পেয়ে বাঁ পাশে অরক্ষিত থাকা রাফিনিয়া। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কোনও ভুল করেননি তিনি। পিছিয়ে পড়া পিএসজি দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া হয়ে ওঠে। কোচ এনরিকে প্রথম কৌশলগত পরিবর্তন আনেন বিরতির পরপরই। আসেনসিওকে তুলে নিয়ে নামান ব্র্যাডলি বারকোলাকে। এনরিকের চালটা লেগেও যায়। বারকোলা নামতেই আক্রমণভাগের গতি বাড়ে পিএসজির। সেটার ফল পায় হাতেনাতেই। ৪৮ মিনিটে জোরাল শটে দারুণ এক গোলে ম্যাচে সমতা আনেন উসমান দেম্বেলে। সাধারণত নিজের প্রাক্তন ক্লাবের বিপক্ষে গোল পেলে উদ্‌যাপন করতে দেখা যায় না। তবে বার্সা ছেড়ে এই মরসুমেই পিএসজিতে যোগ দেওয়া দেম্বেলে উদ্‌যাপন করতে একটুও কার্পণ্য করেননি। দেম্বেলের গোলের মিনিট দুয়েক পরেই এগিয়ে যায় পিএসজি। ফাবিয়ান রুইজের পাস থেকে বল পেয়ে ব্যবধান ২-১ করেন ভিতিনিয়া। কিলিয়ান এমবাপেকে আজ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'বোতলবন্দী' করে রেখেছিলেন বার্সার ডিফেন্ডাররা। তবে দেম্বেলে-ভিতিনিয়াদের সুবাদে এগিয়ে যাওয়ায় জয়ের ব্যাপারে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল পিএসজি। কিন্তু বার্সা বোধহয় আজ ঘুরে দাঁড়ানোর পণ করেই মাঠে নেমেছিল। আর এই ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পে জাভির ট্রাম্পকার্ড হয়ে উঠেছেন পেদ্রি ও ক্রিস্টেনসেন। ৬১ মিনিটে অধিনায়ক সের্হি রবের্তোর বদলি নামেন পেদ্রি। পরের মিনিটে তাঁর পাস থেকেই নিজের দ্বিতীয় গোল করে সমতা ফেরান রাফিনিয়া। আরেক বদলি ক্রিস্টেনসেনের ম্যাচের ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটা তিনি মাঠে নামার ৭১ সেকেন্ড পরেই, সেটাও বলে তাঁর প্রথম স্পর্শেই! ম্যাচের ৭৭ মিনিটে ইলকাই গুন্দোয়ানের নেওয়া নিখুঁত এক কর্নার কিক থেকে মাথা ছুঁয়ে বার্সাকে এগিয়ে দেন ক্রিস্টেনসেন। এমন পরিস্থিতি থেকে অতীতে বেশ কয়েকবার পিএসজিকে টেনে তুলেছেন আশরাফ হাকিমি। কিন্তু চ্যাম্পিয়নস লিগের এই মরসুমে পাঁচটি হলুদ কার্ড দেখায় এই ম্যাচে নিষিদ্ধ ছিলেন হাকিমি। তাঁর জায়গায় নেমেছিলেন রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে বিশ্রামে থাকা দলের অধিনায়ক মার্কিনিওস। কিন্তু ব্রাজিলিয়ান এই ডিফেন্ডার ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেননি। বরং সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে হাকিমির অভাব আরও বেশি টের পেয়েছে পিএসজি। বাকিটা সময় অনেক চেষ্টা করলেও বার্সার রক্ষণভাগের দৃঢ়তায় হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় প্যারিসিয়ানদের।

ডর্টমুন্ডকে হারিয়ে এগিয়ে রইল আতলেতিকো

চ্যাম্পিয়নস লিগ

আতলেতিকো মাদ্রিদ - ২
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড - ১

মাদ্রিদ, ১১ এপ্রিলঃ মাদ্রিদের এক অংশে গতকাল ম্যাচ শেষে ছিল হতাশার ছাপ। ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে যে এগিয়ে গিয়েও ড্র করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। তবে মাদ্রিদের আরেক অংশকে আজ হতাশার হতে হয়নি। সিটিকে রিয়াল হারাতে না পারলেও বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে ঠিকই ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে দিল তাদের নগর প্রতিদ্বন্দ্বী আতলেতিকো মাদ্রিদ। ঘরের মাঠ ওয়ান্দা মেত্রোপলিতানোয় ম্যাচের ৪ মিনিটেই আতলেতিকো এগিয়ে দেন আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জেতা রদ্রিগো দি পল। ৩২ মিনিটে ব্যবধান ২-০ করেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার সামুয়েল লিনো। ডর্টমুন্ডের দুই গোল হজমেই ছিল তাদের রক্ষণভাগের দায়। মরণব্যাধি ক্যানসারজয়ী সেবাস্তিয়ান হলার ৮১ মিনিটে এক গোল শোধ করলেও দলের হার এড়ানোর জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। রক্ষণভাগের ভুলের খেসারত দিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে অতিথিদের। চ্যাম্পিয়নস লিগে ২০১৯ সালের পর এই প্রথম ঘরের মাঠে টানা ৫ ম্যাচ জিতল আতলেতিকো। প্রতিপক্ষের মাঠে সর্বশেষ ১১ ম্যাচে এটি ডর্টমুন্ডের নবম হার। কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগ জিতে সেমিফাইনালের পথে কিছুটা এগিয়েও গেল দিয়েগো সিমিওনের দল। আতলেতিকোর গোল দুটি আর্জেন্টিনার দি পল আর ব্রাজিলের লিনোর সৌজন্যে এলেও ম্যাচের আসল নায়ক ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়ী ফরোয়ার্ড আঁতোয়ান গ্রিজমান। ম্যাচে ৬টি গোলের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন গ্রিজমান, যা তাঁর চ্যাম্পিয়নস লিগের এক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি। ২০১৬ সালের পর আতলেতিকোর কোনও

খেলোয়াড়ের সবচেয়ে বেশি সুযোগ তৈরির নজিরও এটি। ৮ বছর আগে কোকে পিএসভি আইন্দহফেন বিপক্ষে ৮টি সুযোগ তৈরি করেছিলেন। লিনোর গোলটা করেছেন গ্রিজমানের বাড়ানো বল থেকেই। গ্রিজমান ডর্টমুন্ডের দুই ডিফেন্ডারকে ফাঁকি দিয়ে যেভাবে লিনোকে পাসটা দিয়েছেন, তাতে তিনি গোল না পেলে বরং 'অপরাধী' হয়ে থাকতেন। বাঁ পাশে পুরোপুরি অরক্ষিত ছিলেন লিনো। বল রিসিভ করেই ডান পায়ের টোকায় পাঠিয়ে দেন ডর্টমুন্ডের জালে। জার্মান ক্লাবটির গোলকিপার গ্রেগর কোবেলের তা থামানোর কোনও সুযোগই ছিল না। লিনোর এই গোলটা হতে পারত ডর্টমুন্ডের জার্সিতেও। ২০২২ সালে ৬৫ লাখ ইউরোর বিনিময়ে তাঁকে পর্তুগিজ ক্লাব জিল ভিসেন্তের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেন আতলেতিকোর পরিচালক বের্তা। খেলোয়াড় 'ছিনতাইয়ের' যেসব গল্প প্রায়ই শোনা যায়, সেটার অংশ হতে পারতেন তিনিও। সেবার লিনোকে নেওয়ার পর উঠেপড়ে লাগে ডর্টমুন্ড। আতলেতিকোর ৬৫ লাখ ইউরোর বিপরীতে তারা ১ কোটি ৫০ লাখ ইউরোর প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তত দিনে আতলেতিকোর সঙ্গে চুক্তির সব প্রক্রিয়া সেরে ফেলেছিলেন লিনো। এর আগে ম্যাচের ৪ মিনিটে দি পল যে গোলটা করেন, সেখানে সাঙ্ঘাতিক ভুল করেন বসে ডর্টমুন্ড। নিরাপদ জায়গায় দাঁড়ানো কাউকে পাস দেওয়ার সুযোগ থাকলেও গোলকিপার কোবেল বল দেন মার্কিংয়ে থাকা ইয়ান ম্যাটসেনকে। ম্যাটসেন বল নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হন। তাঁর কাছ থেকে বল ছোঁ মেরে কেড়ে নেন দি পল। বাকি কাজটা অনায়াসে সারেন। বিরতির পর গোলের আরও সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি আতলেতিকো। তবে ৮১ মিনিটে পাওয়া সুযোগটা ঠিকই কাজে লাগান হলার। বক্সের কিনারা থেকে গোল করেন তিনি। ৮৭ মিনিটে সমতা ফেরানোর সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল ডর্টমুন্ড। কিন্তু জেমি বায়নো গিটেনসের শট ক্রসবারে লাগলে হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় ডর্টমুন্ডকে।

আইপিএল-এর মাঝে বড় লোকসান, কোটি কোটি টাকার প্রতারণার শিকার পান্ডিয়া ব্রাদার্স

মুম্বই, ১১ এপ্রিলঃ পান্ডিয়া ব্রাদার্স বর্তমানে আইপিএলে ব্যস্ত। হার্দিক পান্ডিয়া ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের চলতি মরসুমে খেলছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে। এই টিমের অধিনায়ক তিনি। বৃহস্পতিবার রাতেই রয়েছে মুম্বইয়ের ম্যাচ। আর ক্রুণাল খেলেন লখনউ সুপার জায়ান্টসের হয়ে। আগামিকাল রয়েছে লখনউয়ের ম্যাচ। বরোদার এই দুই ক্রিকেটার যখন ব্যস্ত কোটি টাকার ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগে, সেই সময় তাঁদের সঙ্গে কোটি কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণা হয়েছে। আর এই অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন তাঁদেরই ভাই বৈভব পান্ডিয়া। মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, হার্দিক-ক্রুণালের সৎ ভাই বৈভব পান্ডিয়া তাঁদের সঙ্গে প্রায় ৪.৩ কোটি টাকার আর্থিক তছরূপ করেছেন। যার ফলে বড় সড় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে হার্দিক এবং ক্রুণালের। ইকোনমিক অফেন্স উইংয়ের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, হার্দিক ও ক্রুণালের সৎ ভাই বৈভব ২০২১ সালে পলিমার কোম্পানি চালু করেন। যেখানে হার্দিক ও ক্রুণালের বিনিয়োগ ছিল ৪০ শতাংশ করেন। আর বৈভব ২০ শতাংশ বিনিয়োগ করেন। এই হারেই কোম্পানির যা লাভ হবে, তা বণ্টন করার কথা ছিল। পরবর্তীতে বৈভব একই ব্যবসা করার জন্য এরপর চুক্তি ভেঙে অন্য একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। এ বিষয়ে তিনি হার্দিক ও ক্রুণালকে কিছু জাননি। যার ফলে এই তিন ভাইয়ের যে প্রথম কোম্পানি ছিল, তার প্রচুর ক্ষতি হয়। কিন্তু হার্দিক-ক্রুণালের সৎ ভাই বৈভবের লাভ রাতারিত ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৩.৩ শতাংশ হয়ে যায়। যার ফলে ক্ষতির মুখে পড়েন ক্রুণাল ও হার্দিক। পাশাপাশি বৈভবের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তাঁদের তিন ভাইয়ের কোম্পানি থেকে লক্ষাধিক টাকা অন্যত্র সরানোর। হার্দিক ও ক্রুণাল এই বিষয়ে বৈভবের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে তাঁদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন তাঁদের সৎ ভাই। এরপরই হার্দিক ও ক্রুণাল তাঁদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বৈভবকে মুম্বই পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

মেসির প্রতিশোধের ম্যাচে বিধ্বস্ত মায়ামি

ফ্লোরিডা, ১১ এপ্রিলঃ কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম লেগের ম্যাচটা ছিল ঘটনাবহুল। ২-১ গোলে হারা সেই ম্যাচে মাঠে না থেকেও ব্যাপকভাবে ছিলেন লিওনেল মেসি। সেই ম্যাচ শেষ হওয়ার পর ভিআইপি গ্যালারি থেকে মেসির প্রতিপক্ষের ড্রেসিংরুমে গিয়ে অসদাচরণ করার খবরও পরে সামনে আসে। মেসিকে নিয়ে মন্তেরি কোচের কটূক্তির কথাও শোনা যায়। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচটিকে ধরা হচ্ছিল মেসির জন্য প্রতিশোধের। প্রতিশোধ দূরে থাক, মন্তেরির মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করতে পারল না মেসির মায়ামি। মেক্সিকান ক্লাব মন্তেরির কাছে ৩-১ (দুই লেগ মিলিয়ে ৫-২) গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে ফ্লোরিডার ক্লাবটি। এই হারে ২০২৫ সালে ক্লাব বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্নও ভেঙে গেল মায়ামির। প্রতিপক্ষের মাঠে এদিন শুরুটা মন্দ ছিল না মায়ামির। বলের দখল রেখে প্রতিপক্ষ রক্ষণে চাপ তৈরির চেষ্টা করে তারা। তবে বল দখলে যতটা মুনশিয়ানা দেখিয়েছে, সুযোগ তৈরিতে তার ছাপ ছিল না। মেসি বল পায়ে চেষ্টা করছিলেন গোলের সুযোগ তৈরির, যদিও খুব একটা সুবিধা করতে

পারেননি। ২৫ মিনিটে মেসির শট চলে যায় বারের ওপর দিয়ে। বিপরীতে বলের দখল রাখতে না পারলেও সুযোগ তৈরিতে এগিয়ে ছিল মন্তেরি। ৩১ মিনিটে গোলরক্ষক ডেরেক ক্যালেন্ডারের হাস্যকর এক ভুলে পিছিয়ে পড়ে মায়ামি। পোস্টের কাছাকাছি জায়গা থেকে সতীর্থকে পাস দিতে গিয়ে তিনি বল তুলে দেন মন্তেরির স্ট্রাইকার ব্র্যান্ডন ভাসকেজের পায়ে। এমন সুযোগ হাতছাড়া করেননি তিনি। লক্ষ্য ভেদ করে মন্তেরেকে দুই লেগ মিলিয়ে ৩-১ গোলে এগিয়ে দেন। ৩৫ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন মেসি। এরপর প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে মেসির পাস ধরে সুয়ারেজ গোল করলেও অফসাইডের কারণে বাতিল হয় সেটি। বিরতির পর গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে মায়ামি। সবাই তখন তাকিয়ে ছিল মেসির দিকে। যদিও চোট কাটিয়ে ফেরা মেসি ছিলেন কিছুটা ছন্দহীন। এর মধ্যে ৫৭ মিনিটে দুর্দান্ত এক শটে মায়ামিকে স্তব্ধ করে দেন মন্তেরির গেরমান বেরতেরমে। বক্সের বাইরে থেকে তাঁর নেওয়া বুলেট গতির শট থামানোর কোনও উপায় ছিল না মায়ামি গোলরক্ষকের। ২ গোলে পিছিয়ে ম্যাচ থেকেই ছিটকে পড়ে মায়ামি। এরপর ৬৪ মিনিটে মায়ামির আরেকটি ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন গালার্দো। ৩ গোলে পিছিয়ে পড়ে মায়ামি আক্রমণাত্মক হয়ে একের পর এক ফাউল করতে থাকে। যার জেরে ৭৮ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন জর্দি আলবা। ৮৫ মিনিটে দিয়াগো গোমেজ মায়ামির হয়ে ১টি গোল শোধ দিলেও প্রতিশাধের ম্যাচ আর জেতা হয়নি মেসির। শেষ পর্যন্ত দুই লেগ মিলিয়ে ৫-২ গোলে পিছিয়ে থেকে বিদায় নেয় মায়ামি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com